ব্যক্তির চিকিৎসার সাহায্য কর, ২টী ঋণগ্রস্ত বিপন্নকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর, তাহা হইলে কি সে অর্থ সার্থক হয় না ? তোমার অর্থ দ্বারা যদি ব্রত ধর্ম্ম আচরণ কর, তাহা হইলে কি সে অর্থ সার্থক হয় না ? তোমার এত ধন আছে বলিতে পার না, যে সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া তাহা ফুরাইতে পার না ? তবে অতিরিক্ত অর্থ ঈশ্বরের নামে ধর্ম্মকার্য্যে ও পরোপকারে ব্যয় কর, পোষ্য পুত্র গ্রহণ অপেক্ষা অধিক সুখ ও ইষ্ট ফল লাভ করিবে।

৪। পোষ্য পুত্র দ্বারা বংশ রক্ষা হইবে ও ধনীর নাম রক্ষা হইবে মনে করিতে পার। কিন্তু তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পোষ্য পুত্র যদি দুরাচারী হয় তাহা দ্বারা কলঙ্ক হইবে ; বংশের নামে কলঙ্ক হওয়া অপেক্ষা সে বংশ লোপ হওয়া ভাল। আপনার পেটের সন্তান যদি দুশ্চরিত্র হয়, মাতা তাহার মৃত্যু কামনা করেন, নির্ব্বংশ হইতে ইচ্ছা করেন। আর পরের সন্তানকে আনিয়া আপনাকে কলঙ্কিত ও চৌদ্দপুরুষকে নরকস্থ করিবার প্রয়োজন কি ? পোষ্য-পুত্র দ্বারা বংশ রক্ষা না করিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে না, তবে সেরূপ বংশ রক্ষার জন্য এত ভাবনা কেন ?

৫। পোষ্য পুত্র না করিয়াও ধনীর নাম ও বংশের নাম অন্য প্রকারে ভালরূপে রক্ষা করা যায়। ইউরোপ ও আমেরিকার লোক মনুর ব্যবস্থাপিত দশবিধ পুত্রের কামনা করেন না এবং পুত্রাভাবে দত্তক পুত্র গ্রহণে ব্যস্ত হন না। নিঃসন্তান ধনী বা ধনাঢ্যা নারী আপনার বা বংশের নামে কোন সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এইরূপে কেহ একটী বিদ্যালয়, কেহ একটি চিকিৎসালয়, কেহ একটি অনাথাশ্রমের জন্য আপনার সমুদায় অর্থ উৎসর্গ করিয়া যান, তাঁহার অর্থে সেই কার্য্যটী বরাবর চলিয়া তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল রক্ষা করে। ইহাদ্বারা এক সঙ্গে দুটী ফল হয়, দাতার নাম চিরকাল থাকিয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে কত শত লোকের উপকার ও জনসমাজের কত কল্যাণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এ দেশে কত বিভবশালিনী সদাশয় নারী অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া দীর্ঘিকা, দেবালয়, অতিথি-শালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সৎকীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেন, এখন সে দিকে লোকের রুচি ও অনুরাগ কমিয়াছে, ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। ভগিনি ! তোমাদিগের অতিরিক্ত অর্থ দ্বারাও কোন সৎকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর, সুনাম চিরদিন থাকিবে, তোমা-দিগের বংশাবলীর ও আত্মীয় কুটুম্ব-গণের মুখ উজ্জ্বল হইবে। যদি দত্তক পুত্র করিতে ইচ্ছা হয়, এইরূপ সৎকার্য্যকে দত্তক পুত্র কর, ইহাদ্বারা কাহারও অনিষ্ট হইবে না এবং তোমার অভীষ্ট ফল লাভ হইবে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা
শ্রীশ—

গার্হস্থ্য সঙ্গীত।

(আজি) নব দম্পতী দুজন,
আমাদের শুভাশায় করহ গ্রহণ।
মিলে হৃদয়ে হৃদয়ে, এক-প্রাণ-মন হয়ে,
প্রবেশ আনন্দ মনে,আজি সংসার ভবন।

ধন ধান্য অগণন, লভ প্রিয় পরিজন,
প্রেম পুণ্য শান্তি নীরে,সুখে ভাস,অনুক্ষণ;
যাঁহার শুভবিধানে,মিলিলে এ শুভদিনে,
তোমাদের সব আশা,তিনি করুন্ পূরণ।

মা।

কে তুমি গো বরাননে, প্রেম-স্বরূপিণী?
মধুর তোমার ছায়া,
মধুর তোমার মায়া,
পরিক্লান্ত মানবের, শান্তি-বিধায়িনী।
খেটে সারাদিন ধরে,
গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে,
উর্দ্ধমুখে ছুটে যাই, উৎসুক পরাণী,
তোমার স্নেহেতে দুঃখ, জুড়াতে জননি॥
অন্নের চিন্তায় ব্যস্ত, ফিরি সারাদিন
এ দ্বার ও দ্বার ঘুটি,
এখানে সেখানে ছুটি,
এ কার্য্য সে কার্য্য করি, হই যবে ক্ষীণ;
স্নেহের কবাট খুলি,
স্নেহের পুতুলি তুলি,
লও তুমি কোলে করে, প্রেমেতে বিলীন;
তোমার ক্রোড়েতে শান্তি লভে দীন হীন॥
মা তোমার স্নেহময় ক্রোড়েতে বসিয়া,
তুচ্ছ হেরি সমুদয়,
পার্থিব বিপদচয়,
কি করিবে রোগ শোক জরা মৃত্যুছায়া?
ওপদ কমল সুধা,
পানেতে মিটাই ক্ষুধা,
ও নাম মহিমা গানে, কাটি ভবমায়া,
পরাজিত রোগ শোক, জরা মৃত্যুছায়া।
মধুর জগৎ মাঝে, প্রকৃতি মধুর সাজে,
প্রেমের বাজার খুলি,
প্রেমের বিপণি গুলি,
কলসে কলসে প্রেম, তখনি বিলায়।
মম মন মাতোয়ারা,
হয়ে অন্ধ দিশাহারা,
মধুমত্ত অলি প্রায়, তব পদে ধায়;
তব স্নেহরস পানে, স্বর্গসুখ পায়।
তোমার করুণা মাতঃ,জনমে ভুলিব না ত,
অকৃতি অধম দীন,
তবপদে চিরদিন,
পড়িয়া রহিব এই প্রার্থনা আমার;
ভিক্ষা দেও মাগো তব প্রেম সুধাধার॥

নূতন সংবাদ।

১। ব্রিটিষ ব্রহ্মের চিফ্ কমিসনর বার্ণার্ড সাহেব উত্তর ব্রহ্মের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

২। ৫০ বৎসর হইল আমেরিকায় মর্ম্মণ নামে এক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে, ইহাদিগের সংখ্যা ইতিমধ্যে

প্রায় ১০ লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ইউনাইটেড ষ্টেটসের ইউটা প্রদেশে বাস করিতেছে। মর্ম্মণেরা এ দেশের কুলীন ব্রাহ্মণের ন্যায় বহু স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকে। এ প্রথা সভ্য জগতের কলঙ্ক। ইউনাইটেড রাজ্যের সেনেট-সভা এই প্রথা রহিত করিবার জন্য এক আইন ধার্য্য করিয়াছেন।

৩। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের স্মরণার্থ ফণ্ডে প্রায় ১২ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাদ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্য সকল হইবে স্থির হইয়াছে—(১) তিন হাজার টাকা ব্যয়ে কেশব বাবুর একখানি পূর্ণাকার ছবি প্রস্তুত হইয়া টাউনহলে স্থাপিত হইবে। (২) পাঁচ শত টাকা ব্যয়ে আর একখানি ছবি অঙ্কিত হইয়া আলবার্ট হলে থাকিবে। (৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৪০০০ টাকা প্রদত্ত হইবে, তাহা হইতে ৮০ টাকা দামের একটি স্বর্ণ মেডেল ও ৮০ টাকা দামের পুস্তক বর্ষে বর্ষে মনোবিজ্ঞানে সম্মান সহিত বি এ পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের প্রথম ব্যক্তিকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। (৪) আর ৪০০০ টাকাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পিত হইবে, তাহা হইতে বর্ষে বর্ষে ১৬০ টাকা নগদ বা তন্মূল্যের পুস্তক সাধারণ সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

৪। চিকিৎসাবিদ্যালয়ে শারীরবিজ্ঞান শিক্ষাদানার্থ জীবন্ত জন্তুর দেহচ্ছেদ করা হইয়া থাকে, ইংলণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরোধী। এই প্রথা যাহাতে লেডি ডফরিণের স্থাপিত চিকিৎসাবিদ্যালয় সকলে প্রবর্ত্তিত না হয়, এ জন্য তাঁহারা রাজ-প্রতিনিধির পত্নীর নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। চিকিৎসা শিখাইবার অনুরোধে কোমলহৃদয়া ভারতনারীগণকে জীবহিংসা শিক্ষাদান করা অতি গর্হিত কর্ম্ম।

৫। এ বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষে সকল দলস্থ ব্রাহ্মিকাগণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে ব্রাহ্মিকাদিগের এক দিন বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিশেষ দিনে ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব হয়, তাহাতে অনেক হিন্দু রমণীও যোগ দিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে বঙ্গমহিলাসমাজের এক সায়ং-সমিতি সিটী-কলেজ-গৃহে হয়; তাহাতে ফাদার লাফোঁ নানাবিধ তাড়িতালোক প্রদর্শন পূর্ব্বক এক বক্তৃতা করেন, পরে সদালাপ ও জলযোগ হয়; সমাগত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম সমাজের দিক্ হইতে বাবু প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মিকা-গণের উপাসনা ও প্রীতিভোজ হয়; তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বহু-

সংখ্যক মহিলাও নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। নববিধানের আর্য্য নারী সমাজের উৎসব হয় এবং স্ত্রীলোকেরা আনন্দবাজার খুলিয়া জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়াছেন।

পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। মহারাজা নন্দকুমার—টমকাকার কুটীর-প্রণেতার প্রণীত, মূল্য ১৷৷৹ টাকা। ইহা এক বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, দুষ্ট ক্ষমতাশালী লোকের কি অসীম প্রাদুর্ভাব ও অত্যাচার এবং নিরুপায় নরনারীগণের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা, তাহার ছবি ইহাতে বেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নন্দকুমারের ফাঁসী যে একটী ষড়যন্ত্রীকৃত হত্যাকাণ্ড ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। গ্রন্থকার এই পুস্তক-প্রণয়নে যেরূপ গূঢ় অনুসন্ধান ও ক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না।

২। আবিয়ারের জীবনী ও উপদেশ—শ্রীনকুড় চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত (বা প্রণীত)। বামাবোধিনীতে মান্দ্রাজ-বিদুষী আবিয়ারের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আবিয়ারের বহুসংখ্যক উপদেশ সহ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা যে নারীগণের বিশেষ পাঠ্য, বলা বাহুল্য।

৩। তারা-বিজয়—শ্রীঅক্ষয় কুমার বসু কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৷৷৹ মাত্র। আগামী বারে সমালোচ্য।

৪। স্বামিস্ত্রী—শ্রীহরমোহন বিশ্বাস প্রণীত,মূল্য ।৹ আনা মাত্র। আগামী বারে সমালোচ্য।

বামাগণের রচনা।

প্রভাত !

(১)

হাসাইয়া ফুল দলে, তরুণ অরুণ কোলে
হাসি হাসি দেখা দিল উষা বিনোদিনী,
রাখি মনে মনসাধ, বিলাস অলসে চাঁদ
ঢলিয়া পড়িল ; দেখি হাসিল নলিনী।
সমুজ্জ্বল তারাদল শশধর সনে,
ম্লানমুখ একে একে মিশিল গগনে ,

(২)

জাগিল জগৎ যেন উষার মিলনে,
করি গুন্ গুন্ স্বর, মধু আশে মধুকর

চলিল প্রভাত ফুল্ল কুসুম কাননে,
অলি প্রেমে আদরিণী,হাঁসিয়া কুসুম ধনী
আদর করিল কত মধুকরগণে,
বসাইল যতনে হৃদয় আসনে।
ভাবিল না পরিণাম সরল অন্তর
ভাবিল থাকিবে বুঝি এমনি আদর;

(৩)

তরু শিরে, লতা পরে, অরুণ কিরণে
জলিছে শিশিরবিন্দু মুকুতা বরণে,
শাবকে রাখিয়া নীড়ে,পাখা ঝাড়ি পাখী উড়ে
করি কল কল ধ্বনি খাদ্য অন্বেষণে।
সুপ্ত নব শিশু দলে, জাগিল জননী কোলে
জাগাইল জননীরে করুণ রোদনে,
জাগিয়া জননী, শান্ত করে স্তনদানে;
পান্থশালা ত্যজি পান্থগণ যায় চলি
জাগিল গৃহস্থ গৃহে 'সুপ্রভাত' বলি।

(৪)

বহিছে সুধীর বায়ু মৃদুল হিল্লোলে
অবগাহি দেহ হিম শিশিরের জলে,
দোলাইয়া তরু পাতা,ললিত মাধবী লতা,
নাচায়ে ফুলের কলি বনলতা কোলে,
কল্লোলিনী স্বচ্ছ জলে, নাচায়ে তরঙ্গকুলে
ভাসায়ে আকাশতলে ছিন্ন মেঘদলে;
কাঁপায়ে অলকরাজি কামিনী কুন্তলে।
শশাঙ্ক নক্ষত্র যেন সে মৃদু উচ্ছ্বাসে,
ঢালিয়া শরীর, গেল ভাসিয়া আকাশে।

(৫)

ব্রাহ্মণ শয়ন ত্যজি উপবীত করে,
পূজিছে পবিত্র ভাবে পরম ঈশ্বরে,
বালক বসেছে পাঠে, কৃষিগণ চলে মাঠে
রাখাল গোধন লয়ে ছুটিছে প্রান্তরে,
বালিকা বাঁধিয়া দল, ফিরে ফুল তরুতল
কুড়ায়ে কুসুম চারু মালা গাঁথিবারে;
ডুবিল নীরব পৃথ্বী কল্লোল সাগরে,
যুবতী প্রফুল্লমুখী কুলবধূ যত
অরধ ঘোমটা দিয়ে গৃহকাজে রত।

(৬)

আয় লো ভগিনীগণ! সব সখী মিলি
গাইব বিভুর গান সম স্বর তুলি;
যার প্রেমেপাখী ডাকে,ফুটে ফুল তরুশাখে
রবি, শশী উঠে, ডুবে; ফুলে দোলে অলি,
বহে বায়ু নিরমল, ছুটে নদী কল কল,
ডাকে মেঘ, পড়ে জল, চমকে বিজলী;
সাগর যাহার প্রেমে উঠে লো উথলি,
ধ্যানে যোগী, অনুরাগী যাঁর পদ ভাবে
কাঁপে পাপী অনুতাপী যাঁহার প্রভাবে,

(৭)

সে পবিত্র বিভুনাম এ শুভ প্রভাতে,
গাই সব সহচরী মিলি এক সাথে;
ঘুচিবে মনের মলা,তাপিত প্রাণের জ্বালা,
দূরে যাবে, শান্তি সুধা নির্ম্মল প্রপাতে
ক্ষণেক মুদিয়া আঁখি,তাঁহারে হৃদয়ে রাখি
সংসার ভুলিয়া থাকি, ডাকি দীননাথে
ভাসায়ে জলন্ত প্রাণ, ভকতির স্রোতে
গাইব অনাথবন্ধো! দীন দয়াময়!
জগৎ-জীবন! জয় জগদীশ জয়!!

শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী মল্লীক
অগ্রদ্বীপ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৫ সংখ্যা | চৈত্র ১২৯২—এপ্রেল ১৮৮৬। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডী ডফরিণের বদান্যতা—ইনি অল্প দিনের মধ্যে ভারত মহিলা-কুলের উন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াছেন, বড়লাটপত্নীদিগের মধ্যে আর কাহাকেও এমন দেখা যায় নাই। ইনি আবার আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে নিজের অর্থব্যয়ে কাতর নহেন। শুনা যায় আমেরিকার যে সকল লোক ভারতবর্ষে মিসনরী কার্য্য করিবার জন্য শিক্ষিত হইতেছেন, লেডী ডফরিণ নিজ হইতে তাহাদিগের সমুদায় খরচ পত্র চালাইতেছেন। ইহাও তাঁহার ভারত-হিতৈষিতার অন্যতর প্রমাণ।

দলিপ সিংহের স্বদেশ প্রত্যাগমন—পঞ্জাবের রণকেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র দলিপ সিংহ বাল্যকালে ইংরেজ আশ্রয়ে ছিলেন, তাহার ফলে তিনি আপনার রাজ্য ও জাতিধর্ম্ম হারাইয়া ইংরেজ বৃত্তিভোগী, খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং ইংরেজ রমণীর সহিত পরিণীত হইয়া বিলাত প্রবাসী হন। বৃদ্ধ-বয়সে তিনি সপরিবারে স্বদেশ দর্শনে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া এ-দেশের লোকে ইংরেজ রাজত্বের প্রভাবের একটী প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিবেন।

ব্রহ্মের লোমশ মনুষ্য—সম্প্রতি কলিকাতায় আনীত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার অদ্ভুত দৃশ্য, মুখ বিলাতী কুকুরের মত লোমাবৃত।

পঞ্জাবী বাগ্মী রমণী—পঞ্জাবের

আর্য্য সমাজের গত সাংবৎসরিক উৎসবের সময় প্রায় ১০ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একজন পঞ্জাবী রমণী ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন ও অগ্নিময় বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশের হিতব্রতে সকলকে উৎসাহিত করেন। এই বক্তৃতার পর বেদ শিক্ষার জন্য এক কলেজ স্থাপনার্থ সভাস্থলে ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্তের এখন অত্যন্ত প্রয়োজন।

মহিলা সমিতি—জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখার সম্পাদিকা বিবী গ্রাণ্টের খিদিরপুরস্থ ভবনে গত ১৬ই মার্চ্চ ইউরোপীয় ও বঙ্গীয় নারীগণের এক সমিতি হয়, লেডী ডফরিণ তাহাতে উপস্থিত ছিলেন।

স্থূলকায় স্ত্রীলোক— আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে মার্কলী এমা নাম্নী স্ত্রীলোকের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শরীরের ভার ৫ মণ ১৫ সের হইয়াছিল, ১৯ বৎসর বয়সের সময় ইনি ওজনে ১/৫ এবং ২৯ বৎসরের সময় ২॥৫ হন। এরূপ ভয়ানক মোটা স্ত্রীলোক আর দেখা যায় নাই।

ভারতে বিদেশী—ইংরেজ ৬৪১০৬, স্কচ ৩১৪৫, আইরিস ৭০৮৫, ওয়েলস ১৯৮, অষ্ট্রীয় ৫৩, বেলজ ২০, দিনামার ৩৫, ওলন্দাজ ৭০, ফরাসী ৬৩১, জর্ম্মন ৬৫৫, গ্রীক ১২৭, ইতালীয় ২৮২, পর্টুগিজ ৪২৬, রুষ ৪৫, প্রাগ ৩৭, স্পেনীয় ৩২, নরওয়েজীয় ৮৫, সুইড ৭৩, সুইস ৯৯, তুরুষ্ক ১৮, অন্যান্য ইউরোপীয় প্রায় ৩৬০০, মার্কিণ ইংরেজ ৩৬, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান ২২৭০, অন্যান্য মার্কিণ প্রায় ৯০০, আফ্রিকাবাসী ৩৬৯২, অষ্ট্রেলেসীয় ৭৯, মোট বিদেশী ১,২১ ১৪৭ জন।

স্ত্রীলোকের ইচ্ছাপত্র— আমেরিকার কুমারী ফিল্ড নাম্নী এক রমণী উইল করিয়া মৃত্যুকালে আপনার সমুদায় সম্পত্তি মেথডিষ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে দিয়া গিয়াছেন। সম্পত্তির মূল্য ১ লক্ষ, ৩৫, হাজার টাকা। সভ্য দেশে এই প্রকারে সদনুষ্ঠানের উন্নতি হইয়া থাকে।

মহারাণীর দান—কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ডে ইংলণ্ডেশ্বরী ১০০ পাউণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন।

নূতন মন্ত্রিসভা—ইংলণ্ডে যে নূতন মন্ত্রিসভা হইয়াছে, তাহাতে গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ; বিদেশীয় সেক্রেটারী আরল অব রোজবরী, ভারতবর্ষের সেক্রেটারী আরল অব কিম্বার্লী, জলযুদ্ধের প্রথম অধ্যক্ষ আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরজেনারেল মার্কুইস অব রিপণ; যুদ্ধের সেক্রেটারী কাম্বেল বানারম্যান; আয়লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী জন মোরলী; পোষ্টমাষ্টার জেনারল লর্ড উলভারটন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (মার্কণ্ডেয়) কাল। ১০—মদালসা।

দেবহূতির প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, মাতার গুণ-প্রভাবেই সৎপুত্রের উদ্ভব হয়। সেই বিষয় দৃঢ়ীকরণ-মানসে এ বারেও ঐরূপ চরিত্রের একটী মহিলার বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। সেই অলৌকিক গুণবতী সুপ্রসিদ্ধা নারীর নাম মদালসা।

মদালসার পিতা গন্ধর্ব্ব-জাতির রাজা ছিলেন। ঋতধ্বজ নামক এক বিখ্যাত মহীপতির সহিত তাঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। রাজা ঋতধ্বজ যুবা-বয়সে নিজ রূপ-গুণের অনুরূপা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিতে হইবে। কালক্রমে ঋতধ্বজের ঔরসে মদালসার গর্ভে বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুবর্দ্ধন ও অলর্ক এই কুমার চতুষ্টয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান জননী-সকাশে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া কিশোর কাল হইতে সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করেন।

কোন সময়ে বিক্রান্ত রোদন করিতে করিতে স্বীয় মাতার সমীপে সমাগত হইয়া, এইরূপ কহিতে লাগিলেন,—"জননি! জন কয়েক বালক আমাকে যার পর নাই কটূক্তি ও প্রহার করিয়াছে, আপনি জনকের গোচর করিয়া ইহার প্রতিবিধান করুন। আমি নৃপতি-তনয় হইয়া কেন তাহাদের সমক্ষে তিরস্কৃত হইব?"

মদালসা।— "বৎস! তুমি শুদ্ধাত্মা। আত্মার প্রকৃতি নাম দ্বারা কলুষিত হয় না। তোমার 'বিক্রান্ত' এই আখ্যা বা 'রাজতনয়' এই উপাধি প্রকৃত পদার্থ নহে—কল্পিত মাত্র। অত-এব নৃপতি-নন্দন বলিয়া অভিমান করা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। তোমার এই দৃশ্যমান শরীর পাঞ্চভৌতিক। তুমি এই দেহ নহ। সুতরাং দেহের বিকারে ক্রন্দন কেন কর?

"ভক্ষ্য ও সলিলাদি দ্বারা দেহ প্রবর্দ্ধিত হয়। কায়-স্থিত ভৌতিক পদার্থ নিস্তেজ হইলে, শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। দেহ বলহীন বা বলবান্ হইলে, তোমার আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। অতএব তিরস্কার-প্রহারাদি দ্বারা তোমার ক্লিষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। আত্মার তেজঃস্বরূপ পরাৎপরকে অনুসন্ধান করা তোমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

"মূঢ়েরা সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা দূরীকরণার্থ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করাই সুখজনক বলিয়া বোধ করে।

কিন্তু, সুখ দুঃখ যে অস্থায়ী, এটা তাহারা অবগত নয়, ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়!"

মদালসার উল্লিখিত উপদেশপরম্পরা শ্রবণ পূর্ব্বক বিক্রান্তের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিল। তৎপরে তিনি বনবাসাশ্রয় করিলেন। অগ্রজের দৃষ্টান্তে অনুজ সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দনও সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই ঘটনা নির্দ্দেশ কালে চৈতন্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের বিবরণ আমাদের স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। ভক্তপ্রধান চৈতন্য, বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের কথা শুনিয়া যেমন সংসারত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন, সেইরূপ শত্রুমর্দ্দন ও সুবাহুরও সংসারে বৈরাগ্য জন্মে।

যদি কেহ পুত্রগণের প্রতি মদালসাপ্রদত্ত শিক্ষা অপ্রকৃত মনে করেন, তবে তাঁহাকে এই মাত্র আমরা বলি, ধর্ম্মাত্মা পল্, লুথার, থিওডোর্ পার্কার প্রভৃতির জননীর বৃত্তান্ত একবার পাঠ করুন্।

মদালসার উপদেশের গুণে পুত্রত্রয় অরণ্যবিহারী হইলেন দেখিয়া, রাজা ঋতধ্বজ ভাবিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে তিনটী সন্তানই তো রাজ্যভার গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইল। এখন কি উপায়ে সর্ব্বকনিষ্ঠ ও একমাত্র ভরসা-স্থল অলর্কের সংসারে অবস্থিতি ঘটে। তিনি একদা স্বীয় পত্নীকে যেরূপ ভাবে মিনতি করেন, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইল।

ঋতধ্বজ।—"প্রিয়তমা! তোমার শিক্ষা-প্রভাবে তিনটী তনয় সংসারবিমুখ হইল। এখন চতুর্থকে আর সেরূপ শিক্ষা দিও না। ধর্ম্ম উত্তম বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কুমারকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিষয়ক এমন উপদেশ প্রদান কর, যাহাতে সে রাজ-গুণোপেত হইতে পারে।"

মদালসা।—মহীপতি! যাহাতে আপনাকে আর আক্ষেপ করিতে না হয়, আমি তৎ-প্রতিবিধানে মনোযোগিনী হইলাম। আপনার অনুজ্ঞানুসারে অলর্ককে রাজনীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব উভয় বিষয়েই শিক্ষা দিব। কিন্তু ধর্ম্মনীতির প্রতি আমার অধিক দৃষ্টি থাকিবে, বলা বাহুল্য মাত্র। ধর্ম্মই কেবল মনুষ্যের লক্ষ্যস্থল। সেই ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরই আবার মনুষ্যের আশা-ভরসা-স্থল, তিনিই একমাত্র শান্তির নিদান। জননী যদি পুত্রের পারত্রিক কল্যাণ কামনা না করেন, তবে আর কে করিবে? কেবল গৃহ-কর্ম্ম উপদেশ করিবার জন্য বিধাতা জননীর সৃষ্টি করেন নাই।

অতঃপর অলর্ক আর বালক নহেন। এখন তিনি কৌমারাবস্থা অতিক্রম করিয়া, যৌবন দশায় উপস্থিত। সুতরাং তাঁহার মাতাও এক্ষণে আর তাঁহার কেবল প্রতিপালিকা নহেন। এখন অপত্যের যাহাতে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, সেই দিকে তাঁহাকে মনোনিবেশ করিতে

হইয়াছিল। এস্থলে আমরা মদালসার প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ প্রকটন করিলাম।

মদালসা।—"বৎস! তুমি এমন ভাবে রাজ্য শাসন করিবে যে, তদ্দ্বারা কেহই তোমার বিপক্ষাচরণ না করে। সুশাসনবলে পৃথিবী পালন করিতে পারিলেই, তুমি পুণ্যজনিত আনন্দ সম্ভোগ পুরঃসর পুলকিত হইবে।

"যদি কোন রাজা কোন উৎসব-সূত্রে তোমার ভবনে সমাগত হন, তবে সদাচরণ দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবে। নিকট কুটুম্বগণকে যাহাতে কোন রূপ অভাব অনুভব করিতে না হয়, তদর্থে সতত যত্নপর হইবে। সর্ব্বদা পরহিত-চিন্তায় মনোযোগী থাকিবে। পরস্ত্রী-চিন্তা স্বপ্নেও মনোমন্দিরে স্থান দিও না।

"পুত্র! যাগ যজ্ঞ করিয়া পণ্ডিতদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টায় থাকিবে। প্রভূত বিত্ত বিতরণ করিয়া শরণাগত জন ও ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্ত করিবে। নিজ পত্নীর মনোগত কামনা অবিলম্বে সাধন করিও, এবং অরাতিকুলকে সমর-ক্রিয়ায় প্রীত করিও।"

সৎসঙ্গে কাশীবাস।

হিন্দুধর্ম্ম মতে কাশীতে বাস করা অপেক্ষা পুণ্য আর কিছুতেই নাই। হিন্দুদের বিশ্বাস(১), কাশী পৃথিবী ছাড়া, মহাদেবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত. ইহাতে ভূমিকম্প হয় না; (২) যে যত পাপ করুক কাশীতে গেলেই সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়; (৩) কাশীতে উপবাসী থাকিতে হয় না, অন্নপূর্ণা স্বয়ং অন্ন আনিয়া অভুক্তকে ভোজন করান; (৪) কাশীতে যমের অধিকার নাই, এখানে মরিলেই শিব হয়। কাশীর সম্পর্কে এই সকল কথা ঠিক থাটুক না থাটুক, সৎসঙ্গের পক্ষে যে সম্পূর্ণ থাটে, ইহা আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখাইতে পারি। সৎসঙ্গ পৃথিবী ছাড়া স্থান। যে পৃথিবী কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি পাপেতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, সেই পৃথিবীর মধ্যে সৎসঙ্গই একমাত্র নিষ্পাপ ও পবিত্র স্থান। এখানে গেলে মলিন মন নির্ম্মল হয়, সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হয়। পৃথিবীর পাপ জঞ্জালের ন্যায় পৃথিবীর দুঃখতাপও এখানে আসিয়া অঙ্গকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা পৃথিবীতে আছে, অথচ পৃথিবীর কম্পনে ইহা কম্পিত হয় না, কারণ ইহা মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে স্থাপিত অর্থাৎ পুণ্যময় ঈশ্বরের শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাঁহারই

করুণা ইহাকে নিরাপদ করিয়া রাখিয়াছে। যে ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্য দল হইতে ক্ষণকালের জন্যও সৎসঙ্গে আসেন, তিনি অনুভব করেন, পৃথিবী ছাড়িয়া দেবলোকে আসিয়াছি। তিনি ক্ষণকালের জন্যও পুণ্যের বিমল বায়ু সেবন ও সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া যান। সৎসঙ্গে যিনি নিত্য বাস করেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি? তিনি কাশীবাসের নিত্যফল লাভ করেন, পুণ্য ও আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সৎসঙ্গে পাপীর সকল পাপ ক্ষয় হয়। জগাই, মাধাই, রত্নাকর প্রভৃতি মহাপাপের পাপী যাহারা, তাহারা কিরূপে পাপ হইতে উদ্ধার হইল, পবিত্র জীবন লাভ করিল, ইহার বৃত্তান্ত যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, একমাত্র সৎসঙ্গই তাহাদিগের জীবন পরিবর্ত্তনের মূল। সৎসঙ্গ লাভ করিয়া তাহারা কেবল পুণ্যকে ভাল জিনিষ বলিয়া বুঝিল তাহা নহে, কিন্তু পাপ জীবনকে ভস্ম করিয়া নূতন পুণ্যের জীবন লাভ করিল এবং তাহাদিগের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। কাশীতে গেলে পাপ ক্ষয় হইল ত মনে করিয়া লইতে হয়, অনেকের পাপের প্রবৃত্তি মন হইতে দূর হয় না, সুতরাং পাপের নিবৃত্তি হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু সৎসঙ্গে জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিলে পাপত্যাগের পক্ষে আর কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। বাল্মীকি মুনি আর সে পাপের কিঙ্কর রত্নাকর নয়, কিন্তু তিনি ধর্ম্মযুদ্ধের প্রধান সেনানী হইয়া কোটী কোটী লোককে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া পুণ্যজীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্য ব্রতী। তাঁহাকে দেখিলে কাহার মনে না বিস্ময় ও ভক্তির সঞ্চার হয়? তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি হইয়া গিয়াছেন। এইরূপে সৎসঙ্গ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্ত্তন অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে আসিলে মনের কু-প্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ হয়, সৎপ্রবৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়া উঠে। সাধুদৃষ্টান্তে জীবন অজ্ঞাতসারে সাধুভাবাপন্ন হয়। যে রোগের কোন ঔষধ নাই, বায়ু পরিবর্ত্ত যেমন তাহার মহৌষধ, স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে বহুদিনের রুগ্ন দেহ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে; সেইরূপ যে পাপ মহাব্যাধি কিছুতে আরোগ্য হয় না, সৎসঙ্গ তাহার মহৌষধ, সাধুসঙ্গের হাওয়াতে আত্মা নীরোগ ও পবিত্র হইয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, সৎসঙ্গে উপবাসের ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য শরীর নহে, কিন্তু আত্মা। এই আত্মার অন্ন সত্য, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, আনন্দ। এই অন্নে আত্মা পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় এবং ইহার অভাবে আত্মা শীর্ণ ও মৃতকল্প হইয়া পড়ে। সংসারে এই অন্নের বড় অভাব, সেখানে নিয়ত দুর্ভিক্ষ। কিন্তু সৎসঙ্গরূপ কাশীতে বাস করিলে

কাহাকেও এ অন্নে বঞ্চিত হইতে হয় না। এ কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং অন্নপূর্ণা জগন্মাতা। যে ক্ষুধিত ব্যক্তি অভুক্ত হইয়া এখানে পড়িয়া থাকে, তিনি স্বয়ং তাহার নিকটস্থ হইয়া প্রচুর আহার দিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার তখন এখানে খাদ্যের অভাব নাই। এখানে যে যত ক্ষুধা লইয়া আসে, সে তত আহার পায়, এখানে কেহ কখনও নিরাশ হয় না।

চতুর্থতঃ, কাশীতে যমের অধিকার নাই এবং সেখানে মরিলে জীব শিব হয়। মৃত্যুর অধিকার সংসার রাজ্যে, যেখানে বিষয়লালসা, অনিত্য সুখের আশা, মোহ মায়াপাশে মানুষকে বদ্ধ করিয়া থাকে। সেখানকার আশার ধন ও প্রিয় বস্তু সকল নিয়ত বিনষ্ট হয়, সুতরাং নিয়ত যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া শোক করিতে হয়। সৎসঙ্গের আশ্রয় লইলে মোহ মায়াপাশ ছিন্ন হয়, অমৃতের জন্য লালসা হয় এবং স্বয়ং অমৃতস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত প্রীতির বন্ধন হয়। এইটী হইলে আর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং মৃত্যুভয়ও থাকে না। বস্তুতঃ সৎসঙ্গ-রূপ কাশীর ত্রিসীমায় যম আসিতে পারে না। শিব হওয়া কি? মৃত্যুকে যিনি জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হন, তিনিই শিব। শিবের আর এক ভাব মঙ্গলভাব। এই মঙ্গলভাবের সহিত যিনি আপনার আত্মাকে মিলিত করিতে পারেন, তিনি শিব হন। এখন ভাবিয়া দেখ, সৎসঙ্গরূপ কাশীতে যিনি মরেন, তিনি কেমন শিবত্ব প্রাপ্ত হন। সৎসঙ্গে থাকিয়া ঈশ্বরসাধনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যিনি এই নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন করেন, তাহারত মৃত্যু হইল না; তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া অনন্ত জীবনের অধিকারী হইলেন এবং আপনার জীবনে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া সেই শিবময় দেবতার সহিত সম্মিলিত হইলেন, সুতরাং তিনি শিবত্ব লাভ করিয়া অনন্তকাল তাঁহার সহিত আনন্দে বিহার করেন। কাশীতে মরিয়া আর কিরূপ শিব হইবার বাসনা হয়? প্রস্তর বা মৃত্তিকার মূর্ত্তিতে পরিণত হওয়া শিব হওয়া নহে। "মায়াবদ্ধ জীব, মায়ামুক্ত শিব।" সংসারের মায়া হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরে চিরবাস করিতে পারিলেই শিব হওয়া যায়।

অতএব "সৎসঙ্গে কাশীবাস" এই অমূল্য বাক্যটি যিনি রচনা করিয়াছেন, তিনি যে তত্ত্বদর্শী ও সারধর্ম্মের উপদেষ্টা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রেলিয় জাতি।

(২৫৪ সংখ্যা, ২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

অষ্ট্রেলিয় পুরুষেরা আপনাদিগের সেবার জন্য বৃদ্ধ বয়সে অধিকসংখ্যক স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক সময়ে পরিবর্ত্ত দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এক বৃদ্ধ আপনার কন্যাগণকে অপর বৃদ্ধকে বা বৃদ্ধদিগকে সম্প্রদান করিয়া আপনি তাহাদের দুহিতাগণের পাণিগ্রহণ করে। এইরূপে যাহার কন্যা সন্তান যত অধিক, তাহার ততই স্ত্রীলাভের সম্ভাবনা।

অষ্ট্রেলিয় জাতির মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ প্রথা এই যে, যে সকল পরিবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, বৈরনির্য্যাতনের সময় তাহাদিগকে এক জোট হইয়া কার্য্য করিতে হয়। পিতা যখন ভিন্ন ভিন্ন বংশ হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া অনেক সন্তান উৎপাদন করেন, সন্তানেরা যে যাহার মাতুলবংশের পক্ষীয় হয়, সুতরাং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন হয় না, বরং তাহারা অনেক সময় পরস্পরের বিপক্ষ হইয়া পরস্পরকে হিংসা ও বিনাশ করে। তাহাদিগের সন্তানেরা এবং সন্তানের সন্তানেরাও আবার এইরূপ নিয়মে চলে। ইহাতে অষ্ট্রেলিয়দিগের মধ্যে বিবাদেরও বিরাম নাই এবং কোন কালে জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতা বিকাশেরও সম্ভাবনা নাই।

ইহারা কৃষিকার্য্য করিতে জানে না, মৃগয়া করিয়া, মৎস্য ধরিয়া এবং কোন কোন জাতীয় বন্য মূল ও সামান্য বন্য মধু আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রত্যেক বংশের নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড আছে, যুদ্ধ বা ভোজ উপলক্ষ ভিন্ন তাহারা ইহার সীমা অতিক্রম করিয়া যায় না। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থিত সমুদায় জন্তু ঐ বংশের অধিকৃত সম্পত্তি। অন্য বংশের লোক ইহার উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিলে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীরা আপনাদিগের স্বত্বাধিকার রক্ষার জন্য ইউরোপীয়দিগের ন্যায় তেজস্বিতা ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া থাকে। এইরূপ যুদ্ধ কাণ্ড সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে উভয় পক্ষেরই লোক ক্ষয় হইয়া থাকে।

কিন্তু কেবল এক এক প্রদেশ এক এক বংশের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, তাহার বিশেষ বিশেষ অংশ সেই বংশীয় এক এক জন লোকের আবার নির্দ্দিষ্ট বিষয় বলিয়া গণ্য। ইংলণ্ডে যেমন কোন ব্যক্তি উইল করিয়া আপনার সম্পত্তি যথেষ্ট বিনিয়োগ করিতে পারেন, এখানেও ধনী লোকেরা সেইরূপ করেন। যাহারা অনেকগুলি ভাই, তাহারা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে জানিতে পারে কে পিতৃ-

সম্পত্তির কোন্ অংশের উত্তরাধিকারী হইবে। এক জনের জমীতে আর এক জন মৃগয়ার জন্য অনধিকার প্রবেশ করিয়া যদি ধরা পড়ে, তবে তার মৃত্যু নিঃসংশয়, নতুবা ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া যায়। অপরাধী ব্যক্তি ধরা না পড়িলেও পদচিহ্ন বা অন্য কোন প্রমাণে যদি দোষী স্থির হয়, তাহাকে মারিবার চেষ্টা করা হয় এবং অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে তাহার প্রাণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। কিন্তু সচরাচর অপরাধী ব্যক্তি আপনার বন্ধুগণের সহিত ক্ষতি-গ্রস্ত ব্যক্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার সন্তোষ বিধানার্থ নীরবে একটী পা বাড়াইয়া দেয় যেন সে ইচ্ছা করিলে একটী বর্শা * লইয়া তাহার উরুদেশ ফুঁড়িয়া দেয়। যাহার প্রতি অপরাধের সন্দেহ হয়, মিতাক্ষরার বিচারের ন্যায় তাহার উপর বর্শা পরীক্ষাও হয়। এই পরীক্ষার অদ্ভুত দৃশ্য। নির্দ্দিষ্টস্থলে বালক,যুবক, বৃদ্ধ আপনার আপনার শরীর বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করিয়া উপস্থিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর বর্শা উপর্য্যুপরি নিক্ষিপ্ত হয়, সে নানা উপায়ে আত্ম-রক্ষা করে অথবা লম্ফ দিয়া বা শরীরের বিশেষ ভাবভঙ্গী করিয়া আঘাত এড়াই-বার চেষ্টা পায়। এই সময় চারিদিকের লোক বিকট চীৎকার ও আনন্দধ্বনি করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। সে ব্যক্তি যেরূপ অপরাধ করিয়াছে, বর্শার আঘাতে যদি তাহার শরীরে সেই পরিমাণে ক্ষত হয়, তাহাহইলে তাহার দোষ ক্ষালিত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত বর্শা তাহার অঙ্গ স্পর্শ না করে, তাহা হইলেও সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

আহার সংরক্ষণ ও বিতরণ সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়দিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। উদ্ভিদ সকল যখন বীজ উৎপাদন করে, তখন তাহাদিগের উন্মূলন বা ছেদন নিষিদ্ধ। ইহাদিগের যুবকদের উপর আহারের বড় কড়াকড়ি। মৎস্য, ডিম্ব, বা সুস্বাদু পক্ষী ও মৃগের মাংস তাহাদিগের প্রাপ্য নহে। কদর্য্য ও বিস্বাদ বস্তুই তাহাদিগের আহারের জন্য প্রশস্ত। বয়স যত অধিক হইতে থাকে, আহারের কঠিন নিয়ম ততই ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়। কিন্তু প্রৌঢ়া-বস্থায় উপস্থিত না হইলে কাহাকেও এই সম্মান প্রদর্শিত হয় না। এই নিয়ম না থাকিলে যুবকেরা আপনা-দিগের শারীরিক বলের আধিক্য হেতু উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু বস্তু সকল খাইয়া ফেলিত, বৃদ্ধদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইত। অন্যান্য দেশে বার্দ্ধক্য দুঃখ ও ক্লেশের জীবন, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়াতে তাহার বিপরীত। এখানে বৃদ্ধদিগের জন্য সকল সম্মান ও সুখের ব্যবস্থা, এ দিকে পরিশ্রম বা যুদ্ধ করিবার ক্লেশ তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না, আবার স্বাভাবিক নিয়মে জীবনধারণ

* সূচলো কাঠ বা লৌহফলক দ্বারা বর্শা প্রস্তুত হয়।

করাতে স্থবির অবস্থাতেও তাহারা সুস্থ ও সবল থাকে, পীড়া ও জরার ক্লেশ প্রায় তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। সুতরাং এই জাতির মধ্যে বৃদ্ধকালই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় সময়।

অনেকে মনে করেন যে আফ্রিকার বন্য জাতির ন্যায় অষ্ট্রেলিয় জাতি খাদ্যাভাবে ক্লেশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা নহে। কাপ্তেন গ্রে ইহাদিগের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—প্রত্যেক অষ্ট্রেলিয় তাহার প্রদেশে যে খাদ্য জন্মে এবং যে ঋতুতে যাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা বেশ জানে এবং সহজেই তাহা সংগ্রহ করিতে পারে। আরও এই জাতি সর্ব্বভুক্; বেঙ, ইঁদুর, গোঁড়ী, টিক্‌টিকী কিছুই ইহাদিগের অখাদ্য নয়—ভূমিজ ফল মূল, জলচর মৎস্য, খেচর পক্ষী এবং স্থলচর জন্তুমাত্রই প্রায় ইহাদিগের ভক্ষ্য। খাদ্য সকল আহরণেও ইহারা বিশেষ পটু।

অষ্ট্রেলিয়দিগের কেঙ্গারু শিকার অতি আশ্চর্য্য। পাঠিকারা জানেন এই জন্তুকে দ্বিগর্ভ বলে। ইহাদিগের পেটে একটী থলিয়ার মত আছে, ছানা সকল তাহার মধ্যে যখন ইচ্ছা, তখন গিয়া লুকাইয়া থাকে। ইহাদিগের পশ্চাতের পা দুখানি অতিশয় লম্বা এবং সম্মুখের পা দুখানি সেইরূপ ছোট। ইহাতে ইহাদের আকৃতি দেখিতে বড় অদ্ভুত। অষ্ট্রেলিয় শিকারী যখন কেঙ্গারু হইতে ২০০ হাত দূরে আছে, তখন এই জন্তু তাহার পদসঞ্চার টের পায়। টের পাইয়া পশ্চাতের দুই পার উপর ভর দিয়া ও লেজ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ায়। তখন ইহার মাথা ভূমি হইতে ৫।৬ ফুট উচ্চে থাকে, সম্মুখের দুটী পা দুই পার্শ্বে ঝুলিতে থাকে, কান দুটী খাড়া হইয়া থাকে। শিকারী যেমন আপনাকে গোপন করিবার জন্য সতর্ক, ইহাও সেইরূপ সতর্ক হইয়া ভয়ের কোন কারণ আছে কি না অবধারণ করিয়া থাকে। এই সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় ইহার পেটের থলিয়ার মধ্য হইতে ছোট ছোট মাথা বাহির হইতেছে, অর্থাৎ শাবকেরা যেন মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে "মা! ভয় পাইয়াছ কেন?" কিন্তু শিকারী আর নড়ে চড়ে না, যেন জীবন ও স্পন্দরহিত, পোড়া কাটখানির মত স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। কয়েক মিনিট উভয়েই এইরূপ স্থিরভাবে থাকে। পরে কেঙ্গারু কোন ভয়ের কারণ না দেখিয়া সম্মুখের দুই পা ফেলিয়া আঁকা বাঁকা হইয়া দুই একটী লম্ফ ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরিতে আরম্ভ করে। শিকারী কিন্তু তখনও নড়ে না। কেঙ্গারু দুই তিন বার শুনিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অবশেষে নিঃশঙ্ক হয়, নিরাপদে চরিতে থাকে এবং শাবকের শরীরের আঘ্রাণ লয় ও গায়ে গা ঘষিতে থাকে। সতর্ক

শিকারী তখন শরীর নিস্পন্দ রাখিয়া লাঠিতে বর্শার ফলক আঁটে এবং বর্শা নিক্ষেপের জন্য বাহুদ্বয় উত্তোলন করে। বর্শা নিক্ষেপে কেঙ্গারু প্রায় পলাইয়া যায়। কেঙ্গারু যদি পলায়, শিকারী সমুদায় শরীর নিস্পন্দ রাখিয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে। কেঙ্গারু তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেই সে আবার স্থির হইয়া দাঁড়ায়। কেঙ্গারু আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া দুই এক লম্ফ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার চরিতে প্রবৃত্ত হয়। শিকারী আবার অগ্রসর হয়। বার বার এইরূপ দৃশ্য দেখা যায়। অবশেষে বর্শা সাঁ করিয়া আসিয়া কেঙ্গারুর শরীর ভেদ করে। শিকারীর স্ত্রী ও সন্তানগণ ঝোপ ঝাপের আড়ালে লুকাইয়া এতক্ষণ উৎসুকনেত্রে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, কেঙ্গারু বিদ্ধ হইলেই তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া শিকারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। কেঙ্গারু রক্তপাতসহ শরীরবিদ্ধ সুদীর্ঘ বর্শা টানিয়া টানিয়া ছুটিতে ছুটিতে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কিন্তু যখন আর উপায় নাই দেখে, তখন এক বৃক্ষের দিকে পশ্চাৎ করিয়া শত্রুদিগকে মরণ আঘাত দিবার জন্য মাথা বাগাইয়া দাঁড়ায়। তখন কেহ নিকটস্থ হইলে সম্মুখের পা দিয়া তাহার বুক চিরিয়া ও নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়া ফেলে, এবং পশ্চাতের পদদ্বয় ও নখর-দ্বারা ভয়ানক আঘাত করিতে থাকে। কিন্তু ধূর্ত্ত শিকারিগণ তখন কাছে ঘেঁসে না, দূর হইতে বর্শার উপর বর্শা ছুড়িতে থাকে, অবশেষে হতভাগ্য জন্তু নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে তাহারা তাহাকে হস্তগত করে।

কেঙ্গারু শিকারের অন্য অন্য উপায়ও আছে। জাল পাতিয়া, চোরা গর্ত্ত খুঁড়িয়া, চারিদিক হইতে বেড়িয়া এবং তাহার জলপান করিবার স্থানের নিকট লুকাইয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া কেঙ্গারু মারা হইয়া থাকে। কিন্তু কেঙ্গারুর পদচিহ্ন ধরিয়া কৌশলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া মারাতেই বাহাদুরী অধিক। কোন কোন শিকারী দুই তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় কেঙ্গারুর অনুসরণ করিয়া তাহাকে মারে এবং তাহাতে স্বজাতির নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার বহুসংখ্যক নদী ও হ্রদে মৎস্য যথেষ্ট আছে এবং বন্য পক্ষী সকল তথায় দলে দলে উপস্থিত হয়। ইহা-দিগকে ধরিতে আদিমবাসীরা বিশেষ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু অপোসম নামক জন্তুকে বৃক্ষকোটর হইতে যে প্রকারে বাহির করে তাহা বড় আশ্চর্য্য। অষ্ট্রেলিয় বনে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতেছে, হঠাৎ একটা গাছের গুঁড়ি দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল, ইহার মধ্যে শিকার আছে। তখন পশ্চাৎদিকে হস্তদ্বয় বদ্ধ করিয়া বৃক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে। হঠাৎ চক্ষুর্দ্বয় স্থির হয়। অপোসম বৃক্ষে উঠি-বার সময় নখর দ্বারা যে দাগ করিয়াছে

তাহা শিকারী ধরিয়াছে। তখন কাছে গিয়া পায় খোঁচ পরীক্ষা করে। সেই খোঁচে একটু একটু বালুকা সংলগ্ন হইয়া থাকে। সে তাহাতে ফুঁ দিয়া যদি দেখে বালুকা ভিজা আছে এবং তাহার অণু-সকল পরস্পরের সহিত সংলগ্ন, তাহা হইলে বুঝিতে পারে, সেই দিনই শিকার সেই বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছে। তখন সে কোমর হইতে কুঠার লইয়া ভূমির ৪ ফুট উর্দ্ধে বৃক্ষের গায় একটী খাঁজ করে, তাহাতে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া এক হাত দিয়া গাছটী জড়াইয়া ধরে ও অপর হস্ত যতদূর সাধ্য প্রসারিত করিয়া কুঠার দ্বারা উপরে আর একটী খাঁজ কাটে, এইরূপ করিয়া গাছ বাহিয়া জন্তুর আশ্রয় কোটর ধরে। পরে ধোঁয়া করিয়া বা খোঁচাইয়া জন্তুটীকে বাহির করে এবং তাহার লেজ ধরিয়া ভূমিতে আছাড় দেয়। পরে অবসর মতে নামিয়া তাহাকে সংগ্রহ করিয়া লয়।

একটী তিমি মৎস্য যখন বালুচড়া হয়, তখন অষ্ট্রেলিয়দিগের আর আনন্দের সীমা থাকে না। সমুদ্রের কৃপায় বিনা পরিশ্রমে তাহারা পর্ব্বত প্রমাণ মাংস খাইতে পায়। যাহার জমীতে তিমি পড়িয়াছে, সে দেশে নিজের পরিবার তাহা খাইয়া ফুরাইতে পারিবে না। তখন আতিথ্যধর্ম্ম প্রদর্শন করিবার জন্য তাহার হৃদয় বিস্ফারিত হইয়া উঠে। সে প্রথমে মাছের শরীর কাটিয়া তাহার তৈল আপনি মাখে ও স্ত্রীদিগকে মাখাইয়া দেয়। পরে প্রণয়িনীদিগের সহিত একত্র হইয়া মাংস কাটিতে আরম্ভ করে এবং কতকগুলি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দূরস্থ বন্ধু-দিগকে এই আনন্দের সংবাদ দেয়। তাহারা দলে দলে আসিয়া জমে। রাত্রে সকলে নৃত্যগীত করে। দিনের বেলা আহার করে, নিদ্রা যায় ও আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই ভোজোৎসব চলে। মাছ পচিয়া যায়, পচা তৈল আপাদমস্তক ডুবাইয়া তাহারা মাখে এবং পচামাংসও পেট পূরিয়া খায়। ইহার ফলে চর্ম্মরোগ ও পেটের পীড়া উপস্থিত হয়। তথাপি আহারের বিরাম নাই। বন্ধুগণ অবশেষে বিদায়কালে রাশিপ্রমাণ মাংস সঙ্গে লইয়া যায়, তাহা দ্বারা পথে জলযোগ চলে এবং দূরবর্ত্তী কুটম্বগণকে ভেট পাঠাইয়া আপ্যায়িত করা হয়।

অষ্ট্রেলিয়েরা অতি অসভ্য হইলেও নরমাংসাশী নয়। কিন্তু পাপুয়া জাতি ও ভারত দ্বীপপুঞ্জবাসী অপেক্ষাকৃত কম অসভ্যজাতি নরমাংসভোজী রাক্ষস, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। অষ্ট্রেলিয়দিগের অনেক রীতি নীতিও বিশুদ্ধ। তাহাদিগের যে সকল বালক অধ্যয়নার্থ ইংলণ্ডে নীত হইয়াছে, তাহারা সমবয়স্ক ইংরাজ সন্তান-দিগের মত শিক্ষানুরাগ প্রদর্শন করে, সুতরাং ইহারা যে বুদ্ধি অংশে হীন নহে, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

ইহারা স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যব-হার করে। সামান্য কারণে তাহা-

দিগকে প্রহার ও বর্শা দিয়া বিদ্ধ করে। আতিথেয়তা বিষয়ে ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন আচরণ দেখা যায়। ইহারা মনের খেয়াল অনুসারে বিদেশীর প্রতি কখনও বন্ধুতা ও কখনও শত্রুতা প্রদর্শন করে। আজি যাহাকে সাহায্য করিল, কল্য তাহারই প্রতি আবার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে। ইউরোপীয় খাদ্য বা জিনিষ পত্র পাইলে ইহারা চুরি করিতেও ত্রুটি করে না। এটী কিন্তু সভ্য ইয়ুরোপীয়ের সংসর্গের ফল বলিয়া বোধ হয়।

গ্রীক স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা।

প্রাচীন কালে গ্রীসদেশ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যে একই হেলেনীয় বা গ্রীকজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতি সকল বাস করিত। তাহাদের পরস্পরের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতা ছিল বটে, কিন্তু মোটের উপর অনেকটা সৌসাদৃশ্য ছিল।

গ্রীক পুরুষগণ অধিকাংশ সময় রাজকার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল।

স্পার্টা নগরে বীরত্বের এতদূর সমাদর ছিল যে সন্তানের যুদ্ধযাত্রার সময় মাতা তাহার চর্ম্ম (ঢাল) দোলাইয়া দিয়া তাহাকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেন,—"With it or upon it," অর্থাৎ "হয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঢাল হস্তে ফিরিয়া আসিও, নতুবা সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিও, তাহা হইলে তোমাকে ঢালের উপর শোয়াইয়া আনিবে; কিন্তু কখনও কাপুরুষের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিয়া ঢাল ফেলিয়া পলাইয়া আসিও না।"

জাতীয় স্বাধীনতার দিকে গ্রীকদিগের দৃষ্টি যদিও এত প্রখর ছিল, তথাপি স্ব স্ব পরিবার মধ্যে প্রত্যেক গ্রীক পুরুষ যথেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন বলিলেও হয়। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকগণ যে তাঁহাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইবেন তাহা বিচিত্র নহে। স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন থাকিতে হইত এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে পিতা, পুত্র অথবা স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এ বিষয়ে আমাদের মনুপ্রণীত ব্যবস্থার সহিত প্রাচীন গ্রীসের আচারের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক কখনও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবে না। স্ত্রীগণ বাল্যাবস্থায় পিতার, যৌবনে পতির, ও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে।" এই-

রূপ অধীনতায় গ্রীক রমণীদিগকে অনেক সময় এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত যে কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনার স্ত্রী ও অনাথ বালক বালিকাদিগকে কোন দয়ালু বন্ধুর আশ্রয়ে অর্পণ করিয়া যাইতেন। যদিও স্থলবিশেষে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকগণ স্বামীকে আপনার ইচ্ছামতে চালাইতেন, তথাপি সাধারণতঃ পুরুষগণ স্ব স্ব পরিবারমধ্যে হর্ত্তাকর্ত্তার ন্যায় প্রভুত্ব করিতেন এবং রাজকীয় ব্যবস্থাবলি তাঁহাদের অধিকারের উপর সহজে হস্তক্ষেপ করিত না।

বেশভূষা—গ্রীক রমণীদিগের পোষাক দুই প্রকারের ছিল। (১) ডোরিয়ান, (২) আইওনিয়ান। ডোরিয়ান পোষাক নিতান্ত শাদাসিধা রকমের। স্পার্টা নগরের কুমারীগণ কেবল কামিজের মত আপাদলম্বিত এক প্রকার জামা পরিধান করিতেন। কিন্তু স্পার্টার প্রতিবেশবাসী জাতিসকল এই পোষাকের অত্যন্ত নিন্দা করিত। অন্যান্য ডোরিয়ান জাতীয় রমণীগণ হস্তদ্বয় অনাবৃত রাখিয়া এই কামিজের উপর ওড়নার ন্যায় এক প্রকার গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাহা উভয়স্কন্ধে বকলস্ দ্বারা আটকান থাকিত। আইওনিয়ান রমণীগণ প্রথমে এক খণ্ড বস্ত্র বক্ষঃস্থলে আঁটিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর হাতাওয়ালা একটী কামিজ পরিতেন, তাহা ভূমি স্পর্শ করিত। সর্ব্বোপরি একখানি খুব বড় চাদর কোমর বন্ধন দ্বারা নিবদ্ধ থাকিত। চুল বাঁধিবার সময় বিবাহিতা রমণীগণই ফিতা, জাল, মুকুটের ন্যায় মাথার পোষাক প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। কুমারীগণ এ সকল কিছুই ব্যবহার করিতেন না, কেবল বিনানি প্রভৃতি দ্বারা সুন্দর করিয়া কেশবিন্যাস করিতেন। কেশ রঞ্জিত করিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে পাট্কিলে রঙ্গেরই সমাদর অধিক ছিল বলিয়া দেখা যায়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পাদুকা প্রস্তুত হইত। বাহিরে যাইবার সময় রমণীগণ হাতপাখা ও ছত্র হাতে করিয়া যাইতেন। কি পুরুষ কি রমণী সকলেই অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় পরিধান করিতেন। স্ত্রীলোকেরা অন্য অলঙ্কারের মধ্যে স্বর্ণনির্ম্মিত বালা, কুণ্ডল (ইয়ার রিং) ও মল পরিতেন। এই সামান্য অলঙ্কার পরিধানেরও বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপকগণ অনেক সময় আইন জারি করিতেন এবং রাজ্যে দুঃসময় উপস্থিত হইলে অলঙ্কার পরিধান নিবারণের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা হইত। গ্রীক রমণীগণ সাধারণতঃ শাদা রঙ্গের পোষাক পরিতেন, কিন্তু পুস্তকাদিতে কুসুম বর্ণের ও ফুলকাটা বস্ত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহকার্য্য—গ্রীক পুরুষগণ অনেক সময় বাহিরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; সংসারের কাজকর্ম্ম ততটা দেখিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় গৃহিণীগণের যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ধীর-

প্রকৃতি হওয়া আবশ্যক ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্পার্টান ভিন্ন অন্য গ্রীকগণ স্ত্রীলোকদিগের এই সকল সদ্‌গুণের বিশেষ সমাদর করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। এথেন্স প্রভৃতি সুসভ্য রাজ্যের অধিবাসিগণ স্পার্টানদিগকে কতক পরিমাণে অনুন্নত মনে করিতেন বটে, কিন্তু স্পার্টাতেই স্ত্রীলোকদের বিশেষ সমাদর ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে গৃহিণীগণ সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং যে সকল বিষয়ের উপর রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত সাদরে গৃহীত ও আলোচিত হইত। কিন্তু এথেন্স নগরে রমণীগণের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। এথিনীয় গৃহিণীগণ বাল্যকাল হইতে কেবল সূতাকাটা ও রন্ধন শিক্ষা করিতেন। এতদ্ভিন্ন পরিবারের মধ্যে কাহারও সামান্য কিছু পীড়া হইলে কিরূপে তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে মোটামুটি কতকটা শিক্ষা দেওয়া হইত। দাসীদিগকে বুনিবার জন্য (পাছে তাহারা চুরি করে এই ভয়ে) পশম ওজন করিয়া দেওয়া এবং নিজে তাঁতে বসিয়া বস্ত্রবয়ন করা এই দুইটী এথিনীয় গৃহিণীর প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। এমন কি রাজমহিষীগণ পর্য্যন্ত স্বহস্তে বস্ত্রবয়ন করিতেন। হোমরের অডেসি কাব্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে যৎকালে ট্রয়ের মহাসমরের পর ইথাকার রাজা (টেলিমেকসের পিতা) ইউলিসিসের স্বদেশে আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছিল, তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার রূপবতী সাধ্বী মহিষী পেনেলোপীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনেক রাজা রাজড়ার সমাগম হয়। পেনেলোপীর পত্যন্তর গ্রহণে অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার মনে মনে আশা ছিল যে তাঁহার স্বামী ফিরিয়া আসিবেন; অথচ তিনি নিজের অসহায় অবস্থায় অত্যাচারের ভয়ে বিবাহার্থীদিগকে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করিতেও সাহস করেন নাই। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার বৃদ্ধ পিতার জন্য একখানি বস্ত্র বুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই বস্ত্রবয়ন শেষ হইলেই তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবেন। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, পেনেলোপীর কাপড় বুনা আর শেষ হয় না! অবশেষে সমাগত রাজাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা এক দিন রাত্রিযোগে রাজমহিষীর কার্য্যকলাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করিতে মানস করিলেন। তখন তাঁহারা দেখিলেন পেনেলোপী দিবসে যেটুকু বস্ত্র বয়ন করিয়াছিলেন, রাত্রে তাহা খুলিয়া

ফেলিতেছেন। এতদিনে তাঁহারা রাণীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠিক্ সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে ইউলিসিস ও টেলিমেকস্ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন। এই গল্প হইতে ইহাও জানা যায় যে প্রাচীন গ্রীসে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল।

মশক বিজ্ঞান।

মশক নানাজাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতীয় মশকের বর্ণ কাল; কোন কোন জাতীয় মশকের বর্ণ কটা। আকার ভেদেও মশকের জাতি-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ একস্থানে লিখিয়াছেন "মশা হেন মশা গুলা" ইহা কবির বর্ণনা হইতে পারে। কিন্তু বুনো মশা বড় বড় আকারের হইয়া থাকে। কোন ২ জাতীয় মশকের পা লম্বা, আবার কোন২ জাতীয় মশকের পায়ে শাদা শাদা ডোরা দেখিতে পাওয়া যায়। মশক অণ্ডজ জন্তু। গর্ভিণী মশক কোন জলাশয়ে কিম্বা কোন জলপূর্ণ পাত্রে যাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব প্রসব করিয়া আইসে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন এই ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ডিম্ব কিছুকাল জলে থাকিয়া ফুটিয়া পড়ে। ডিম্ব হইতে যে মশকশাবক বাহির হয়, তাহা জল মধ্যেই বিচরণ করে। কখন কখন জলোপরি আসিয়া, লেজের নিকটবর্ত্তী এক শুণ্ডাকৃতি অঙ্গ জলের উপরে উঠাইয়া রাখে। কেহ কেহ এই অঙ্গকে মশকের শ্বাসেন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন। মশক যখন প্রথম অবস্থা (Larvaal) অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, তখন জলের উপরি ভাগে উঠিয়া থাকে এবং গাত্রাবরণ ভিন্ন হইয়া গেলে পক্ষ-বিশিষ্ট মশক হইয়া উড়িয়া যায়। মশক প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় জলে কি খাইয়া প্রাণধারণ করে, তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে জলে জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় কাল অতিবাহিত হয় বলিয়া মশক আর্দ্র অর্থাৎ সেঁতসেঁতে স্থানই বেশী ভাল বাসে।

ডাক্তার ই, কাভিয়ার বলেন মশক স্বভাবতঃ নিরামিষভোজী। তবে যদি নিরামিষ খাদ্যের অভাব হয়, তাহা হইলে মশক আমিষ ভোজনেও অরুচি প্রকাশ করে না। কাভিয়ার অতি সামান্য পরীক্ষার পরই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি একদা এক পাত্রে কিছু জল রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই জলের মধ্যে কতকগুলি গাছের পাতা ভিজান

ছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন পাত্রে অনেকগুলি মশক জড় হইয়া পাত্রোপরি বসিয়া রহিয়াছে। তিনি ইহা দ্বারাই স্থির করিলেন যে মশকগুলি বৃক্ষপত্রের রস শোষণ করিয়া জীবিত থাকিবার জন্যই পাত্রমধ্যে গমন করিয়াছিল। এই মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া তিনি গৃহ সমীপে উদ্ভিদ রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বাস্তবিক বনভিয়ারের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমাদের আর মশার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতে হইত না। কতকগুলি বৃক্ষ লতা গৃহ সম্মুখে রাখিয়া দিলেই মশকের হস্ত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বনভিয়ারের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মশক আমিষ ভোজনেই বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কোন বনে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল এক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে দেখা যায় যে দলে দলে মশক বন-মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া শরীরের স্থানে স্থানে বসিয়া থাকে। কেবল বসিয়া থাকে এমত নহে, আপনার সূক্ষ্ম শুঁড় দ্বারা রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে। যদি তাড়া না পায়, তাহা হইলে রক্তে শরীর স্ফীত না করিয়া উড়িয়া যায় না। মশকের ত্বকের মধ্য দিয়া রক্তের আভা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বনের নিকটবর্ত্তী বাড়ীতেও মশকের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত অধিক। মশক যদি নিরামিষ উদ্ভিদ রসেরই অধিকতর আদর করিবে, তবে সুখাদ্য ফেলিয়া, আমিষ খাদ্য লোভের জন্য এত ব্যাকুল হয় কেন? বিশেষতঃ ডাক্তার বনভিয়ারের কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আমি গৃহের এক স্থলে ঐরূপ জল ও উদ্ভিদ পরিপূর্ণ এক পাত্র রাখিয়া দিয়াছিলাম। পরীক্ষা করিবার জন্য রাত্রির প্রথম-ভাগে মশারি না খাটাইয়া শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু রাত্রির মধ্য ভাগে মশার অত্যাচার এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে আমি অবশেষে মশারি খাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াও পাত্র মধ্যে কোন মশকের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। তবে বনভিয়ার যে মশকের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্নজাতীয় হইলে হইতে পারে। যাহাহউক ডাক্তার বনভিয়ারও পক্ষান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে মশক নিরামিষাশী নহে। তিনি বলেন যে মশক সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দিনের বেলায় গৃহমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সন্ধ্যার সময়ে সূর্য্য কিরণ চলিয়া গেলে, যদি গৃহদ্বার খুলিয়া দেওয়া যায়, তাহাহইলে গৃহস্থিত মশকগুলি খাদ্য অন্বেষণে বাহির হয়। এই জন্য তিনি অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই আবার দ্বাররুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি

এই ভয় করেন, পাছে বহির্গত মশক গুলি আবার গৃহে প্রত্যাগমন করে। গৃহমধ্যে যদি আহার্য্য বস্তু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মশকগুলি রাত্রিকালে বাহিরে আহার না খুঁজিয়া গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিবে কেন, আর মশকের ভয়ে অচিরে দ্বাররুদ্ধ করিবারই বা প্রয়োজন কি?

মশক সূর্য্যকিরণকে ভয় করিবে, বিচিত্র নহে। কারণ জল যাহার জন্মভূমি, সে সূর্য্যকিরণ হইতে দূরে পলায়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। উত্তাপকে যে মশক ভয় করে, তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। গোয়ালে অনেক মশা জড় হয়। গরু অতি নিরীহ জন্তু। মশক গরুর রক্ত পানে বিলক্ষণ পটু, তাই দলে দলে গোয়ালে প্রবেশ করিয়া জঠরজ্বালা দূর করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু চতুর রাখালের কৌশলে অনেক সময়ে মশকের আশা পূর্ণ হইতে পারে না। সন্ধ্যা সময়ে রাখাল গোয়ালের এক প্রান্তে অগ্নি রাখিয়া দেয়, গৃহস্থিত মশক উত্তাপ ও ধূঁয়ার জ্বালায় অস্থির হইয়া বহির্গত হইয়া থাকে, তখন রাখাল গোয়ালের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। প্রাতঃকালে গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিলে কখন কখনও মশক বাহির হইতে দেখা যায়। ইহাতে হয়ত কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে মশক সূর্য্য কিরণকে তত ভয় করে না, কারণ ভয় করিলে তাহারা প্রাতঃকালে বহির্গত হইবে কেন? ডাক্তার বনভিয়ার এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন মশকগুলি খাদ্য অন্বেষণ করিবার জন্য ছায়াযুক্ত কোন জলাভূমির নিকট যাইয়া থাকে। বাস্তবিক রাত্রি-কালে গৃহে থাকিয়া মশা একপ্রকার উপবাসে রাত্রি যাপন করে। মনুষ্যেরা মশার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মশারি ব্যবহারে মশার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। তাই মশারির প্রতিবন্ধকে মশাকে একরূপ অনশনে রাত্রি যাপন করিতে হয়। তাই জঠর-জ্বালায় অস্থির হইয়া বাহিরে খাদ্যান্বেষণে বাহির হয়। আবার সন্ধ্যাকালে আশায় আশায় গৃহে ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যাকালে মশককে বহির্গত হইতে বড় দেখা যায় না। যদিও ডাক্তার বনভিয়ার এই সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি আমরা তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, একদা তিনি তাঁহার এক বন্ধুর তাঁবুতে উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়া শুনিলেন, যে তাহারা মশকের অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছিলেন। তিনি সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় তাঁবুর দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহা বন্ধ করিয়া-ছিলেন। আশ্চর্য্য, কেবল সেই দিন মাত্র মশার উপদ্রব ছিল না। বনভিয়ার যাহাই বলুন, আমাদের ভারতবর্ষীয় মশকের প্রকৃতি এইরূপ নহে। আমরা

সন্ধ্যাবেলায় বরঞ্চ দ্বার বন্ধ রাখিয়া উপকার পাইয়াছি। দ্বার খুলিয়া দিলে গৃহ মধ্যে মশকের প্রবেশের বরং সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়।

নবাবিষ্কৃত প্রোথিত নগর।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের অন্তর্গত মিশুরি প্রদেশে মোবারলি নগরের সন্নিকটে একটী পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে। তাহা হইতে কয়লা উদ্ধারের জন্য একটী ৩৬০ ফিট গভীর কূপ খনন করা হয়। সেই কূপের তলদেশে সম্প্রতি একটী প্রোথিত নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোবারলি নগরের এক রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত নগরবাসী ঐ স্থান দর্শন করিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। আবিষ্কর্ত্তারা প্রায় ১২ ঘণ্টাকাল সেই নির্জ্জন প্রদেশে অতিবাহিত করেন। তাঁহারা বলেন, নগরের উপরে গলিত ধাতব (lava) স্রোতের একটী স্তর পড়িয়া গিয়াছে—সমস্ত নগরী যেন ধাতব খিলানের নিম্নে অবস্থিত। হারকিউলেনিয়ম বা পম্পে নগর যেমন অগ্ন্যুৎপাতে বিধ্বংস হইয়াছিল, ইহারও বোধ হয় সেই দশা ঘটিয়া থাকিবে। নগরের প্রশস্ত রাজপথ সকল সুশৃঙ্খলে রচিত, দুই পার্শ্বে প্রস্তরের প্রাচীর, তদুপরি সুরুচির ভাস্কর কার্য্য বিলোকনে বিস্ময় ও আশ্চর্য্য যুগপৎ মনোমধ্যে উদিত হয়। একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা একটী বৃহদায়তন প্রকোষ্ঠ দেখিতে পান, তাহার দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট ও প্রস্থ ৩০ ফুট, তন্মধ্যে প্রস্তরের আসন ও অনেক প্রাচীন শিল্প উপাদান সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। একটী প্রশস্ত ঘরেতে অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতিমা দেখিতে পান, সেগুলি ধাতুময়ী, পিত্তলের ন্যায় উজ্জ্বল কিন্তু পিত্তল নহে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরের কৃত্রিম প্রস্রবণ ঈষৎ চূর্ণাক্ত বিমল বারি অজস্র উদগীরণ করিতেছে। এইখানে একটী নরকঙ্কাল দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার চরণের অস্থির আকার দেখিয়া বোধ হয়, শরীর বর্ত্তমান মানবশরীর অপেক্ষা তিন গুণ স্থূলকায় হইবে। আমাদিগের পুরাণে বর্ণিত আছে যে ত্রেতাযুগের মানব-শরীর ১৪ হস্ত দীর্ঘ ছিল। এই কঙ্কালও বোধ হয় ত্রেতাযুগের হইবে। অঙ্গনের মধ্যে প্রাচীন কালের অনেক শিল্পযন্ত্র লক্ষিত হইল; যথা—পিত্তল ও চকমকি পাথরের ছুরিকা, উপল ও গ্রানাইট প্রস্তরের মুদ্গর, উৎকৃষ্ট ধাতুনির্ম্মিত করাত ও সামান্য শিল্পপ্রসূত অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। মোবারলি নগরবাসিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই

অপূর্ব্ব প্রোথিত নগর দর্শনে চরিতার্থ হইতেছেন। অনেক পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদিগের তথায় গমন সম্ভব। আমরা ইহার আরও সবিশেষ বিবরণ শ্রবণার্থ উৎসুক রহিলাম।

উদ্ভিদ্ বিদ্যা।

বৃক্ষদেহে রসসঞ্চরণ।

জন্তুদিগের শরীরে যেমন রক্ত সঞ্চালিত হইয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করে এবং সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্র সকল সংগঠনের সহায়তা করিয়া থাকে, বৃক্ষদিগের শরীরে রস সেইরূপ কার্য্য করে। রস ইহাদিগের কেবল রক্ত নহে, কিন্তু আহার। রস শিকড় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে ঊর্দ্ধগামী হয় এবং মূলদেশ, স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা দিয়া পত্রের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত গমন করে। ঊর্দ্ধগমন সময়ে ইহা অবিশুদ্ধ থাকে, পরে বিশুদ্ধ হইয়া নিম্নগামী স্রোতে প্রবাহিত হয়। বৃক্ষে ঊর্দ্ধ এবং অধঃ এই দুই স্রোত নিয়ত চলিতেছে।

রসের ঊর্দ্ধগমনের কারণ অনেক। এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবার ভিন্ন ভিন্ন কারণে রস ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। (১) অন্তর্বাহ প্রক্রিয়া, ইহাদ্বারা রস বাহির হইতে ভিতরে আকৃষ্ট হয়। শিকড় তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সকল দ্বারা যে রস শুষিয়া লয়, ক্রমে ক্রমে অন্য অন্য অঙ্গে তাহা সেই প্রক্রিয়া দ্বারা চালিত হয়। রসোত্থানের এইটী প্রধান কারণ। (২) কৈশিক আকর্ষণ, বৃক্ষের সূত্রাকার গঠন সকলের মধ্যে ইহাদ্বারা রস সঞ্চারিত হয়। (৩) চাপ, কোষের আবরণ সকল তন্মধ্যস্থ রসকে চাপে, তাপাধিক্যে গুঁড়ির ভিতরে বায়ু বিস্তারিত হইয়াও রসকে ঠেলিয়া দেয়। (৪) বাহিরের বায়ুবেগ, ইহাতে গাছের শাখা সকল ও অন্যান্য অঙ্গ দোলে, তাহার ফল এই হয় যে,যে দিকে বাধা না পায়, রস সেই দিকে যায়, ইহাতে রস ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। (৫) বাষ্পোৎপাদন, পত্রস্থ জলীয় ভাগ সকল প্রচুর পরিমাণে বাষ্পাকার ধারণ করিয়া বাহির হইয়া যায়, এই ক্ষয় পূরণার্থ রসস্রোত ঊর্দ্ধগামী ও পত্র সকলের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। (৬) আটা বা রস নিঃস্রবণ, বায়ুতে শাখা ভাঙ্গিয়া যে রস নিঃসারিত করে, তাহার ফলে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে রস প্রবাহিত হয়। (৭) রাসায়নিক ক্রিয়া, গাছের অভ্যন্তরস্থ শ্বেতসার বা মাড় যখন চিনিতে পরিণত হয় বা এক পদার্থ যখন অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তখনও রসস্রোতঃ উৎপন্ন হয়। এই কারণগুলি কখনও স্বতন্ত্র-রূপে,কখনও সমবায়ে কার্য্য করিয়া থাকে।

বসন্তকালে রসের ঊর্দ্ধগমনের দৃষ্টান্ত অতি সুন্দররূপে লক্ষিত হয়। শরৎকালে কোন মুড়া গাছ বা গাছের মুড়া শাখা করাত দিয়া কাটিয়া রাখিলে বসন্তকালে দেখা যায়, তাহার চারিদিক রসাক্ত হইয়াছে এবং সেখানে রসের স্রোত অল্পে অল্পে বহিতেছে। এই রস শিকড় হইতে উৎসারিত হইয়া থাকে। রাত্রি অপেক্ষা দিনের বেলা গাছের শুঁড়িতে রস অধিক চলে। ইহার কারণ শুঁড়ির বন্ধুর ছাল অধিক সূর্য্যোত্তাপ শোষণ করিয়া তন্মধ্যস্থ বায়ুকে বিস্তারিত করে এবং তাহার চাপে রস ঊর্দ্ধবাহিত হয়। রাত্রে উত্তাপ বাহির হইয়া বৃক্ষের ছাল স্নিগ্ধ হয়, সুতরাং সে চাপ থাকে না। পত্র সকলে বৃক্ষের শ্বাসক্রিয়া নিয়ত চলিতেছে এবং বায়ুর আন্দোলন ক্রমাগত হইতেছে, ইহাতে বাষ্পাকারে যে রস বাহির হইয়া যাইতেছে, নিম্ন হইতে নূতন রস আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতেছে। বৃক্ষের পত্র, পুষ্প বা বৃক্ষশরীরের কোন অংশ যেখানে গঠিত বা পোষিত হইতেছে, সেখানে রসের প্রয়োজন এবং তাহা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বৃক্ষের স্থানে স্থানে রসের ভাণ্ডার থাকে, আবশ্যক মতে তথা হইতেও রস সংযোজিত হয়।

বৃক্ষ শিকড় দ্বারা যে রস শোষণ করে, তাহার বিশুদ্ধ জলীয় অংশ পত্রদ্বারা বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে যে শ্বেতসার বা অন্য উপাদান থাকে, তাহাতে বৃক্ষদেহ পোষণের সাহায্য করে। বৃক্ষের পত্র শ্বাসের সহিত অঙ্গারের কার্য্যেরও সাহায্য করে। আমাদিগের শ্বাসক্রিয়ার সময় অঙ্গারক বাষ্প বাহির হইয়া যায় এবং বায়ুর অম্লজান শরীরে প্রবিষ্ট হয়। পাঠিকাগণ জানেন বৃক্ষগণের কার্য্য ঠিক ইহার বিপরীত; তাহারা অম্লজন পরিত্যাগ করে ও অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়া লয়। বায়ুমণ্ডলে যত অঙ্গারক বাষ্প থাকে, এইরূপে তাহা বৃক্ষশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ুকে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। এই অঙ্গারক বাষ্প আমাদের পক্ষে বিষ, কিন্তু বৃক্ষের পক্ষে জীবন, ইহাদ্বারা ইহার সমস্ত দেহ সংগঠিত হইয়া থাকে।

বৃক্ষহইতে জলীয় বাষ্প ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বাহির হয়। কোন পণ্ডিত গম ও ছোলা বৃক্ষের পরীক্ষা করিয়া তাহাদের শরীর হইতে যে যে মাসে যত গ্রেণ জল বাহির হইয়াছে তাহার একরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

	ফাল্গুন	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
গম	১৪	৪০	১৬২	১১৭৭
ছোলা	১১	৪২	১০৬	১০৭৯

আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র
১৫৩৫	১১০১	২৩০
২০৯২	৩৭৭	—

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় গ্রীষ্মকালে বায়ু যখন উত্তপ্ত ও শুষ্ক থাকে, তখন অত্যধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প বহির্গত

হয়। আলোকেও উত্তাপের সাহায্য করিয়া থাকে। বৃক্ষের বয়স, ছালের প্রকৃতি এবং পত্রের গঠন প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য অনুসারেও প্রশ্বাস ক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে।

বসন্তকালে পত্র ও পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে রসাকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং আকৃষ্ট রস গুঁড়িতে সঞ্চিত হয়। এই সময় বাষ্প নির্গম কম থাকে। ইহাতে পত্র ও পুষ্প সকল সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারে। গ্রীষ্মকালে রসাগম অপেক্ষা বাষ্পনির্গমন অধিক হয়। তখন গুঁড়ির সঞ্চিত রসের উপরেই সমস্ত বৃক্ষের জীবন নির্ভর করে এবং তাহা না পাইলে বৃক্ষের অঙ্গ সকল শুষ্ক হইয়া যায়। শীতকালে বৃক্ষের গুঁড়ি সকল এককালে নীহারাচ্ছন্ন না হইলে তন্মধ্যে রস চলাচল করে।

বৃক্ষের রসের নিম্নপ্রবাহ সম্বন্ধে সকল উদ্ভিদ্‌বিৎ একমত নহেন। নিম্ন প্রবাহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে, তবে সকল জাতীয় বৃক্ষে তাহা সমান নহে এবং কোন কোন জাতীয় বৃক্ষে অঙ্গবিশেষে তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। নিম্নবাহী প্রবাহ নামিতে নামিতে পার্শ্বগামী হইয়া বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ বা মজ্জাতে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে পোষণ ও বর্দ্ধন করে। কাষ্ঠের চক্রাবৃত্তি বৃদ্ধির হেতু এই। ঊর্দ্ধগামী প্রবাহও কখনও কখনও এইরূপে পার্শ্বগত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে, বৃক্ষের বহিরঙ্গবৃদ্ধিরই সাহায্য করে।

জলীয় উদ্ভিদ্ সকল শিকড় দ্বারা রস শোষণ করে এবং অন্তর্বাহ ক্রিয়াদ্বারা সেই রস তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয় ও তাহাদের পুষ্টিসাধন করে। তাহাদিগেরও শ্বাস প্রশ্বাসে বাষ্প আকর্ষণ ও নির্গমন হইয়া থাকে।

সময়।

অনন্ত সময়!
কণ-জীবী অণু মন, কেমনে করে ধারণ,
সম্ভব কি হয়?
অনাদি নহ তো যদি, তবু ওতো নিরবধি,
আরম্ভ তোমার শেষ,
জানিবার নয়।

অনন্ত আকাশ সহ, কেলী কর অহরহ,
কেবা তুমি, কে আকাশ
কে করে নির্ণয়?
উভয়েই নিরাকার, অগম্য সূক্ষ্ম অপার,
উভয়েই সর্ব্বসাক্ষী
নিখিল আশ্রয়।

সদা সম বর্ত্তমান,　কেবা করে পরিমাণ,
অখণ্ড আবহমান
উভ স্রোত বয়।
ভ্রান্ত নর অল্পজ্ঞান,　করে তব উপমান
পার্থিব পয়োধি সনে,
না বুঝে বিষয়।

পয়োরাশি পৃথ্বীপরে, কেবল ক্ষণেক তরে,
ক্ষণেক উৎপত্তি স্থিতি,
ক্ষণেকেই লয়।
সময় আকাশ কোলে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দোলে,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য
গণনা না হয়!

ইস্‌লামের ধর্ম্মোপদেশ।

মহম্মদ বলিতেন "যেমন মৃত সিংহ শিকার করিতে সক্ষম হয় না, যেমন মৃত গবাদি তৃণাহারে পারগ হয় না, কেবল মুখে তেমনি 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' বলিলে ধর্ম্মসাধনা হয় না বা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" মহম্মদের মতে "প্রার্থনা—প্রকৃত ভক্তির সহিত প্রার্থনা—ধর্ম্ম সাধনার পক্ষে সুপ্রশস্ত সোপান বা স্তম্ভবিশেষ।" তিনি বলিতেন, কেবল প্রার্থনা বলে অবরুদ্ধ স্বর্গের দ্বার অনায়াসে উন্মুক্ত করা যায়। তকিফা নামক জাতিরা যখন তাহাদের ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন মহম্মদ উত্তর দেন "যে ধর্ম্মের অঙ্গ প্রার্থনা নহে, সে ধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' নামের আদৌ যোগ্য নয়।" ইস্‌লামীয় শাস্ত্রের মতে অহোরাত্রের মধ্যে ৫ বার প্রার্থনা করা উচিত। এই প্রার্থনার সময় এইরূপঃ—(১) অরুণোদয়কালে, (২) মধ্যাহ্ন সময়ে অথবা মধ্যাহ্ন সূর্য্য হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হইলে,(৩) অপরাহ্ণে বা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে, (৪) সূর্য্যাস্তের পরে এবং অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে (৫) রাত্রির প্রথম প্রহরের পূর্ব্বে। প্রার্থনার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক শত বার অঙ্গুলি বা মালা দ্বারা "খোদা" এই নাম উচ্চারণ করা উচিত এবং প্রার্থনার প্রথম পদোচ্চারণের পরে ঈশ্বরস্তুতি বিষয়ক একটি শ্লোক বা গীত কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়া এরূপে চীৎকার পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত যে, যেন তাহা পার্শ্ববর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী মুসলমানদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় এবং তৎকালে কোন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোক নিদ্রিত বা অন্যমনস্ক থাকিলে যেন জাগ্রত ও সতর্ক হইয়া উঠে। প্রতিবার প্রার্থনার সময়ে মক্কার ধর্ম্মমন্দিরের দিকে মুখ রাখিবে এবং সংসারচিন্তা, শোক, ভয়, লালসা, ক্রোধ বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে মনকে মুক্ত রাখিবে। মহম্মদ বলেন, প্রকৃতরূপে নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত মনে ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে না ডাকিলে,

লক্ষবার ঈশ্বর নামোচ্চারণেও কোন ফল ফলিতে পারে না। মহম্মদ আরও বলিতেন, প্রার্থনার সময় মূল্যবান পরিচ্ছদ কিম্বা কোন প্রকারের অলঙ্কার পরিধান করিবে না, তৎকালে জগৎকে নশ্বর এবং মানব জীবনকে ক্ষণভঙ্গুর জ্ঞান করিবে। কিন্তু শরীর ও পরিচ্ছদ পরিষ্কার থাকা উচিত। মহম্মদই সর্ব্ব প্রথমে বলিয়াছিলেন "ধর্ম্মজীবন পরিষ্কারতার সহচর স্বরূপ।" মসজিদে প্রকাশ্য স্থানে বা পুরুষের সহিত একত্রে মুসলমানীয় রমণীর ঈশ্বরোপাসনার অধিকার নাই; তাঁহারা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গৃহে বা কোন নিভৃত স্থানে আরাধনা করিবেন। স্ত্রীলোকদিগকে ৫ বার প্রার্থনার সময়ে মক্কার মন্দিরের দিকে মুখ রাখিতে হইবে, কিন্তু যদি তাঁহারা গৃহের ভিতরে আরাধনা করেন, তাহা হইলে গৃহের গবাক্ষ উন্মুক্ত রাখিবেন। প্রার্থনার সময়ে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, উভয়কেই ঈশ্বরকে প্রণাম করিবার সময় ভূমিতে মস্তক অবনত করিতে হইবে। মহম্মদ বলিতেন, প্রার্থনা এবং দান (খয়রাৎ) ধর্ম্ম সাধনার পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়। প্রার্থনার পরেই দাতব্যতা উল্লেখ করিবার যোগ্য। দাতব্যতা দুই প্রকার, যথা—জাকেৎ এবং সাদেকেৎ। আইন বা দেশাচার মতে যে দান করা যায়, তাহার নাম জাকেৎ; যথা—পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের প্রতি বা স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর প্রতি ধনাদি দান ইত্যাদি। স্বেচ্ছাকৃত ধর্ম্মার্থে দানের নাম সাদেকেৎ। মহম্মদের মতে প্রথম প্রকার দানে মানবের মনে কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে এবং দ্বিতীয় প্রকার দানে দাতাকে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। খালিক ওমার বলিয়াছেন "দাতব্যতায় মানবগণ স্বর্গরাজ্যের প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়।" আলি পুত্র হাসেন দাতব্যতায় স্বর্গ প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। আর এক স্থলে উক্ত আছে মনুষ্য যত প্রকার ধর্ম্ম কার্য্য করে, তাহাতে ঈশ্বরের গৃহের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, দয়াধর্ম্ম ব্যতীত গৃহের ভিতর প্রবেশের অধিকার হয় না।

মহম্মদের উপদেশ মতে পঞ্চ প্রকার দান অতিশয় আদরণীয়—(১) পশ্বাদি দান, (২) ধন, (৩) শস্য, (৪) ফল, (৫) কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে লাভ পাওয়া যায়, সেই লাভের টাকার কিয়দংশ। তিনি বলিতেন প্রতি বৎসরে শত করা (লাভের উপর) আড়াই টাকা হিসাবে যদি ব্যবসায়ীরা দান করেন, তাহাহইলে তাঁহাদের স্বর্গ রাজ্যে পৌঁছিবার পক্ষে কোন প্রকার সন্দেহ আদৌ থাকিতে পারে না। ভারবাহী কিম্বা ক্ষেত্রে নিযুক্ত পশু কেহ দান করিতে পারেন না। কোন দ্রব্য কুড়াইয়া পাইলে বা কোন দ্রব্য অন্যায়রূপে পাইলে কিম্বা কোন প্রকার সন্দেহযুক্ত অথচ স্বত্বাধিকারিবিহীন দ্রব্য হাতে আসিলে তাহার বিক্রয়

লক্ষ টাকার এক পঞ্চমাংশ দান করা উচিত। রমদানের সময়ে আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু ও পরিচিতদিগের মধ্যে যব, গম, খর্জ্জুর, চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা বিধেয়। এক স্থলে এক নরপতিকে মহম্মদ বলিয়াছিলেন "পর দুঃখ মোচনার্থ প্রকৃত দয়া, সহানুভূতি এবং ইচ্ছার সহিত দানকে দাতব্যতা বলা যায়; এবং ইন্দ্রিয় সংযম ও সুরাপান পরিত্যাগ করিয়া মনের মলিনতা পরিষ্কার করাই প্রকৃত দান শব্দের বাচ্য।"

নূতন সংবাদ।

১। বোম্বাইয়ের ফ্রিচর্চ্চকলেজে দুইটী পারসী যুবতী যুবকদিগের সহিত একত্র পাঠ করিতেছেন। যুবতীদিগের আগমনে যুবকেরা অধিক শিষ্টাচারী হইয়াছেন; এবং প্রতিযোগিতাশঙ্কায় অধ্যয়নে অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট মেডিকাল কলেজে দেশীয় ও ইউরোপীয় ১৭টী মহিলা যুবকদিগের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।

২। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকদিগের পাঠের সুবিধার জন্য আমাদিগের ছোট লাট সাহেব শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ও উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রচার করিয়াছেন :—

যে সকল স্ত্রীলোক কলিকাতা মেডিকাল কলেজের উপাধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই এবং তাঁহারা যে উপাধি পরীক্ষা দিবেন, সেই পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিষয় তাঁহাদিগকে পড়িতে হইবে। তবে যাঁহারা উপাধিপ্রার্থিনী নহেন, অথচ "চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইবার জন্য মেডিকাল কলেজের প্রশংসাপত্র পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে কলেজে পড়িতে পাইবেন ও প্রশংসাপত্র পাইবেন :— বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা কিম্বা নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা; কোন চলিত ইংরেজি বহির ত্রিশ ছত্র শ্রুতিলিপি; ইহাতে দশটীর বেশী ভুল হইলে, পরীক্ষার্থিনী আর পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। হস্তাক্ষর মন্দ হইলে নম্বর কাটা যাইবে। ব্যাকরণ ও রচনা। ইতিহাস। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্থূল স্থূল ঘটনা। ভূগোল— মোটামুটী সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান এবং ভারতবর্ষের বিশেষ জ্ঞান। পাটীগণিতের প্রথম চারিটী সূত্র, সামান্য দশমিক ভগ্নাংশ এবং অনুপাত।

৩। ভূপালের বেগম স্বামীর উদ্ধারার্থ গবর্ণর-জেনারলের কৃপাপ্রার্থী হইয়া

কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ফল কি হইল, এখনও জানা যায় নাই।

৪। লর্ড ডফরিণ সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে সিমলা যাত্রা করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ডের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট—মূল্য ১৲ টাকা। ভারতবর্ষীয় নারীগণের চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য দানার্থে যে জাতীয় সভা ও ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে। গত জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত ১,৪৮,৩৪৪।৶১১ জমা হইয়া খরচ বাদে ১,৪৬,১৮৮।৩ স্থিত আছে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই এই সভার শাখা সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতেশ্বরী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশীয় বিদেশীয় বড় বড় লোক ইহার উৎসাহদাতা বা সভ্য হইয়াছেন। এরূপ সভায় উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হইবে, আশা করা যায়।

২। স্বামি-স্ত্রী—শ্রীহরিমোহন বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরের কর্ত্তব্য ও গার্হস্থ্য জীবনের অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে অনেক ভাল কথা আছে, তৎপাঠে পাঠক পাঠিকাগণের উপকারের সম্ভাবনা। প্রস্তাবগুলিতে লেখকের সদভিপ্রায় ও সুবিবেচনারও অনেক পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তবে দুই একটী বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। (১) উপন্যাসবর্ণিত নায়ক নায়িকার চরিত্রকেআদর্শ করিয়া গ্রন্থকার স্বামিস্ত্রীর চরিত্র গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, এ কোন্ উপন্যাস? অধিকাংশ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা আদৌ গৃহস্থঘরের আদর্শ-স্থানীয় হইতে পারেন না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (২) গ্রন্থকার একাধিক স্থলে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে দেবপূজা ও ব্রতাদি নিয়ম পালনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে পৌত্তলিকতার পরিহারে ও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় অক্ষম কে বলিল? বিশ্বাস অনুসারে যিনি অকুতোভয়ে কার্য্য করেন, তিনিই স্বাধীন। প্রকৃত জ্ঞান পাইয়াও লোকভয়ে কি অনেকে দেশাচারের দাসত্ব করেন না?

৩। ব্যাকরণ প্রবেশিকা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ৶০ আনা মাত্র। সহজ প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য এই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৪। মধুমালতী, পরেশপ্রসাদ, মায়াবিনী এবং Mind Cure on a Material Basis কৃতজ্ঞতার সহিত এই কয়েকখানি পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে, আগামীতে সমালোচ্য।

৩য় কল্প ২য় ভাগ বামাবোধিনী পত্রিকার

সংখ্যানুসারে সূচীপত্র।

২৪৪সং বৈশাখ ১২৯২মে ১৮৮৫।

সংক্ষিপ্ত পত্রিকা ১
সাময়িক প্রসঙ্গ ২
নববর্ষ ৫
সতীমণ্ডপ ৯
বিষম ভ্রান্তি ১১
ভোজন কৌতুক ১৪
প্রাচীন আর্য্যরমণী ১৭
বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষা ২২
অদ্ভুত বিবরণ ২৬
দেশ ভ্রমণ ২৭
নূতন সংবাদ ৩০
পুস্তকাদি সমালোচনা ৩১
বামাগণের রচনা
অনন্ত মহাশূন্যের প্রতি (পদ্য) ৩২

২৪৫সং জৈষ্ঠ—জুন।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৩
স্ত্রী পর্য্যায় ৩৭
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ
—বিশ্ববারা ৩৮
সরলা ও সুশীলা ৪২
গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা ৪৪
নিউগিনি ও আণ্ডামান্ ৪৬
মায়ের প্রকৃত গুরুত্ব কিসে? ৪৮
প্রেসিডেণ্ট গারফিলডের জীবনের
দুই একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা ৫২
বৈষ্ণব চরিত্র ৫৬
নূতন সংবাদ ৬০
পুস্তকাদি সমালোচনা ৬১
বামাগণের রচনা—স্ত্রীলোকদিগের নিকট
একটী উপদেশপূর্ণ কথা ৬১

২৪৬সং আষাঢ়—জুলাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৫
মহত্তের প্রতিহিংসা ৬৮
পরিচ্ছদ ও ভূষণ ৭১
সজীব ফটোগ্রাফি ৭৪
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ৭৬
হিন্দু বিবাহের বাসর-ঘর ও
স্ত্রী-আচার ৭৯
ব্রহ্মদেশবাসীদিগের আচার ব্যবহার ৮৩
বীর নারী ৮৬
বড় কেউ কেটা নয় (বিজ্ঞপ্তি) ৮৮
নূতন সংবাদ ৯১
বামারচনা—ইতিহাস পাঠের ফল ৯১

২৪৭সং শ্রাবণ—আগষ্ট।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৯৭
কুমারী সুজন হিগিন্স ১০০
উদ্ভিদ্ দ্বারা মানব জগতের
কি কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ১০৩
আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ১০৭
কিসয় জননি! ১০৯
ব্রহ্মচারিণী ১১২
ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ ১১৫

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ ১১৮
বড় কেও কেটা নয় ১২২
গার্হস্থ্য সঙ্গীত ১২৫
নূতন সংবাদ ১২৬
পুস্তকাদি সমালোচনা ১২৬
বামারচনা
স্ত্রীলোকদিগের নিকট একটী
উপদেশপূর্ণ কথা ১২৭

২৪৮সং ভাদ্র—সেপ্টেম্বর।

বামাবোধিনীর দ্বাবিংশ সাংবৎসরিক
জন্মোৎসব ১২৯
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩০
আমাদের অভাব ১৩২
ব্রহ্মচারিণী ১৩৬
আলোক ধাঁধাঁ ১৩৮
বঙ্গমহিলা সমাজের ষষ্ঠ জন্মোৎসব ১৪০
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ১৪৩
বড় কেও কেটা নয় ১৪৭
সজীব ফটোগ্রাফি ১৫০
মরিসস্ কোয়ারেন্টিন ষ্টেশন ১৫২
কাউন্টেস ডফরিণ ফণ্ড ১৫৪
আশাবতীর উপাখ্যান ১৫৬
নূতন সংবাদ ১৬০
পুস্তকাদি সমালোচনা ১৬০

২৪৯সং আশ্বিন—অক্টোবর।

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৬১
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ১৬৩
আশাবতীর উপাখ্যান ১৬৬
ব্রহ্মদেশের বিবরণ ১৭০
চন্দ্র (পদ্য) ১৭৩
গারফিলডের মাতা ১৭৫
ঘণ্টারামের কথকতা ১৮১
ব্রহ্মচারিণী-উপন্যাস ১৮৪
সজীব ফটোগ্রাফি ১৮৭
লাপলাণ্ডে স্বয়ম্বর প্রথা ১৮৮
নূতন সংবাদ ১৮৯
পুস্তকাদি সমালোচনা ১৯০
বামাগণের রচনা
ফুল ১৯২

২৫০সং কার্ত্তিক—নবেম্বর।

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৯৩
এত রোগ ও অকালমৃত্যুর
কারণ কি? ১৯৫
স্বামীর অনবধানতা ২০০
বারিবিন্দু ২০২
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ২০৫
রাধাচরণ ও নন্দকুমার ২১০
করহরবালীর কয়লার খনি ২১৩
অসভ্য জাতির বিবরণ ২১৬
আশাবতীর উপাখ্যান ২১৮
নূতন সংবাদ ২২২
পুস্তকাদি সমালোচনা ২২৩
বামাগণের রচনা
আবার! আবার ২২৩

২৫১সং অগ্রহায়ণ—ডিসেম্বর।

সাময়িক প্রসঙ্গ ২২৫
হিন্দুরমণীর পারিবারিক জীবন ২২৭
আবিয়ার ২২৯

চুম্বকলৌহ ২৩৩
ঘণ্টারামের কথকতা ২৩৬
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ২০৮
অসভ্যজাতির বিবরণ ২৪১
মরিসস্ কোয়ারেণ্টাইন ষ্টেশন ২৪৪
রাধাচরণ এবং নন্দকুমার ২৪৬
আসামে হিন্দু মহিলাগণের অবস্থা ২৪৯
নারী সম্বন্ধে মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থানিচয় ২৫২
নূতন সংবাদ ২৫৪
বামাগণের রচনা
উন্নত তরু ২৫৫
মাতৃশোকার্ত্তা দুঃখিনী কন্যার বিলাপ ২৫৬

২৫২সং পৌষ—জানুয়ারী।

সাময়িক প্রসঙ্গ ২৫৭
পুত্রোৎসর্গ ২৫৯
স্ত্রী-বুদ্ধি ২৬৩
মিতাক্ষরা মতে দোষীর বিচার ২৬৫
রমণীর প্রেম (পদ্য) ২৬৮
কোলজাতি ২৭০
নারীজাতি সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা ২৭৩
রাধাচরণ ও নন্দকুমার ২৭৭
হৈমকীৰ্ত্তি ২৭৯
গার্হস্থ্য সঙ্গীত ২৮২
মরিসস ও কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশন ২৮৩
নূতন সংবাদ ২৮৫
পুস্তক-প্রাপ্তি ২৮৬
বামাগণের রচনা
সূর্য্যোদয় ২৮৬
আত্মবিলাপ ২৮৮

২৫৩সং মাঘ—ফেব্রুয়ারী।

সাময়িক প্রসঙ্গ ২৮৯
সীতা চরিত্র ২৯০
নক্ষত্রপাত ২৯৪
কোলজাতি ২৯৯
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ৩০২
রমণীগণের মানসিক শিক্ষা ৩০৫
নারীজাতি সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা ৩০৮
শীতে সুন্দরী (পদ্য) ৩১১
বুদ্ধিণীর ভুল ৩১৪
গার্হস্থ্য সঙ্গীত (পদ্য) ৩১৫
নূতন সংবাদ ৩১৬
বামাগণের রচনা
পাষাণ ৩১৭
নিদ্রা (পদ্য) ৩১৮
অৰ্দ্ধস্ফুট ফুল (পদ্য) ৩১৯

২৫৪সং ফাল্গুন—মার্চ্চ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩২১
অমৃতে অরুচি কার ৩২৩
বাক্‌পুষ্টা ৩২৫
অসভ্যজাতির বিবরণ ৩২৮
বাছড়জাতি ৩৩৩
মধুর (পদ্য) ৩৩৫
ছোট নাগপুর বিভাগ ও তত্রত্য স্ত্রীশিক্ষা ৩৩৮
সমুদ্রের গভীরতা ৩৪০
আবিয়ারের উপদেশ ৩৪২
স্পার্টীয় রমণী ৩৪৩
ভগিনীর প্রতি উপদেশ ৩৪৬
গার্হস্থ্য সঙ্গীত ৩৪৯

নূতন সংবাদ ৩৪৯
পুস্তকাদি সমালোচনা ৩৫১
বামাগণের রচনা
প্রভাত (পদ্য) ৩৫১

২৫৫ সং চৈত্র—এপ্রেল।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৫৩
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ৩৫৫
সৎসঙ্গে কাশীবাস ৩৫৭
অষ্ট্রেলিয় জাতি ৩৬০
গ্রীক স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা ৩৬৫
মশক বিজ্ঞান ৩৬৮
নবাবিষ্কৃত প্রোথিত নগর ৩৭১
উদ্ভিদ বিদ্যা ৩৭২
সময় (পদ্য) ৩৭৪
ইস্লামের ধর্ম্মোপদেশ ৩৭৫
নূতন সংবাদ ৩৭৭
পুস্তকাদি সমালোচনা ৩৭৮
বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচী ৩৭৯
ঐ বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ৩৮২

৩য় কল্প ২য় ভাগ বামাবোধিনী পত্রিকার

বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১২৯২ সাল।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রী জাতির উন্নতি।

নববর্ষ ৫
বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা ২২
বামাবোধিনীর দ্বাবিংশ সাংবৎসরিক জন্মোৎসব ১২৯
বঙ্গমহিলা সমাজের ষষ্ঠ জন্মোৎসব ১৪০
কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ড ১৫৪
ছোটনাগপুর বিভাগ ও তত্রত্য স্ত্রী-শিক্ষা ৩৩৮
৩য় কল্প ২য় ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র ৩৭৯
ঐ বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ৩৮২

২। নারী চরিত।

সতীমণ্ডপ ৯
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ
রোমশা ও লোপামুদ্রা ১৭
বিশ্ববারা ৩৮
ইঙ্গ মাতৃবর্গ ৭৬
বাক্ ১১৮
ঐ ও দেবজানি প্রভৃতি ১৫৩
মৈত্রেয়ী ১৬৩
গার্গী ২০৪
দেবজানি ২৩৮
দেবহুতি ৩৫৫
বীর নারী ৩০২
কুমারী সুজন হিগিন্স ১০০
গারফিল্ডের মাতা ১৭৫
আবিয়ার ২২১
সীতাচরিত্র ২৯০
বাক্পুষ্টা ৩২৫

৩। ধর্ম্ম ও নীতি।

সরলা ও সুশীলা ৪২

মায়ের প্রকৃত গুরুত্ব কিসে? ৪৮
প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের জীবনের
দুই একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা ৫২
বৈষ্ণব চরিত্র ৫৩
মহত্তের প্রতিহিংসা ৬৮
পরিচ্ছদ ও ভূষণ ৭১
আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ১০৭
আমাদিগের অভাব ১৩২
স্বামীর অনবধানতা ২০০
বারিবিন্দু ২০২
পুত্রোৎসর্গ ২৫৯
হৈমকীর্ত্তি ২৭৯
অমৃতে অরুচি কার? ৩২৩
আবিয়ারের উপদেশ ৩৪২
ভগিনীর প্রতি উপদেশ ৩৪৬
সৎসঙ্গে কাশীবাস ৩৫৭
ইসলামের ধর্ম্মোপদেশ ৩৭৫

৪। ইতিহাস ও দেশ ভ্রমণ।

বোম্বাই এলিফান্টা দ্বীপ ২৭
নিউগিনি ও আণ্ডামান ৪৬
ব্রহ্মদেশবাসীদিগের আচার ব্যবহার ৮৩
ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ ১১৫
ঐ ১৭০
মরিসস কোয়ারেণ্টিন ষ্টেসন
১৫২,২৪৪,২৮৩
রাধাচরণ ও নন্দকুমার ২১০,২৪৬,২৭৭,
করহর বালীর কয়লার খনি ২১৩
সাঁওতাল জাতি ২১৬
ঐ ২৪১
কোলজাতি ২৭০,২৯৯
অষ্ট্রেলির জাতি ৩২৮,৩৬০
নবাবিষ্কৃত প্রোথিত নগর ৩৭১

৫। দেশাচার।

ভোজন কৌতুক ১৪
স্ত্রী পর্য্যায় ৩৬
হিন্দু বিবাহের বাসর ঘর ও
স্ত্রী আচার ৭৯
লাপলণ্ডে স্বয়ংবর প্রথা ১৮৮
হিন্দু জাতির পারিবারিক জীবন ২২৭
আসামে হিন্দু মহিলাগণের অবস্থা ২৪৯
নারী সম্বন্ধে মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থানিচয়
২৫২,২৭৩,
স্পার্টীয় রমণী ৩৪৩
গ্রীক স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক
অবস্থা ৩৬৫

৬। বিজ্ঞান।

বিষয় ভ্রান্তি ১১
বানরের হস্তে সর্পের মৃত্যু ২৬
গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা ৪৩
সজীব ফটোগ্রাফি ৭৪
ঐ ১৫০
বড় কেও কেটা নয় ৮৮,১৮৭
ঐ ১২৭
ঐ ১৪৭
উদ্ভিদ দ্বারা মানব জগতের কি কি
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ১০৩
আলোক ধাঁধা ১৩৮
চুম্বক লৌহ ২৩৩
নক্ষত্র পাত ২৯৪
বাছড় জাতি ৩৩৩
সমুদ্রের গভীরতা ৩৪০
মশক বিজ্ঞান ৩৬৮
উদ্ভিদ বিদ্যা ৩৭২

৭। উপন্যাস।

ব্রহ্মচারিণী ১১২
ঐ ১৩৩
ঐ ১৮৪
আশাবতীর উপাখ্যান ১৫৩
ঐ ১৬৩
ঐ ২১৮
ঘণ্টারামের কথকতা ১৮১
ঐ ২৩৬

৮। পদ্য ও গার্হস্থ্য সঙ্গীত।

কি ভয় জননি! ১৫৯
হিন্দুনারীর সতীত্ব (সঙ্গীত) ১২৫
চন্দ্র ১৭৩
রমণীর প্রেম ২৪৮
সুখী পরিবার (সঙ্গীত) ২৮২
শীতে সুন্দরী ৩১১
নবগৃহ প্রতিষ্ঠা (সঙ্গীত) ৩১৫
মধুর ৩৩৫
নব দম্পতীর প্রতি আশীর্ব্বাদ (সঙ্গীত) ৩৪৯
মা ঐ
সময় ৩৭৪

৯। বিবিধ।

সংক্ষিপ্ত পত্রিকা ১
এত রোগ ও অকালমৃত্যুর কারণ কি? ১৯৫
রমণীগণের মানসিক শিক্ষা ৩০৫
বুঝিবার ভুল ৩১৪

১০। বামাগণের রচনা।

অনন্ত মহাশূন্যের প্রতি (পদ্য) ৩২
স্ত্রীলোকদিগের নিকট একটী উপদেশপূর্ণ কথা ৬১
ঐ ১২৭
ইতিহাস পাঠের ফল ৯১
ফুল ১৯২
আবার আবার ২২৩
উন্নত তরু ২৩৫
মাতৃশোকার্ত্তা দুঃখিনী কন্যার বিলাপ ২৫৬
সূর্য্যোদয় ২৮৬
আত্মবিলাপ ২৮৮
পাষাণ ৩১৭
নিদ্রা (পদ্য) ৩১৮
অর্দ্ধস্ফুট ফুল (পদ্য) ৩১৯
প্রভাত (পদ্য) ৩৫১

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

২, ৩৩, ৬৫, ৯৭, ১৩০, ১৬১, ১৯৩, ২২৫, ২৫৭, ২৮৯, ৩২১, ৩৫৩।

১২। নূতন সংবাদ।

৩০, ৬০, ৯১, ১২৬, ১৬০, ১৮৯, ২২২, ২৫৪, ২৮৫, ৩১৬, ৩৪৯, ৩৭৭।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৩১, ৬১, ১২৬, ১৬০, ১৯০, ২২৩, ২৮৬, ৩৫১, ৩৭৮।

No. 244. May 1885.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৪ সংখ্যা } বৈশাখ ১২৯২—মে ১৮৮৫। { ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সূচী।

সংক্ষিপ্ত পত্রিকা	১	বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা	২২
সাময়িক প্রসঙ্গ	২	অদ্ভুত বিবরণ	২৬
নববর্ষ	৫	দেশ ভ্রমণ	২৭
সতীমণ্ডপ	৯	নূতন সংবাদ	৩০
ভ্রমণ ভ্রান্তি	১১	পুস্তকাদি সমালোচনা	৩১
ভোজন কৌতুক	১৪	বামাগণের রচনা	
প্রাচীন আর্য্যরমণী	১৭	অক্ষয়মহাশূন্যের প্রতি (পদ্য)	৩২

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রী[illegible] ঘোষ কর্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯ নং [illegible] প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। এই পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রথম ৩ মাসের মধ্যে ষাণ্মাসিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

২। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে অথবা পুরাতন গ্রাহকগণের বাকী মূল্য প্রদান করিতে এক মাসের অধিক বিলম্ব হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

৩। যাঁহারা এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে, ইহার মূল্য পাঠাইতে বা ইহার নিয়মাদি সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯ নং আণ্টনিবাগান লেনে আমার নামে পত্র লিখিবেন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা [illegible]
ঐ মফঃস্বল ২[illegible]

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

গৃহপাঠ্য পুস্তক[illegible]লী ও পুরাতন বামাবোধিনী।

নারীশিক্ষা—১ম ভাগ—মূল্য ॥০ ও ২য় ভাগ—মূল্য ৸০।

এদেশে স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের অভাব থাকাতে হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী উপরি উক্ত দুই খানি পুস্তক বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। মধ্যে ছাপা না[illegible] পুস্তক দুই খানি দুষ্প্রাপ্য ছিল। এক্ষণে বামাবোধিনী কার্য্যালয় হ[illegible] সংশোধিত এবং সংবর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি [illegible]ক মাত্রেই ঐ পুস্তক এক একবার পাঠ করিবেন।

এই পুস্তকদ্বয় বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্ত্রীপাঠ্য আরও কয়েক খানি পুস্তক এই কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বামা রচনাবলী—(ভাল বাঁধা)	মূল্য	৸০
ঐ (কাগজের মলাট)	ঐ	॥
কামিনী কুসুমিকা—	ঐ	৷৶০
বোদয়া বালিকা—	ঐ	৶০
কুসুমকলিকা—	ঐ	॥০
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা	ঐ	[illegible]

এই সকল পুস্তক ও পত্রিকা[illegible]

কার্য্যালয়ে[illegible]

সংস্কৃত [illegible]

[illegible]

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৪ সংখ্যা । বৈশাখ ১২৯২—মে ১৮৮৫। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১২৯২ সাল।

ইং ১৮৮৫—৮৬।

বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
13A	13M	13Ju	16Jy	16Au	16S
৩০	৩২	৩২	৩১	৩১	৩০
সো	বু	র	বৃ	র	বু
ম	বৃ	সো	শু	সো	বৃ
বু	শু	ম	শ	ম	শু
বৃ	শ	বু	র	বু	শ
শু	র	বৃ	সো	বৃ	র
শ	সো	শু	ম	শু	সো
র	ম	শ	বু	শ	ম

পূঃ ১৭ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৯

অঃ ৩২ ও ৩১ ২৯ ২৬ ২৪ ২৩

১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
16O	15N	15D	13J	12F	13M
৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	৩১
শু	র	ম	বু	শু	শ
শ	সো	বু	বৃ	শ	র
র	ম	বৃ	শু	র	সো
সো	বু	শু	শ	সো	ম
ম	বৃ	শ	র	ম	বু
বু	শু	র	সো	বু	বৃ
বৃ	শ	সো	ম	বৃ	শু
পূঃ ৮	৮	৭	৮	৭	৮
অঃ ২২	২২	২২	২৩	২১	২৩
এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্ট
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
অক্টো	নবে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১

সঙ্কেত—১লা বৈশাখ সোমবার, …ক্ষের ত্রয়োদশী ও ইংরাজী …প্রিল এই পঞ্জিকা হইতে …। অন্যান্য দিন এই-

বাঙ্গালী যে মাসে যত দিন এবং প্রতি মাসের ১লা তারিখে ইংরাজি যে দিন, তাহা উপরে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ইংরাজী মাসের দিন নিম্নে দেখ। পূ—পূর্ণিমা; অ—অমাবস্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দুর্ভিক্ষে দান—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী—খুলনা ২ ও নিরুপমা দেবী—তেলিনীপাড়া ১ টাকা আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা যথাস্থানে প্রেরিত হইল।

স্ত্রী সায়ংসমিতি—বোম্বাইয়ে ডাক্তার পিটী নাম্নী যে স্ত্রী ডাক্তার আসিয়াছেন, তাঁহারই উদ্যোগে তত্রত্য অন্যতম জজ স্কট সাহেবের ভবনে দেশীয় রমণীগণকে লইয়া এক সায়ং-সমিতি হয়। জজ সাহেবের সহধর্ম্মিণী এতদুপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ ও সৌজন্যের পরিচয় দেন।

পারসী বালিকা সভা—বোম্বাই-য়ের পারসী বালিকারা "Parsee girls' Association" নামক সভা দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সাধন করিতেছেন। এই সভার অধীনে ৩টী বালিকা-বিদ্যালয় আছে, ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৬০০ শত। সম্প্রতি তাহাদের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভার মূলধন প্রায় ৭০ হাজার টাকা জমিয়াছে, তদ্ভিন্ন মাসিক চাঁদা সংগৃহীত হয়। বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

দয়ার পুরস্কার—লণ্ডনে "Royal Humane Socity" রাজকীয় সহৃদয়তা সভা পৃথিবীর যে কোন স্থানে দয়াধর্ম্মের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিলে পুরস্কার দ্বারা দয়াশীল ব্যক্তির উৎসাহ বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন। আপনার প্রাণ দিয়া যে অন্যের প্রাণ রক্ষা করে, তাহার দয়াই যথার্থ; সে দয়ার উপযুক্ত পুরস্কার মনুষ্য দিতে পারে না। যাহাহউক এরূপ কার্য্যের সমাদর যত বাড়ে, জনসমাজের ততই মঙ্গল। লাহোরের এক কূপে এক ব্যক্তি পড়িয়া যায়, তাহার উদ্ধারার্থ আর এক ব্যক্তি নামিয়াও উঠিতে পারে নাই; উভয়েই মৃতকল্প। পঞ্জাবী এক কনষ্টেবল সাহস সহকারে এই উভয় ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছিল, এজন্য সভা হইতে একটী মেডাল পাইয়াছে।

গর্ডনের কীর্ত্তিস্তম্ভ—মৃত সেনা-পতি গর্ডনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ বিলাতে এক সভা হয়, তাহাতে অনেক বড় ব[illegible] লোক এবং স্বয়ং যুবরাজ উপ[illegible] ছিলেন। তাঁহারা স্থির ক[illegible] সুয়েজ খালের নিকট পো[illegible]

বন্দরে গর্ডনের নামে এক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে। গর্ডন সর্ব্বজাতির হিতৈষী ছিলেন, ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার সম্মিলন-স্থান সেই জন্য তাঁহার কীর্ত্তিরক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত হইয়াছে। গর্ডনের ভগিনী ...য়ারী গর্ডনের ইচ্ছা এই টাকা দ্বারা ...ভস্যাও নামক স্থানে অনাথ বালক... র হিতার্থ কোন অনুষ্ঠান করা হয়।

...রতবর্ষীয় বজেট—আগামী বর্ষে ...তর রাজস্বে ৭২,০৯,০৪,০০০ টাকা ...য় ও ৭১, ৫৮,২৩,০০০ ব্যয় হইয়া ...০,৮১,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা। যুদ্ধ ঘটনা হইলে এ গণনা কোন কার্য্যকর হইবে না।

বালকদিগের পেনী ভোজ—বিলাতে বালকদিগের উৎসাহকর কত ব্যাপার আছে। বালকেরা এক পেনী করিয়া দিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতে পারিবে এই জন্য এক সভা ১৮৮৩ সালে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ৩০টী কেন্দ্র এবং এক এক কেন্দ্রে ১০০ বালকের আহারের আয়োজন হয়। মহিলারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রন্ধন, খাদ্যভাণ্ডার ও সংগৃহীত অর্থের তত্ত্বাবধান করেন এবং কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও দান করেন। বালকেরা এক পেনি দিয়া ৭।৮ রকমের উত্তম উত্তম খাদ্য পায়, অথচ তদ্দারা ব্যয় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

নিষ্কর্ম্মাদিগের ভোজ—বিলাতে যাহারা নিরুপায় ও নিষ্কর্ম্মা লোক তাহাদিগের কর্ম্মকাজের উপায় করিবার জন্য একটী সভা হয়, রাজকুমারী লুই তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ইহাদিগের জীবিকার স্থায়ী উপায় পরে হইবে, আপাততঃ ইহাদিগকে একটী ভোজ দেওয়া হইয়াছে।

যুবরাজের আয়র্লণ্ড ভ্রমণ—যুবরাজ সস্ত্রীক আয়লণ্ড ভ্রমণ করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন। আই...রা তাঁহার প্রতি যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেছে না। ডবলিনের নাগরিক সভা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারী ও বণিকেরা জুটিয়া তাঁহার মুখরক্ষার চেষ্টা পাইতেছেন। আইরিসেরা ইংরাজশাসনে সুদীর্ঘকাল যেরূপ কষ্ট পাইয়াছে, তাহাতে রাজভক্তিহীন হইবে, আশ্চর্য্য নহে।

নূতন সুড়ঙ্গ—টেম্‌স নদীর নীচে দিয়া যেরূপ সুড়ঙ্গ আছে, মার্সী নদীর নীচে দিয়া সেইরূপ একটি পথ হইয়াছে, তদ্দারা রেলওয়ে যাতায়াত করে। এই পথ লিবরপুল ও বার্কেনহেডকে সংযুক্ত করিয়াছে। ইহা দ্বারা বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

শিক্ষার্থ রাজবৃত্তি—ইংলণ্ডে পূর্ব্ব কালীন রাজপ্রদত্ত বৃত্তি দ্বারা অনেকগুলি বিদ্যালয় চলিয়া থাকে, তাহাদিগের উন্নতি সাধনার্থ এক কমিসন নিযুক্ত হয়। ক্রাইষ্ট হসপিটাল নামক দাতব্য বিদ্যালয়টি এতদিন কেবল বালকদিগের বোর্ডিং স্কুল ছিল, তৎপরিবর্ত্তে এখন ইহার ফণ্ড হইতে বালক বালিকা উভয়েরই শিক্ষার সাহায্য করা হইবে। ৫০০ বালিকা ও ৭০০ বালক বোর্ডিঙে থাকিবে এবং ৪০০ বালিকা ও ৬০০ বালক বাহির হইতে বিদ্যালয়ে আসিবে। বালক বালিকায় ২২০০ জনের শিক্ষার সাহায্য হইবে।

রুস আফগান যুদ্ধ—গত ৩০শে মার্চ্চ কুস্ক নদীতীরে পাঞ্জে উপত্যকায় রুসদিগের সহিত আফগানদিগের প্রথম যুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে আফগানদিগের প্রায় ৯০০ সৈন্য হত ও তাহারা পরাজিত হইয়াছে। রুসদিগের অতি সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। রুস সেনাপতি কমারফ আরও অগ্রসর হইবার উদ্যোগে আছেন। প্রকাশ, রুস গবর্ণমেণ্টের অনুমতিতে এ যুদ্ধ হয় নাই, আফগানেরা রুসসীমা লঙ্ঘন করাতে এই প্রতিফল পাইয়াছে। রুসিয়ার অভিসন্ধি বুঝা ভার। লর্ড ডফরিণ রাওলপিণ্ডীতে আফগানস্থানের আমীরের সহিত সখ্য-বন্ধন দৃঢ়ীভূত করিয়া ভাল করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধিতে যত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, তিনি তাহার ত্রুটি করিতেছেন না। বিলাতে জর্ম্মণির মধ্যস্থতা রুস ইংরাজের মধ্যে বিবাদ মিটাইবা[র] চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু গতিক [ভাল] বোধ হয় না। জগদীশ্বরের ইচ্ছা [না] হইলে আর এ বিপদ নিবারণের [উপায়] নাই।

"অনন্দ যশী বাই—আমেরি[কায়] কয়েক বৎসর চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ—এক্ত বর্দ্ধমানবিভাগের দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র লোক হা অন্ন হা অন্ন করিয়া মরিতেছে, আবার আসামের ডিব্রুগড় অঞ্চলে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের যে উপায় করিতেছেন তাহা যথেষ্ট নহে। ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সভা প্রভৃতি দ্বারা অনেক কার্য্য হইতেছে। সাধারণের সাহায্য দিন দিন অধিক আবশ্যক হইতেছে।

নববর্ষ।

আবার আকাশ বিমল ভাসিল,
আবার চন্দ্রমা তপন হাসিল,
হীরক—উজল তারকা দল ;
স্বরগের ছবি গগনতল। ১

মলয় অনিল আবার বহিল,
সুষম কুসুমে কানন শোভিল,
যা দেখি সুন্দর, নবীনতর
সরসী সাগর নদী ভূধর। ২

আবার সুস্বরে বিহঙ্গ কূজিল,
সুধার উচ্ছ্বাসে ভুবন ভরিল,
জীবজন্তুগণ সুখে মাতো'রা,
ধরণী সুখের উৎসবে ভরা। ৩

পুরাতন সৃষ্টি আবার নূতন,
মৃত্যুর পরেতে আসিল জীবন,
মরি এ অদ্ভুত কৌশল যাঁর,
সেইত জীবন—শোভার সার। ৪

নববর্ষ দিনে এসোগো ভগিনী,
বন্দি তাঁর পদ করি জয়ধ্বনি,
মাতি মহোৎসবে প্রকৃতি সাথে,
হৃদয়ে বসায়ে হৃদয়নাথে। ৫

আবার নূতন জীবন প্রভাতে,
জীবনের ভার সঁপি তাঁর হাতে,
চল তাঁর পথে করি ভ্রমণ,
পাব নব বল, নব-জীবন। ৬

নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করি। তাঁহার কৃপায় আর একবৎসর কাল অতিবাহন করিলাম, অতীত কালের সুখ সৌভাগ্যের জন্য তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি। সম্মুখে যে নববর্ষের নূতন পথ প্রসারিত, নির্ব্বিঘ্নে তাহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। সুখে দুঃখে আমরা কর্ত্তব্য সাধনে যাহাতে অটল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া চলিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এরূপ শুভবুদ্ধি ও স্বর্গীয় বল প্রদান করুন।

নববর্ষের নূতন দিনে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাদিগের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন এবং বামাবোধিনীর উন্নতির জন্য তাঁহারা আমাদিগের প্রার্থনার সহিত তাঁহাদিগেরও শুভকামনা সংমিলিত করুন।

ভবিষ্যতের ভিত্তি অতীতের উপরে প্রতিষ্ঠিত, নববর্ষের আশাভরসা অতীত বর্ষের প্রত্যক্ষীভূত ফলের উপর নির্ভর করে। আমরা স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে গতবর্ষে যে ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হই।

স্ত্রী-শিক্ষা—ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড ও লণ্ডন এই তিনটী বিশ্ববিদ্যালয়।

কেম্ব্রিজ ইতিপূর্ব্বেই উপাধি পরীক্ষার দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং ইহার যে শুভফল ফলিয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা অনেক বার প্রকাশ করিয়াছি। নিউহাম কলেজের ছাত্রীগণ পুরুষদিগের উপর অনেক বার টেক্কা দিয়াছেন। গত বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীপরীক্ষার্থী গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উপাধিলাভে সমর্থ হইতেছেন। এখানে গতবর্ষে প্রথম নারী 'এম, এ' হইয়াছেন। বিএ,এম বি অনেক স্ত্রীলোক হইয়াছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনে ডাক্তার উপাধিও কেহ কেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই লণ্ডনে শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফ্রান্স, ইটালী, সুইজর্লণ্ড, রুসিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশেও স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে—তুরুস্ক যে এত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন, সেখানেও বালিকাদিগের শিক্ষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আমেরিকার ত কথাই নাই, সেখানে শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ অল্প। তথায় নারীগণ এখন রাজনীতি, নৌবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও ব্যবসায়াদির প্রতি অধিক মনোযোগিনী। আসিয়ার মধ্যে জাপান যেমন অপরাপর বিষয়ে, সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়েও অনেকটা আদর্শস্থল। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ অবশ্যই এম এ, বিএ কন্যা প্রসব করিয়া সকল প্রেসিডেন্সীর শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার বড় কম হইতেছে না। গত বৎসর মাদ্রাজে ৪৭ হাজারের অধিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে। তত্রত্য মেডিকাল কলেজে ১০জন ছাত্রী। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৩টী স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পুনাতে যে স্ত্রী-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক বয়স্কা স্ত্রীলোকও পাঠ করিয়া থাকেন। বোম্বাইয়ে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য যেমন পুরুষগণ, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরাও একান্ত যত্নশীল। এ বিষয়ে পারসী রমণীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধন্যবাদার্হ। বঙ্গদেশে একটী শুভ লক্ষণ দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক জেলায় এক একটী সম্মিলনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি পক্ষে বিশেষ সাহায্যবিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের সমবেত চেষ্টার ফল যে সমগ্র সমাজের পক্ষে পরম শুভকর, অচিরকালে ইহা প্রত্যক্ষ হইবে। ভারতবর্ষের কুর্গ ও কোলদিগের ন্যায় বর্ব্বর জাতির মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

স্ত্রী সমিতি—ইউরোপ ও আমেরিকা এ বিষয়ে আদর্শস্থানীয়। ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রচার বিষয়ে ইহাদিগের অনেক স্ত্রীসভা আছে, আবার নানা ব্যবসায়ের স্ত্রীলোকগণ সম্মিলিত হইয়া আপনা-

দিগের অবস্থা ও কার্য্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। লণ্ডনে স্ত্রীব্যবসায়ীর সমিতি, শিক্ষয়িত্রী সমিতি, ফ্রান্সে স্ত্রী চিত্রকর ও ভাস্কর সমিতি, সম্পাদিকা সমিতি এইরূপ নূতন অনেক সভা স্থাপনের বিষয় আমরা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু আমেরিকায় একটী স্ত্রীসভা এ সকল গুলি অপেক্ষা বৃহদায়তন ও সমধিক কার্য্যক্ষম। ইহার নাম "Women's National Relief Association" স্ত্রীলোকের জাতীয় সহকারী সভা। এই সভার অনেকগুলি বিভাগ আছে, ইহা হইতে স্ত্রীলোকের অনেকগুলি কার্য্যক্ষেত্র খোলা হইয়াছে এবং দেশীয় সকল রমণী সম্মিলিত হইয়া জাতীয় উন্নতির সহকারিতা করিতেছেন। ভারতবর্ষে পুরুষগণই যখন একমত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম, তখন অন্তঃপুরনিরুদ্ধা রমণীগণ কিরূপে তাহাতে সমর্থ হইবেন? তথাপি আমরা কয়েকস্থানে শুভ দৃষ্টান্ত দেখিতেছি—বঙ্গমহিলাসমাজ প্রায় ৫ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে স্বজাতির কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত আছেন। পুনার আর্য্যনারী সমাজ এবং আরও দুই একটী সভাও ভারত অঙ্গনাগণের কার্য্যক্ষেত্র প্রযুক্ত করিয়া দিতেছে। ভারতের জাতীয় জীবনে স্ত্রীলোকের হস্ত না পড়িলে ইহা পূর্ণাঙ্গরূপে কখনই সংগঠিত হইতে পারিবে না।

ন্যাসনাল ইণ্ডিয়ান সভার যত্নে ইংরাজ ও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা হইবার উপক্রম হইতেছিল, কিন্তু ইলবার্ট বিলের গোলযোগে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আনন্দের বিষয়, গতবর্ষে মহাত্মা ইলবার্টের সহধর্ম্মিণী এবং উদারহৃদয়া লেডী ডফরিণ পুনরায় এই যোগবন্ধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

স্ত্রী-পাঠ্য পত্রিকা ও পুস্তক— আমাদিগের বামাবোধিনী পত্রিকা ২২ বৎসর কাল দেশীয় ভগিনীগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। ঈশ্বর প্রসাদে ও গ্রাহক গ্রাহিকাগণের অনুগ্রহে এক্ষণে ইহার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নিয়মিতরূপে চলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কিন্তু যে বঙ্গদেশে অন্যূন তিন কোটী স্ত্রীলোকের বাস, সেখানকার স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য বামাবোধিনীর ৩ সহস্র খণ্ড অদ্যাপি প্রচারিত দেখিবার কি আশা করা যায় না? আমাদিগের সহযোগিনী আরও কয়েকখানি পত্রিকা এই কালের মধ্যে উৎপন্ন ও বিলুপ্ত হইয়াছেন, একমাত্র পরিচারিকা পুনর্জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। এ দেশে স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার প্রতি সাধারণের আদর অল্প, ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। বোম্বাইয়ে "স্ত্রীবোধ" নামে একখানি পত্রিকা কোন পারসী রমণী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে, এ সংবাদে আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। এ দেশে স্ত্রীজাতির উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব। জাতীয় ভারত

সভা, বঙ্গমহিলা সমাজ, বামাবোধিনী কার্য্যালয় প্রভৃতি হইতে এই অভাব পূরণের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু নাটক নবেলে সাধারণের যেরূপ রুচি, তাহাতে সুরুচিকর পুস্তক কয়জন স্পর্শ করিবে? অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইতে না পারিলে আর কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

স্ত্রীলোকের কৃতকার্য্যতা— মাদাগাস্কারের মহারাণী রাণা ভেলোনা রাজ্য শাসনে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমেরিকা ও বিলাতের কয়েকটী রমণী যন্ত্র উদ্ভাবন ও কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। পণ্ডিতা রমাবাই বিলাতে গিয়া চেলটেনহামের বিদ্যালয়ে উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন। অন্যতর মহারাষ্ট্রীয় রমণী আনন্দ বাই যশী আমেরিকায় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। মুক্তিফৌজে মেজর টকারের পত্নী প্রভৃতি কয়েকটী স্ত্রীলোক বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে কয়েকটী শিক্ষিতা বালিকার যত্নে একটা রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের কার্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপে চলিতেছে। শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার, মাতঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ঘোষাল প্রশংসিতরূপে 'ভারতী' সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

বদান্যতা—মহারাণী স্বর্ণময়ী এ বিষয়ে অদ্বিতীয়া। গতবর্ষে ছাত্রী আবাসের জন্য তিনি যে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার একটী স্থায়ী কীর্ত্তি রক্ষিত হইবে। আমেরিকার বিবি আর এল ষ্টুয়ার্ট একটী অনাথাশ্রমের জন্য লক্ষাধিক টাকা দিয়াছেন। বোষ্টন নগরের বিবি রা নানা প্রকার দাতব্য কার্য্যে বৎসরে অন্যূন ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। লণ্ডনে স্ত্রীলোকদিগের শিল্পাদি শিক্ষার্থ বোর্ডিং স্কুল করিবার জন্য এক রমণী ৪ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। টিকারীর মহারাণী ৺রাজরূপ কুমার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় ও ইংরাজী স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ৬০ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন।

বিধবাবিবাহ—মান্দ্রাজে ইহার জন্য বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে এবং বিধবাবিবাহ সভা হইতে কয়েকটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ইতিপূর্ব্ব হইতেই এ সংস্কার অবাধে চলিতেছে। বঙ্গদেশে নলডাঙ্গার রাজা শ্রীমথভূষণের ঐকান্তিক যত্ন ও উৎসাহে বিধবাবিবাহের পুনরুন্নতি লক্ষিত হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও বিধবাবিবাহে উৎসাহদানার্থ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার— এদেশীয় ইতর প্রকৃতির কয়েকটী ইংরাজ কয়েকজন অসহায়া কুলী রমণীর প্রতি যেরূপ বীভৎস অত্যাচার করিয়াছেন

তাহা অশ্রাব্য ও হৃদয়বিদারক। এ অত্যাচারের উপযুক্ত রাজশাসন না হওয়া আরও শোচনীয়। 'অবলার পক্ষ' ঈশ্বরের পক্ষ মনে করিয়া রাজপুরুষগণ যেন আপনাদিগের ধর্ম্ম পালন করেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

সতীমণ্ডপ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সৌরভ কুমারী।

বহুকাল পূর্ব্বে জেলা হুগলী এবং পরগণা ভুরসুটের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া রেল-ওয়ে ষ্টেশনের সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র পল্লীতে কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঠিক এই সময়ে বারাকপুরে জব চার্ণক নামক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় মহাত্মার আবাস ছিল। প্রস্তাব-শীর্ষোক্তা সৌরভ কৃষ্ণকুমারের কন্যা। এ দেশে হত-ভাগিনী কুলীনকন্যার অবস্থার বিষয়ে বোধ করি নূতন বলিবার কিছুই নাই। যাহাহউক অনেক কষ্টে, অনেক ব্যয়ে, বারাকপুরের এক ব্রাহ্মণের সহিত সামাজিক নিয়মমতে সৌরভ কুমারীর বিবাহ হইল। পাত্রটি যেমন মূর্খ, তেমনি কুচরিত্র, আবার ঠিক তেমনি কদাকার। তাহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিক ছিল না, কিন্তু অসংখ্য শ্বশুর প্রদত্ত অর্থে ...র সময়ে ধনীর ন্যায় ব্যবহার করিত। পাঠিকাদিগের বোধ হয় জানা আছে, কুলীন ব্রাহ্মণেরা যদৃচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, এবং সময়ে সময়ে কাহাকেওবা শতাধিক বিবাহ করিতে দেখা যায়। আজি কালি শিক্ষার গুণে এই দৃষ্টান্তের সংখ্যা ন্যূন হইয়া আসি-য়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা নিত্য ঘটনা ছিল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ টাকা লইয়া শ্বশুর বাড়ী গমন করা, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বড় ভয়ঙ্কর ও ঘৃণিত প্রথা ছিল। সৌরভ কুমারীর স্বামী এই কুপ্রথার দাস ছিলেন; টাকা না পাইলে কোন শ্বশুরালয়েই তাঁহার শ্রীচরণের ধূলি পড়িত না। টাকা তাঁহার জপমালা ছিল; সুরাপায়ী, ব্যভিচারী এবং অব্যব-স্থিতচিত্ত লোকের সততই যে টাকার অভাব, ইহাত নূতন কথা নয়। যাহা হউক, দরিদ্রতা হেতু কৃষ্ণকুমার আপন জামাতার বাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষম হওয়ায়, বিবাহের পর হইতে সৌরভ

কুমারীর সহিত তাঁহার স্বামীর মিলন পর্য্যন্ত হইল না। সৌরভ পিতৃগৃহেই থাকেন এবং পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, ইত্যাদির সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্তোষ লাভ করেন। ক্রমে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া উঠিল; এ দিকে স্বামী মাদক সেবন ও ব্যভিচারে বিবিধ প্রকারের রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া শয্যাশায়ী হইলে, অবশেষে বসন্ত রোগে চক্ষু দুইটী অন্ধ হইয়া গেল। শ্বশুরদিগের পূর্ব্ব হইতেই জামাতার প্রতি অদ্ভুত বিদ্বেষ ছিল, সুতরাং এখন কেহই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। নিকটেও এমন কেহ ছিল না যে, মুখে জল দিয়া ব্রাহ্মণের পিপাসা শান্তি করে, বন্ধুরাও অসময় দেখিয়া প্রস্থান করিল। ক্রমে এই সংবাদ কৃষ্ণকুমারের কর্ণগোচর হইলে, তিনি জামাতার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ এবং অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষের নাম ধরিয়া,সাধুজন-বিগর্হিত বাক্যে আপনার ক্রোধাগ্নির আহুতি দিতে লাগিলেন। কিন্তু সৌরভ কুমারীর পতিভক্তি এতই প্রবলা যে, নিশাবসানে পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া, পদব্রজে বারাকপুরে (অনুসন্ধান দ্বারা) স্বামিভবনে উপস্থিত হইলেন! তখন স্বামীর সর্ব্ব শরীরে বসন্ত-ক্ষতমধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র কীট জন্মিয়াছে এবং চক্ষু দুইটী একেবারে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া এবং গৃহসঞ্চিত যৎসামান্য তণ্ডুল দ্বারা ক্ষুধার শান্তি করিয়া, পবিত্র মনে স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। সতীর আন্তরিক পতিভক্তি ও পরিচর্য্যাগুণে স্বামী সুস্থ হইল, কিন্তু চক্ষু আর খুলিল না, এবং অর্থোপায়ের কোন সম্ভাবনা রহিল না। তখন গৃহে বসিয়া উভয়ের উদর পূর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য দেখিয়া সতী সৌরভকুমারী জীর্ণ স্বামীর হস্তে একগাছি যষ্টি দিলেন এবং সেই যষ্টির এক পার্শ্ব নিজে ধরিয়া পথে পথে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষালব্ধ চাউল, সতী নিজ হস্তে পাক করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতেন এবং তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট দ্বারা নিজের ক্ষুধা তৃপ্ত করিতেন। কিন্তু স্বামীর শরীর আর রহিল না, ক্রমে তাঁহার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল ও মৃত্যু হইল।

এই সময়ে সহমরণ প্রথার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। গ্রামের ভদ্রাভদ্র লোকেরা সতী সৌরভ কুমারীর সহমরণোদ্যোগের সংবাদ পাইয়া ভাগীরথী তীরে চিতা জ্বালিল এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি কুশ সম্মুখে আনিয়া দিল। কেহ সৌরভের পদতলে অলক্ত, হস্তে কঙ্কণ, কেহ গলায় মালা, ভালে সিন্দুর, কেহ বা বাহুতে সহকারপত্রের বলয় পরাইলেন। ক্রমে চিতা ধু ধু করিয়া জলিয়া উঠিল; সৌরভকুমারী তাহা সপ্তবার প্রদ[illegible] করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্য[illegible]

চার্ণক (গবর্ণর) সহমরণের সমাচার শ্রবণ করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে ত্বরিত তথায় উপনীত হইলেন, এবং বন্দুকে গুলি প্রয়োগে সহমরণের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণদিগকে নিহত ও সতীকে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল; সতী অগ্নিকুণ্ডে তন্মুহূর্ত্তেই লম্ফ দিয়া পতিতা হইলেন। অসংখ্য ঢাক ঢোলের গগনস্পর্শী বাদ্য সে স্থানকে মাতাইয়া তুলিল, এবং বালকের "জয় সতী, জয় সতী" রবে পৃথিবী প্রকম্পিতা হইয়া উঠিল। সাহেব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন "পতিত হিন্দু জাতির মহত্ব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।" *

বিষম ভ্রান্তি।

আহারের কিছুকাল পরেই শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া থাকে। তখন নিদ্রেচ্ছা বলবতী হয়—কার্য্যে বড় ঔৎসুক্য থাকে না। ভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণের গুরুতা ও লঘুতানুসারে এইরূপ অবসন্নতারও তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে আমরা যে অন্ন আহার করি, তাহাতে একপ্রকার মাদক দ্রব্য আছে এবং আহারের কিছু কাল পরে যে অনুৎসাহের আবির্ভাব হয়, অন্নের এই মাদকতা গুণই তাহার একমাত্র কারণ। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে এই কারণের অসারতা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। যদি আমাদের আহার্য্য অন্নের মাদকতা গুণই এই আলস্যের একমাত্র কারণ হয়, তবে স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে সেই কারণ কোনক্রমেই কার্য্যকর হইতে পারে না। অথচ আমরা স্তন্যপায়ী শিশুকেও আহারের পরক্ষণে নিদ্রাকৃষ্ট দেখিতে পাই। কেবল স্তন্যপায়ী শিশু নহে, তৃণাহারী পশু কিংবা মাংসভোজী জন্তুগণও উল্লিখিত মীমাংসার ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। তবে ইহার প্রকৃত কারণ কি? শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার কার্য্য মনুষ্যদেহে অহর্নিশ সম্পাদিত হইতেছে, স্নায়বীয় শক্তিই † তাহার একমাত্র কারণ। হস্তোত্তোলন করিবার জন্য ইচ্ছা জন্মিল, স্নায়বীয় শক্তিবলে হস্তের পেশী উত্তেজিত হইয়া কার্য্য সমাধা করিল। স্নায়বীয় শক্তির

---

* অতঃপর সতীমণ্ডপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইবে।—লেখক।

† মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা হইতে যে শ্বেত বর্ণ সূক্ষ্ম শিরা সকল শরীরের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নাম স্নায়ু ও তাহাদিগের শক্তিকে স্নায়বীয় শক্তি বলে।

অনুগামী হইয়া নাসিকা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। স্নায়বীয় শক্তি বলে মন তাহার নিজ চক্রমধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কার্য্য করিতেছে। এ দিকে স্নায়বীয় শক্তির শাসনে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক, হৃদয়ের স্পন্দন, রক্ত প্রস্তুতি, রক্ত শোধন এবং রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি আমার অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই স্নায়বীয় শক্তি শরীরমধ্যে যথাপরিমিত থাকিলেই অঙ্গগুলি নিয়মিতরূপে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। যদি যথাপরিমিত না থাকে, তবে শরীরের যে অঙ্গে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা, এই শক্তিও সেই দিকে প্রধাবিত হয়, এবং অন্যান্য অঙ্গগুলি যে পর্য্যন্ত এই শক্তি দ্বারা পুনরুত্তেজিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতে অবসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়। আহারের অব্যবহিতপূর্ব্বে অর্থাৎ যখন আমরা ক্ষুধিত হইয়া থাকি, তখন স্নায়বীয় শক্তি যথা পরিমাণে শরীরে থাকে না। ইহার কারণ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে যেমন কার্য্য করিতে করিতে কার্য্যলিপ্ত অঙ্গগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শক্তি সঞ্চালিত হইতে হইতে ইহারও হ্রাসতা জন্মে। এই দ্বিবিধ ক্ষতি পূরণ করিবার যে প্রাকৃতিক ইচ্ছা, তাহাই ক্ষুধা। আমরা ক্ষুধাতৃপ্তি জন্য যাহা খাইয়া থাকি, তাহা রক্তরূপে পরিণত হইয়া ক্ষয়িত অঙ্গগুলির সংস্কার সাধন করে এবং ক্ষয়িত স্নায়বীয় শক্তিও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়। আহারের পূর্ব্বক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ যে স্নায়বীয় শক্তি থাকে, তাহা আহারের পরক্ষণে পাকস্থলীর সমীপে উপস্থিত হইয়া পরিপাক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে। কাজেই ইন্দ্রিয় কিংবা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি স্নায়বীয় শক্তি বিহীন হইয়া অবসন্ন হইতে থাকে এবং কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করে। আহারের পর তাহারা পুনর্ব্বার ভুক্ত পদার্থজাত স্নায়বীয় শক্তির বল পাইয়া জাগরিত হইয়া থাকে। প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া যে আমরা একটু স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া থাকি, এবং নবোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, রাত্রি-কালীন সঞ্চিত স্নায়বীয় শক্তিই তাহার একমাত্র কারণ। যাঁহারা অধিক রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া, কিংবা অন্য কোন অনিয়মে এই শক্তির অধিকাংশ বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, তাঁহারা প্রভাতে গাত্রো-থানের পর সেইরূপ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারেন না। দিবাহারের চারি ঘণ্টা পরে আমরা সেইরূপ স্ফূর্ত্তি, কিংবা নবোদ্যম অনুভব করিতে পারি না; তাহার কারণ এই যে আমরা দিবাহারের পরে অধিক ক্ষণ বিশ্রাম করি না। যাই ভুক্ত দ্রব্য হইতে স্নায়বীয় শক্তি উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে, অমনি তাহা ব্যয়িত হয়, সঞ্চিত হইতে পারে না।

দিবাভাগে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত স্নায়বীয় শক্তির অধিক প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়।

স্নায়বীয় শক্তির এইরূপ কার্য্য প্রণালীর অজ্ঞতা নিবন্ধন আমাদের দেশীয় রমণীগণ স্বস্ব শিশু সন্তানদিগের ভয়ানক অহিতের কারণ হইয়া পড়েন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে দৈনিক ব্যয়ের পর পরিপাক কার্য্য সমাধা জন্য যৎসামান্য স্নায়বীয় শক্তি অবশিষ্ট থাকে। যদি অধিক পরিমাণে পাকস্থলী ভারাক্রান্ত করা হয়, তবে এই যৎকিঞ্চিৎ শক্তি তাহা পরিপাক করিয়া উঠিতে পারে না। কাজে কাজেই উদরাময় কিংবা অন্ত্রপ্রণালীর কোন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অশিক্ষিত রমণীগণ মনে করেন যে শিশুগুলি অধিক পরিমাণে সুখাদ্য জিনিশ গলাধঃকরণ করিতে পারিলেই শীঘ্র শীঘ্র পরিপুষ্ট হইবে। পাকস্থলী স্থিতিস্থাপকতা গুণবলে এককালে অনেকগুলি জিনিশের স্থান সমাবেশ করিতে পারিলেও স্নায়বীয় শক্তি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ভিন্ন অধিকতর পদার্থ জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং অতিভোজন নিবন্ধন পীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদিও কোন শিশু ভাগ্যবলে আশু রোগ হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, কিন্তু ভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণাধিক্য হেতু অল্প [illegible]মিত স্নায়বীয় শক্তি ধীরে ধীরে [illegible]ক কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, এ দিকে অন্যান্য অঙ্গগুলি শক্তিবিহীন হইয়া আলস্যের আশ্রিত হয়। এইরূপ একদিন দুদিন করিয়া শিশু যখন মানুষ হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, তখন দুঃখের সহিত দেখিতে পায় যে বাল্যসখা আলস্য তাহার সহগামী হইয়াছে। বঙ্গ ললনাদিগের এই বিষম ভ্রান্তি আমাদিগের জাতীয় কার্য্যানুৎসাহের অন্যতর কারণ। বঙ্গদেশীয় জননীগণ যদি শিশুকে এক একবারে অধিক পরিমাণে জিনিস উদরস্থ করিতে বাধ্য না করেন, অল্প অল্প পরিমাণে বার বার খাওয়ান, তাহাহইলে পাকস্থলীর আর কোন অসুখ হয় না— আলস্যও ততদূর প্রশ্রয় পাইতে পারে না। যে পরিমাণে স্নায়বীয় শক্তি আহার কালে শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতে অল্প পরিমিত পদার্থ পাকস্থলীগত হইলে অনায়াসেই আহার জীর্ণ হইতে পারে, অথচ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর অল্প পরিমাণে আহার দ্বারা পূর্ব্ব ক্ষতি অনায়াসে পূর্ণ হইতে পারে।

এখন এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে শিশুদিগকে বার বার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। যদি বার বার উষ্ণান্ন দেওয়া ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য স্বীকার্য্য, হয়ত অনেক পরিবারে তাহা সম্পন্ন হওয়া দুরূহ। কিন্তু অন্নভিন্ন অনেক খাদ্য দ্রব্য আছে যাহা এক সময়ে প্রস্তুত করিয়া রাখা

খাইতে পারে এবং শিশু ক্ষুধিত হইলে তাহা প্রদান করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু অনেক জননীর বিশ্বাস যে যদি শিশুকে মুড়ির মত লঘুপাক জিনিশ খাইতে দেওয়া যায়, তাহাতে তাহার পীড়া হইবে, অথচ বাসী মিঠাই প্রভৃতিতে তাহাদিগের কোন অনিষ্ট নাই! কেবলমাত্র অজ্ঞতাই সর্ব্বপ্রকার অন্ধ বিশ্বাসের মূল। যাহাহউক বঙ্গাঙ্গনা মাত্রেরই এই সত্যটী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তাঁহারা একটু সাবধান হইলে অনেক শিশু রয় ত মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়। কেহ কেহ উদরের রোগে যে শৈশবকাল হইতে কষ্ট পায়, তাহাহইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের জাতীয় অলসতাও কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীভূত হওয়া সম্ভব।

ভোজন কৌতুক।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জলবায়ুর বিভিন্নতা হেতু লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহার দ্রব্য ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। মহা হিমপ্রধান লাপলণ্ড দেশের সর্ব্বসাধারণে বৎসরের বেশি ভাগ কেবল তিমি মাছের পোঁটা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করে; এবম্বিধ খাদ্য অন্য কোন দেশবাসী আহার করিলে; হয় ত অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইবে, নয় ভয়ানক রোগগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকিবে। পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধেও এইরূপ বৈষম্য দেখা যায়। আমরা যে প্রকার বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকি লাপলণ্ডবাসীদিগের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডের লোকেরাও তাহা সহজে ব্যবহার করিতে পারেন না। প্রত্যুত, লাপলণ্ডবাসিগণের পরিধেয়াদি ভারত-বাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, ইংলণ্ড-বাসীরাও কখনও পরিধান করিতে সক্ষম হন কি না সন্দেহ। অতএব এ স্থলে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, জলবায়ুর ভেদে, অশন বসনাদির বিভিন্নতা, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক কোন্ কোন্ দেশে কি প্রকার ভোজন প্রণালী প্রচলিত।

সাধারণতঃ আমাদিগের দেশে এক বাটীর যতগুলি পুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলে প্রায়ই এক সঙ্গে, আর যতগুলি স্ত্রীলোক আছেন তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারত-স্বর্গ কাশ্মীরে ভোজনের প্রথা স্বতন্ত্র। একদা [illegible] কাশ্মীরী পণ্ডিতের (ব্রাহ্মণের) [illegible] আমাদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

এমন কি অন্ন পর্য্যন্ত মাংসে প্রস্তুত। পণ্ডিতজী একখানি বৃহৎ বস্ত্র খণ্ডে আমাদিগের ৫।৬ জনের অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দিলেন। আমরা আহারাদি করিয়া নিমন্ত্রক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! আপনাদিগের দেশে কি এই প্রকারে লোক খাওয়ান হয়?" তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে "আপনা আপনির মধ্যে প্রায়ই এই রকম।" উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কি অন্য জাতি সকলে "চৌকা" অর্থাৎ উনুনের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডকে অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। উক্তপ্রদেশের লোকেরা ভোজনকালে এমন কি আপনাদিগের আত্মীয়বর্গকেও উহার ভিতর প্রবেশ করিতে দেন না। কিন্তু আবার তথাকার লোকদিগকে দেখিতে পাই অন্ন ভোজন করিতে করিতে বাম হস্তে পানীয় জল পাত্র ধরিয়া চুমুক দিয়া জল পান করেন। ইহাতে পাত্র উচ্ছিষ্ট হইল বলিয়া উহাঁরা মনে করেন না।

নরম্যানেরা যখন ইংলণ্ড জয় করেন, তাহারা অনতিবিলম্বে জানিতে পারিলেন যে, স্যাক্সনদিগের ও তাঁহাদিগের নিজের আচার ব্যবহার—বিশেষতঃ ভোজন-প্রথা অনেক পৃথক্। আহারান্তে স্যাক্সনেরা গামছায় হস্ত মুছিত; নরম্যানদিগের চক্ষে উহা মন্দ লাগিত। মালদ্বীপবাসীরা সকলে একা একা আহার করিয়া থাকে। আহারের সময় তাহারা বাটীর কোণে এক প্রচ্ছন্ন স্থানে গমন করে, জানালার পর্দ্দা টানিয়া দেয়, যেন কেহ না দেখিতে পায়। আমাদিগের দেশে যেমন "ডাইনের নজরের" অমূলক ভয় অদ্যাপিও স্থানে স্থানে আছে; পোয়াতিরা আপনাদিগের প্রাণের বাছাদিগকে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে থাইতে দেন না পাছে তাহার "নজর" লাগে; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এ প্রকার আশঙ্কা অতিশয় প্রবল বোধ হয়। এই ভয়েও উহারা ঐরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে আহার করিয়া থাকে। ব্রেজিলের আদিম নিবাসিগণ ভোজনকালে জল পান করে না এবং জলপানকালে ভোজন করে না। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জবাসীরা অত্যন্ত সঙ্গপ্রিয়। তাহাদিগের মধ্যে যখন কেহ সহভোজী না পায়, সে পথি মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া লইয়া যায় ও একত্রে দুজনে আহার করে। যতই ক্ষুধা হউক না কেন, এখানকার লোকে কখনও আতিথ্য সৎকার না করিয়া জলস্পর্শ করে না। পাঠিকা দেখুন, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কেমন সুচারু আতিথ্য সৎকারের নিয়ম! আমাদিগের দেশে পূজনীয়া প্রৌঢ়ারাও এ পুণ্য কার্য্যের বড় আদর করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় নব্য সম্প্রদায়ের মহিলাগণ ইহার হতাদর করেন। কোন এক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোক

অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেক, স্বামীকে প্রণাম করিবেক, গো সেবা করিবেক, ঘর বাড়ী পরিষ্কার রাখিবেক, স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিবেক, অতিথিসৎকার করিয়া স্বীয় স্বামী সন্তান প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে তৃপ্তি পূর্ব্বক খাওয়াইয়া পরে আপনি আহার করিবেক। এই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; ইহাতেই তাঁহার মুক্তি।" প্রাচীনা মহিলাদিগের জীবনে এই ছবি আজিও উজ্জ্বল দেখা যায়।

নম্রপ্রকৃতি ওটাহিটির লোকেরা পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ৪।৯ হাত অন্তরে বসিয়া পরস্পরের দিকে পেছন ফিরিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করে। নিউফ্রান্সে কাহার বাড়ী নিমন্ত্রণ হইলে, নিমন্ত্রয়িতা নিজে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের খাইবার সময় গান গাইয়া থাকেন। চীনদেশে শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যদৃচ্ছা আমোদ প্রমোদে পান ভোজন করিবেন বলিয়া গৃহস্বামী বাটী হইতে বাহির হইয়া যান।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে সৌহৃদ্য প্রদর্শন প্রথা বড় ভয়ানক। তাহারা কোন এক বন্ধুকে কোন প্রকার পানীয় দ্রব্য গ্রহণে জিদ করিবার সময় তাহার কাণ ধরিয়া টানে। যতক্ষণ না বন্ধু মুখ খুলে, ততক্ষণ তাহাকে এইরূপ যন্ত্রণা দিতে থাকে, তার পর হাততালি দেয় ও তাহাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কামস্কাট্কা দেশীয়েরা কাহাকে বন্ধুত্বে বরণ করিবার সময় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠায়। নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা উভয়ে একটি ঘরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বিবস্ত্র হয়। যখন নববন্ধু খাইতে থাকে, গৃহস্বামী তাহার নিকট ক্রমাগত অগ্নি আলোড়ন করিতে থাকে। ভক্ষ্য দ্রব্য ও উত্তাপ উভয়েরই আধিক্য অতিথিকে সহ্য করিতে হয়। দশ বারো বার বমন করে, তবুও তাহার নিষ্কৃতি নাই। অবশেষে সে কাপড় ও কুকুর উপঢৌকন দিয়া রক্ষা পায়, নতুবা যতক্ষণ না নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রাণ সংশয় হয়, ততক্ষণ গৃহস্থ উল্লিখিতরূপে অগ্নি দ্বারা তাহাকে বিষম যন্ত্রণা দিতে বিরত হয় না। একেই বলে সাংঘাতিক বরণ। আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে যে বর বা নূতন জামাতাকে ঠাট্টা করিবার ভয়ানক উপায় সকল অবলম্বিত হইত, তাহা ইহার সহিত তুলনায় বড় কম নহে। কামস্কাটকাবাসীরা এই অগ্নি পরীক্ষার এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, যে ব্যক্তি এই প্রকার বন্ধুর নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম, সে যথার্থ বন্ধুত্বে বরণীয়। প্রাচীন কালে ফরাসীদেশে রাজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পরেই, টেবিলে খাইতে বসিতেন, রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেরা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া খাদ্য পরিবেশন করিতেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

ভারতবর্ষের ললনাকুল চিরকালই জ্ঞানহীনা ছিলেন, এবং তদনুরূপ অবস্থাতেই তাঁহারা যাবজ্জীবন থাকিবেন, অথবা থাকা তাঁহাদের উচিত,—এখনও অনেকে এই মত প্রচার করিয়া বেড়ান। অধিক কি, এ দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের অনেকেই নারী-জাতিকে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিষয়কর্ম্মাদির স্বাধীনতা, বিচার-ক্ষমতা, পরিণয়-স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অধিকার প্রদানে পরাঙ্মুখ। হিন্দু-জাতির প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থ বেদ-শাস্ত্র-শ্রবণে স্ত্রীলোকের কিছু মাত্রও অধিকার নাই, এ কথা আমাদের দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারদের মধ্যেই এক জন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন *। কিন্তু এটী একটী বড় কৌতুকেরই স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কেন না, যাঁহাদিগকে অতি সামান্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাঁহারা তদপেক্ষাও গুরুতর কার্য্যের অধিকারিণী ছিলেন। যে রমণীবৃন্দকে উক্ত প্রকার নিষেধ-বচন দ্বারা বেদ-শ্রবণে অনধিকারিণী সপ্রমাণ করা হইয়াছে, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারাই আবার বিশ্বামিত্র ও তৎপুত্রগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, দেবশ্রব, গৃৎসমদ, ত্রসদস্যু, ঋষভ, মেধাতিথি, কণ্ব, পরাশর, অগস্ত্য, দীর্ঘতমাঃ, আঙ্গিরস, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গর্গ, নারদ, বৈবস্বত মনু, উশনাঃ, জমদগ্নি, দেবল, প্রজাপতি, অম্বরীষ, হিরণ্যগর্ভ, অঘমর্ষণ, প্রভৃতি বহু বহু ঋষিগণের সহিত বেদের কোন কোন অংশ রচনা করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের রচিত বেদাংশ সকল পাঠে কত মুনি ঋষি পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন। এই উপাদেয় তত্ত্ব জানিতে পারিলে, বামাকুল-হিতৈষী কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন? আর যাঁহাদিগকে আমাদের দেশের প্রবল পুরুষেরা "অবলা" বলিয়া থাকেন, সেই "অবলাদের" ইহাতে কত দূর আনন্দ উপস্থিত হইবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। এই জন্যই বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় মহিলাকুলের বিদ্যাশিক্ষা, গ্রন্থ-প্রণয়ন, শ্লোক-রচনা, নানাবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা, উদ্বাহ, স্বাধীনতা, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি বিদ্যা-বিষয়ক, সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে আমরা যত দূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমান্বয়ে

* "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" স্ত্রীলোক, শূদ্র ও ভাট, অগ্রদানী প্রভৃতি পতিত ব্রাহ্মণের বেদ শ্রুতিগোচর হওয়া উচিত নয়।

প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। যে সকল প্রদেশের রমণীর বিবরণ অদ্য লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে এবং ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে, তাঁহাদের জীবনী একত্রিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু, এই উপলক্ষে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমাদের সঙ্কলিত বিবরণ প্রকৃত জীবনচরিত নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহে। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস দুর্লভ, তাহার পর স্ত্রী[illegible]র নাম, যশ ও কীর্ত্তি এ দেশে প্রচার করা দূরে থাকুক, যুগে যুগে বিলোপ করিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং এত কাল পরে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া কিরূপে সম্ভব? তবে এই মাত্র বলিতে পারি, সবিশেষ ও গূঢ় অনুসন্ধানে যতদূর যথার্থ বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়, আমরা তাহার সংগ্রহে ত্রুটি করিব না। সহস্র অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, এই বিবরণ যে সহৃদয় ব্যক্তিগণের আদরণীয় হইবে, তাহা অবশ্য আশা করিতে পারি। আমাদের অনুসন্ধান-কার্য্যে যে যে পুস্তকের ও যে যে সদাশয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করিতেছি ও করিব, প্রস্তাব-সংগ্রহ শেষ হইলে, তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব।

১। রোমশা।

বেদে যে রমণীরত্নের বৃত্তান্ত সর্ব্বপ্রথমে বিবৃত দেখা যায়, যিনি বেদশাস্ত্রের মন্ত্র (শ্লোক) রচনা করাতে, প্রবল পুরুষের নিকটে অবলাদলের গুরুত্ব সুদৃঢ় ও প্রবলতর হইয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গৌরব বর্দ্ধিত ও মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে,—সেই রমণী শিরোমণি "রোমশা" নামে বেদসংহিতা-মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল, জানিবার উপায় নাই। তাঁহার গাত্রে বহু লোম জন্মিয়াছিল বলিয়াই, ঐ নামে তিনি পরিচিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, তিনি যে ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৮ অষ্টাদশ অনুবাদের ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম (১২৬) সূক্তের ৭ সপ্তম ঋক্ প্রণয়ন করেন,*

---

* ঋক, সূক্ত, অনুবাক ও মণ্ডল কাহাকে বলে, সহজ করিয়া না বলিলে, অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া, এ স্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে মূল বেদ পদার্থটা কি, বলা আবশ্যক। যখন লেখার সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কত পূর্ব্বে যে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সাহেবেরা বেদের সময়-সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করুন না কেন, বেদ যে অতি প্রাচীন, তাহা আমাদের দেশের কোন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিত সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবলম্বিত এই প্রবন্ধ শেষ করিয়া, বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগকে আমরা তাহা উপহার দিব। সে যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় বেদ শাস্ত্র ঋষিগণের ও তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরায় মুখে মুখে, অভ্যস্ত হইয়াছিল। এই জন্যই বেদ-বিদ্যার অন্য এক নাম শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ-পরম্পরায় আগত শাস্ত্র। এখন যেমন আমরা ৪ চারি বেদ, বলিয়া জানিতেছি, ঐরূপ সময়ে এবং তাহার বহু পরেও বেদ এরূপে বিভক্ত ছিল না। তখন পদ্য ও গদ্য এই দুই মাত্র ভাগ ছিল। তাহাও সু-শৃঙ্খলা-ক্রমে বিন্যস্ত থাকিত না। পদ্য ও গদ্যকে তাল-মানলয় ও স্বর সংযোগে পাঠ করাতে, তাহার আর একটী ভাগ হয়। তাহার নাম

তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কেননা, পাঠিকা মহাশয়ারা ঐ বেদ-মন্ত্রের মধ্যেই তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। রোমশা বিবাহার্থ উৎসুক হইয়া, কোন মনোনীত পুরুষকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া, তাঁহাকেই স্বামী উদ্দেশে যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই বেদ-বাক্য হইয়াছে। রোমশার বিরচিত সেই মূল বেদ-বাক্য ও তাহার ভাষা টীকাতে দিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

হে স্বামিন্! "আমাকে স্পর্শ (গ্রহণ) করুন। আমার দেহ অল্প-লোম-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিবেন না। আমি গন্ধার নামক প্রদেশের (অর্থাৎ কান্দাহারের) মেষের ন্যায় বহু-রোম-যুক্তা।" *

এই বাক্য দ্বারা যে কয়েকটী বিষয় জানা যাইতেছে, তাহা এই,—

প্রথমতঃ—বৈদিক কালে স্ত্রীগণ স্ব স্ব পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার অধিকারিণী ছিলেন; নচেৎ স্বয়ং কি কারণে ঐরূপ প্রার্থনা করিবেন? ঋগ্বেদ-সংহিতার স্থলান্তরেও এ বিষয়ের প্রমাণ আছে। † এই প্রথা হইতে স্মৃতি ও

গান। এইরূপ ভাবে বহুকাল গত হইলে পর, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমস্ত শ্রুতি সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা ৪ চারি ভাগে বিভক্ত করেন। বেদকে ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ) করাতেই, তাঁহার বেদব্যাস (বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা) আখ্যা হইয়াছে। ভাবৎ পদ্যভাগকে ঋক্, গদ্যভাগকে যজুঃ, এবং পদ্য ও গদ্য ভাগকে সুরে গীত করিয়া সাম এই তিন সংহিতা হয়। অথর্ব্ব ঐ তিনের সমষ্টি এইরূপে বেদকে ৪ চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ঐরূপে বিভক্ত ঋগ্বেদের প্রত্যেক কবিতা বা শ্লোকের নাম ঋক্। এইরূপ কয়েকটী ঋক লইয়া এক একটী সূক্ত হয়। আবার ২, ৩, ৪ বা তদধিক সূক্ত লইয়া একটী অনুবাক হয়। কয়েকটী অনুবাক লইয়া এক একটী মণ্ডল হয়। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা এইরূপ ১০ দশ মণ্ডলে বিভক্ত। মণ্ডলকে পরিচ্ছেদ, অনুবাককে অধ্যায়, সূক্তকে প্রকরণ এবং ঋক্‌কে শ্লোক বা কবিতা বলিয়া বুঝিলেও কোন ক্ষতি নাই।

* "উপোপ মে পরা মৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ
সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গান্ধারীণামিবাবিকা॥"
—[ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১৮ অনুবাক, ১২৬ সূক্ত, ৭ ঋক।]

"ভো পতে! 'মে' মাং 'উপোপ' * * * উপেত্য পরামৃশ, সম্যক্ স্পৃশ * *। পরামর্শাভাবশঙ্কাং নিবারয়তি—'মে' মদঙ্গানি রোমাণি 'দভ্রাণি মা মন্যথাঃ' মা বুধ্যস্ব। অদভ্রত্বমেব বিশদয়তি—'অহং রোমশা' বহুরোমযুক্তা 'অস্মি'। 'গন্ধারীণাম্ অবিকা ইব' (অহং রোমশা) গন্ধারা দেশাঃ, তেষাং সম্বন্ধিন্যঃবিজাতিরিব। তদ্দেশস্থাঃ অবয়ো মেষা যথা রোমশাঃ, তথাহমস্মি।"

* বেদ-ব্যাখ্যাকার সায়নাচার্য্য মহোদয়ের ব্যাখ্যা অনুসারেই আমরা পূর্ব্বাপর অনুবাদ করিব। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়, কোন কোন স্থলে এক পদের ও এক একটী ঋকের দুইটী করিয়া অর্থ করিয়াছেন। আচার্য্যের সন্দেহ হওয়াতেই, ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। বলা বাহুল্য যে, একটী বিষয়ের দুই অর্থ হওয়া টীকাকার কর্তৃক সম্ভাবিত বটে, কিন্তু গ্রন্থকার এক অর্থেই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্যের যে ব্যাখ্যা সবিশেষ সঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি

† "কিয়তি যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্য্যেণ। ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসু পেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ।"—[ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ মণ্ডল, ২৭ সূক্ত, ১২ ঋক্।] কত নারী মিত্র-

পুরাণের সময়ে স্বয়ংবরা ও পতিংবরা প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং স্বয়ংবরা ও পতিংবরা-প্রথা বেদেরই অনুমোদিত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ—বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে, সচরাচর তাঁহাদের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না, ইহাও উক্ত বাক্য দ্বারাই সূচিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ—মনুসংহিতায় যে অধিক লোম-যুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই † বলিয়া নিষেধ-বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা বেদ-সম্মত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তদ্বিরুদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

২। লোপামুদ্রা।

অতঃপর আমরা লোপামুদ্রার নিকটে উপস্থিত হইতেছি। তিনি অগস্ত্য মুনির পত্নী। কাশীখণ্ড পুরাণে তাঁহারই পাতিব্রত্যের বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে। আমরা তাঁহার বৈদিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পুরাণোক্ত আখ্যায়িকা উল্লেখ করিতেছি। তিনি প্রথমাবস্থা হইতেই বহু বৎসর তপস্যায় স্বীয় দেহ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ছায়ার ন্যায় স্বীয় ভর্ত্তার অনুগতা ছিলেন স্বামী ভোজন করিলে তিনি ভোজন করিতেন; স্বামী নিদ্রিত হইলে পর, তবে নিদ্রা যাইতেন; অথচ পতির গাত্রোত্থান করিবার পুর্ব্বেই, গাত্রোত্থান করিতেন। পতিই তাঁহার একমাত্র জ্ঞান ও ধ্যানের বিষয় ছিলেন। স্বামী কোন কারণে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলে, তিনি কোন কালেই পতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন না। গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, স্বামীর আদেশ পাইবা মাত্র তদ্দণ্ডেই তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে কদাচ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন নাই। স্বামীর আহারান্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটী অতি প্রশংসনীয় গুণ ছিল। তিনি এই একটী অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, দেবতা, অতিথি, গো, গৃহাগত দরিদ্র ব্যক্তি ও পরিবারস্থ অন্য সকলের ভোজন সম্পন্ন না হইলে, কোন কালেই ভোজন করিবেন না। সুখের বিষয় যে, আজীবন এই মহৎ ব্রত পরিপালনে লোপামুদ্রাকে কেহ কখন বিমুখ দেখেন নাই। তিনি উৎসবাদি-উপলক্ষে সমারোহ-কার্য্য-ক্ষেত্রে গতিবিধি করিতেন বটে, কিন্তু স্বামীর বিনা অনুজ্ঞায় তাহা

প্রণয়াভিলাষী ঐশ্বর্য্যভোগশালী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হন। যে স্ত্রী সুন্দরী, তিনই ভাগ্যবতী। তিনি জনগণের মধ্য হইতে স্বয়ং প্রীতিপাত্রকে মনোনীত করেন।

† "নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্।"—মনুসংহিতা।

এই মত ফলিত জ্যোতিষেও (Astrology) পরিগৃহীত হইয়াছে।

কোন মতেই সম্পাদিত হইত না। তিনি ঋগ্বেদ-সংহিতার ১ম মণ্ডলের একোনাশীত্যধিক শততম (১৭৯) সূক্তের ১ম ও ২য় দ্বিতীয় মন্ত্র*রচনা করিয়াছেন। তাহার অনুবাদ এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

লোপামুদ্রা স্বীয় স্বামী অগস্ত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"যে উষা-কালে দেহ শীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ উষাকাল, দিবা ও রাত্রি—বহুবৎসর কাল ব্যাপিয়া—আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় আমার শরীরের শোভাও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে; তথাপি আপনি কৃপা-পরবশ হইয়া, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। সাংসারিক নিয়মানুসারে স্ত্রী-ধন-সুখ-ধর্ম্মাদির প্রবর্দ্ধক পতি নিজ পত্নীর অনুগামী হইয়া থাকেন।" ১।

"পূর্ব্বকালে যে সকল পুরাতন মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা দেবগণের সহিত সত্য কথা বলিতেন; যাঁহারা দেব-বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারাও ঊর্দ্ধরেতাঃ ছিলেন না। তাঁহারাও ব্রহ্মচর্য্যাদির শেষ অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন নাই। তপঃশালিনী মহিষীরা ধর্ম্ম-ধনাদির প্রবর্দ্ধক পতির সহিত চিরকালই সম্মিলিত থাকেন।" ২।

অতঃপর অগস্ত্য নিজ বনিতা লোপামুদ্রাকে কহিতে লাগিলেন†—

---

*"পূর্ব্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা
বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনাং অপ্যূ নু
পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ ॥১ঋক্॥"

"হে অগস্ত্য! 'অহং' লোপামুদ্রা 'পূর্ব্বীঃ শরদঃ' পুরাতনান্ অসংখ্যাতান্ সংবৎসরান্, 'দোষা' রাত্রীঃ 'বস্তোঃ' অহানি, তথা দেহং 'জরয়ন্তীঃ উষসঃ' উষঃকালাংশ্চ * * অদ্যতনকালপর্য্যন্তং বহুসংবৎসরং ত্বাং সেবমানা শুশ্রূষয়া 'শশ্রমাণা' শ্রান্তা অভূবং। ইদানীং তু 'জরিমা' জরা 'তনূনাং' অঙ্গানাং 'শ্রিয়ং' সৌন্দর্য্যং 'মিনাতি' হিনস্তি। এবমপি নাস্মদনুগ্রহার্থঃ। 'অপ্যূ নু' (অপি সংভাবনায়াং, উ অবধারণে, নু বিতর্কে) ইদানীমপি কিং সংভাবনীয়ং। লোকে হি 'পত্নীঃ' স্ত্রিয়ঃ 'বৃষণঃ' 'জগম্যুঃ' গচ্ছেয়ুঃ।"

"যে চিদ্ধি পূর্ব্ব ঋতসাপ আসন্
সাকং দেবেভির্বদন্নৃতানি।
তে চিদবাসুর্নহ্যন্তমাপুঃ সমূ নু
পত্নীর্বৃষভির্জগম্যুঃ ॥২ঋক্॥"

—[ঋগ্বেদসংহিতা, ১ মণ্ডল, ২৩ অনুবাক, ১৭৯ সূক্ত, ১,২ ঋক।]

"হে পত্যে! অগস্ত্য! 'যে চিদ্ধি' যেহপিতু 'পূর্ব্বে' পুরাতনা, 'ঋতসাপঃ' সত্যস্যাপয়িতারঃ ব্যাপ্নুবানা মহর্ষয়ঃ 'আসন্' 'তে দেবেভিঃ' দেবৈঃ, 'সাকং' সহ 'ঋতানি' সত্যবাক্যানি, 'অবদন্' বদন্তি। যে মহত্তপো যজ্ঞং বা নানুতিষ্ঠন্তি, যে চ দেববাক্যানি দেবস্তুতিরূপাণি বদন্তি, 'তে চিৎ' তে অপি, 'চিদবাসুঃ' অবান্তিকপস্থিরেতঃ * *। 'তে নহ্যন্তমাপুঃ' ন হি ব্রহ্মচর্য্যাদেঃ অন্তং 'প্রাপ্নুবন্'। * * তথা 'পত্নীঃ' পত্ন্যশ্চ তপস্যমানা 'বৃষভিঃ' ভোগবর্ষকৈঃ পতিভিঃ সহ 'সমূ নু জগম্যুঃ' সংগচ্ছেরন্।"

†"ন মৃষা শ্রান্তং যদবন্তি দেবা বিশ্বা
ইৎস্পৃধো অভ্যশ্নবাব।
জয়াবেদত্র শতনীথমাজিং যৎ
সম্যঞ্চা মিথুনাবভ্যজাব ॥ঐ,৩ ঋক্॥"

"ভো পত্নি! যয়া ময়া 'ন মৃষা শ্রান্তং' ব্যর্থং নৈব শিরশ্রান্তভ্যাং। 'যৎ' যস্মাৎ, 'দেবা অবন্তি' রক্ষন্তি তপোভিঃ প্রীতা দেবাঃ। 'বিশ্বা' সকলাঃ 'স্পৃধো' অভ্যশ্নবাব', জয়িতৌ ব্যাপ্নুয়াব। অত্রাস্মিন্ সংসারে 'শতনীথং' অপরিমিত-ভোগসাধনম্

"দেখ, তুমি এবং আমি—আমরা উভয়ে তপঃ-শ্রম দ্বারা শ্রান্ত হইয়াছি, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, দেবগণ আমাদের তপস্যায় প্রীত হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা তপঃ-প্রভাবে সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। অপরিমিত-ভোগ-প্রাপ্তি সাধনকে এই জগতে আমরা উভয়ে জয়লাভ করিলাম। যেহেতু, সম্যক্‌রূপে সম্মিলিত তুমি ও আমি সংগ্রামে জয় করিয়াছি।" (ক্রমশঃ)

বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা

শিক্ষা-বিভাগের ১৮৮৩-৮৪ সালের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষারও উন্নতির পরিচয় লাভ করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। পূর্ব্ব বৎসরে বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৯৮ ছিল, এ বৎসর তাহা বাড়িয়া ১৭৮৫ হইয়াছে এবং পূর্ব্ববৎসর ছাত্রীসংখ্যা ৫৮৬২২ ছিল এবৎসর তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ৬৫৮১৩ হইয়াছে। বৎসর বৎসর শিক্ষাবিভাগীয় রিপোর্টে এইরূপ বিদ্যালয় ও ছাত্রী-সংখ্যার উন্নতির বিবরণ পাঠ করিয়া স্ত্রীশিক্ষাহিতৈষী মাত্রেরই হৃদয়ে আশা ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে এই উন্নতি উচ্চ শিক্ষার অঙ্কে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। ৩৫,৮১৩ জন ছাত্রীর মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নহে, তাহারা পাঠশালায় বালক-দিগের সহিত পাঠ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের শিক্ষার গুণ ও পরিমাণ যে সামান্য তাহা বলা বাহুল্য।

গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চশ্রেণীর যে ২ টী বালিকা-বিদ্যালয় আছে, এ পর্য্যন্ত আর তাহার সংখ্যাবৃদ্ধি হইল না। তাহাদের ছাত্রী সংখ্যারও বিশেষ উন্নতি নাই। বেথুন বিদ্যালয়ে ১১৫ স্থলে ১১১ টী ছাত্রী হইয়াছে, উহার মধ্যে ৫ টী মাত্র কলেজ শ্রেণীভুক্ত। ঢাকার ইডেন বালিকাবিদ্যালয়ে পূর্ব্ব বৎসর ১৯২ টী ছাত্রী ছিল, এ বৎসর তাহা কমিয়া ১৩৭ অঙ্কে নামিয়াছে। এই অধোগতির কারণ কি, উল্লিখিত হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগের উপাধি পরীক্ষা চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনীতেই স্থগিত হইয়াছে। উচ্চ পরীক্ষার মধ্যে বেথুন স্কুল হইতে দুইটী ছাত্রী এফ্ এ পরীক্ষায়

'আজিং' প্রাপ্তিং পরস্পরং জয়াব, জয়লক্ষণং সূচিত-সংগ্রামং বা জয়াব [illegible]' বধ্বাৎ, 'সম্যক' সম্যক পরস্পরং সংযুক্তৌ প্রজয়ন্তৌ "মিথুনা" সন্তৌ 'অভ্যজয়াব'।"

উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইডেন বিদ্যালয়ে প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উর্দ্ধ-সীমাতে ছাত্রীগণকে বড় উত্থিত হইতে দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার জন্য কয়েকটী ছাত্রী প্রস্তুত হইতেছেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার পুর্ব্বেই ইহাদিগের বিদ্যালয় ছাড়িবার সম্ভাবনা।

মিউনিসিপালিটী কয়েক স্থানের বিদ্যালয়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে সাহায্য-দান করিতেছেন। ইহা একটী আশার কথা বটে। চেষ্টা করিলে ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় হইয়া উচ্চশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপাল সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৮১ হইতে ১৭০৩ হইয়াছে, এ সংবাদ অবশ্য আনন্দকর। কিন্তু প্রাইবেট বা স্বাধীন বালিকাবিদ্যালয় ৮৫ হইতে ৭৬ সংখ্যায় নামিয়াছে, ইহা বড় দুঃখের কথা। দেশীয় লোকে যেমন দিন দিন শিক্ষিত ও বিদ্যানুরাগী হইতেছেন, সেইরূপ তাঁহারা আপনারা কোথায় স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করিয়া বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবেন, না ফলে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। ডিরেক্টর সাহেব বলিয়াছেন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন পক্ষে খৃষ্টীয় মিসন সকলেরই যে কিছু চেষ্টা দেখা যায়, দেশীয় সাধারণের মধ্যে এজন্য অতি অল্প উৎসাহ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা সত্য হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। খৃষ্টীয় মিসনরীদিগের হস্তে দেশের স্ত্রীশিক্ষার ভার দিয়া কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব? এ বিষয়ে তাঁহারা যে পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইব। কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত অভাব পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ অনেক স্থলে তাঁহাদিগের যে শিক্ষা-প্রণালী দেখা যায়, তাহা অসম্পূর্ণ ও দোষাবহ। আর বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্মাশ্রিত করাই তাহাদিগের অধিকতর লক্ষ্য, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইবার নহে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অধিক চেষ্টাপর হইবেন, এ আশা করা বিফল। এডুকেশন কমিশন এ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন,—বালিকা বিদ্যালয়ে অধিক পরিমাণে সাহায্য করা, বালিকাদিগের পাঠনা ও পরীক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা, বালিকাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ছাত্রীবৃত্তি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল গুলিই ব্যয়সাধ্য। শিক্ষার জন্যে ব্যয়ের কথা হইলে গবর্ণমেণ্টের হস্ত অমনি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় স্বীকার করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না।

এই কারণে আমরা দেখিতে পাই ইনস্পেক্টর, ডিরেক্টর, লেপ্‌টনেন্ট গবর্ণর সকলেই বালিকা দলের পাঠশালায় যে শিক্ষা হইতেছে, তাহাই বড় উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ফল কথা বোধ হয়, তাহাতে ব্যয় নাই, অথচ রিপোর্টে ছাত্রী সংখ্যার শ্রীবৃদ্ধি প্রদর্শিত হইতে পারে। স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় ও পাঠ্য পুস্তকাদির ব্যবস্থা করিলে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগের প্রতিযোগিতা হইবে না, সুতরাং শিক্ষার উৎসাহ থাকিবে না, শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের এই প্রধান আশঙ্কা। কিন্তু বেথুন বিদ্যালয়ের বালিকারা স্বতন্ত্র পাঠ করে বলিয়া কি উন্নতি প্রদর্শনে অক্ষম হইয়াছে? পাঠশালে শিক্ষার কতটা উন্নতি হইবে, মিশ্র শ্রেণী নিয়াপদ্ধিতে কত বয়স পর্য্যন্তই বা চলিতে পারিবে? দেশীয় কৃতবিদ্যগণ গবর্ণমেন্টের রিপোর্টে না ভুলিয়া উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার উপায় সর্ব্বতো ভাবে চিন্তা করুন, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

ইনস্পেকট্রেস্ বিবী মনোমোহিনী হুইলার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েক বৎসর যেরূপ রিপোর্ট দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার স্পষ্টভাষিতার প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। জেনানা মিশন স্কুল সকলে নাম মাত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহার মতে তথায় গবর্ণমেন্টের সাহায্য দান কমান কর্ত্তব্য। মিসন বালিকা বিদ্যালয় সকলে পারিতোষিকের দিন সকল বালিকা আসিয়া থাকে, পড়ার দিনে তাহাদিগের খোঁজ নাই। পারিতোষিকও অবিচারে সকলকে দেওয়া হয়। বালিকাবিদ্যালয় সকলে উচ্চ শিক্ষা দূরে থাকুক, সামান্যরূপ অক্ষর পরিচয়ের অপেক্ষা বড় অধিক শিক্ষা হয় না। গত বর্ষে কলিকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগণার অন্তঃপুর ও বিদ্যালয়ে ৩০২৪ জন ছাত্রী ছিল, তন্মধ্যে ১১৯২ অবগণ্ড শিশু, তাহারা পরীক্ষা দিতেই জানে না। অবশিষ্ট ১৮৩২ জন পরীক্ষা দেন, তাহাদের শতকরা ৯ জন মাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাদের শিক্ষার সীমা বোধোদয়ের বড় উপরে নহে। ইহাদের প্রথম শিক্ষা ভাল হয় না বলিয়া উত্তরকালের শিক্ষাও নাম মাত্র হইয়া থাকে।

শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষেরা যখন বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যয় স্বীকারে কাতর এবং 'গাছের কলা ও ঘাটের জলে' ষষ্ঠী মাকাল পূজার ন্যায় স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করিতে চান, তখন ইহার জন্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের আর কত অনুরাগ ও উৎসাহ হইবে? ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেবকে তাঁহার অধীনস্থ এক সব-ইনস্পেক্টর লিখিয়াছেন "মহাশয়, সত্য সত্য বলিতেছি, আমি বালিকাবিদ্যালয় সকলের বিরোধী; স্ত্রীলোকের মন অত্যন্ত গর্ব্বিত, এবং একটু লেখাপড়া শিখিলেও

তাহারা আমাদের জন্য যে কাজ করে, তাহা করিতে অক্ষম হইবে।" ছোটলাট সাহেব শিক্ষাবিভাগের একজন তত্ত্বাবধায়কের এইরূপ মন্তব্য পড়িয়া অবশ্য হাসিয়াছেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ সংস্কারাপন্ন লোক অধিক আছেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কেইবা বিশ্বাস করিতে পারে? লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের কয়েকটী সারগর্ভ কথা আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলাম। "স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে (ঘর সংসারের) কাজের বাহির হইয়া যায়, এ অভিযোগ নূতন নহে। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানেই এই অভিযোগ। কিন্তু সর্ব্বত্র সমীচীন অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অবিদ্যামন্ত্রে দীক্ষিত নারীগণ অপেক্ষা শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরাই সংসারের দায়িত্ব গভীরতর রূপে অনুভব করেন এবং বালক বালিকা ও পরিজনগণের উপর শুভকর শাসন বিস্তার করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও চরিত্র মার্জ্জিত হইয়া ইউরোপে যে ফল ফলিয়াছে, বঙ্গদেশে তাহা হইবে না কেন?" লেপ্টনেন্ট গবর্ণর আর একটী কথা বলিয়াছেন যে হয়ত কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সময়ে কোন কোন বঙ্গনারী বিদ্যাজনিত সুখে প্রলুব্ধ হইয়া সংসারের কার্য্যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বামীদিগের কষ্টের কারণ হইতে পারেন, কিন্তু তখন ইউরোপীয় স্বামীদিগের ন্যায় তাহাদের অবস্থা হইবে। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা ইউরোপীয় জাতীয় জীবনে যেরূপ তেজস্বিতা ও বৈচিত্র দেখা যায়, বঙ্গীয় জাতীয় জীবনেও তাহা লক্ষিত হইবে।

আমরা মনে করিতে পারি না যে শিক্ষিতদিগের মধ্যে বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী লোক আছেন। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে অনেক মতভেদ হইতে পারে এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবার অনেক বিষয় আছে, কিন্তু শিক্ষার জন্য কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা যদি জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় কামনা করি, তাহা হইলে আমাদিগের সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নারীজাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবজ্ঞার সামগ্রী করিয়া রাখিলে কখনই আমাদিগের আশা পূর্ণ হইবে না। নারীদিগকে শিক্ষিত, চিন্তাশীল, কার্য্যক্ষম ও সকল বিষয়ে পুরুষের সঙ্গিনী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তবে সমাজ পরিপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া সর্ব্বতোভাবে আপনার কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইবে।

অদ্ভুত বিবরণ।

বানরের হস্তে সর্পের মৃত্যু।

মেডিক্যাল টাইমস পত্রে একটী বানর ও গোখুরা সাপের যুদ্ধের আশ্চর্য্য বিবরণ বর্ণিত আছে। পাটনা নগরের নিকট এক বৃহৎ বট বৃক্ষে এক বানরের বাসা ছিল। সে এক দিন ঐ বৃক্ষ আরোহণ করিতে যাইতেছে, এমত সময়ে দেখিল শিকড়ের নিকট বৃহদাকার সর্প। সে যত বার বৃক্ষ আরোহণ করিতে যায়, দেখিল সর্প ততবার ফণা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আইসে। বানর যত বার পশ্চাৎ দিকে সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল, সর্প ততবার সরিয়া সরিয়া গাছ ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল, সুতরাং বানর আর বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। বানর ইহা দেখিয়া দ্রুত গতিতে ঘুরিতে লাগিল, একবার গাছের এ পাশ একবার ও পাশ করিয়া যেন নাচিয়া ২ বেড়াইতে লাগিল এবং এক একবার যেন ছোঁ মারিয়া ধরিবার জন্য সর্পের দিকে আসিতে লাগিল। দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ যোঝাযুঝি। অবশেষে বোধ হইল সর্প ক্লান্ত হইয়াছে, সে ভূমির উপর সটান শয়ন করিল। বানর এক্ষণে অবসর মতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, আর সতর্কভাবে সর্পের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া যখন এমন স্থানে আসিল যে একলাফে সর্পকে ধরিতে পারে, তখন সর্পের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং সে ফণা তুলিবার পূর্ব্বেই দুই হাতে তাহার গলা কসিয়া ধরিল। সর্প তৎক্ষণাৎ লাঙ্গুল বেষ্টনে তাহাকে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। বানর কিছু মাত্র ভীত না হইয়া সাপের ঘাড় দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রহিল এবং নিকটে ভাঙ্গা ইটের চাঁই ছিল, তাহাতে সাপের মস্তকটী রগড়াইতে লাগিল। সে এরূপ সুস্থিরভাবে ও অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল, যে সর্পের মস্তকের আর চিহ্নমাত্র রহিল না, তাহা দলিত মাংস খণ্ডে পরিণত হইল। তখন কপিবর আস্তে আস্তে শরীর হইতে লাঙ্গুল বন্ধন খুলিয়া বৃক্ষ আরোহণ করিল ও এক লম্ফে বাসায় গিয়া উপনীত হইল। এই ঘটনায় বানরের আশ্চর্য্য বুদ্ধিশক্তির প্রমাণ কেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়! সর্পের কোথায় বিষদন্ত আছে, তাহার আঘাতের ফল কি, ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়া বানর সর্পের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া মাথাটী নষ্ট করিল। বানরের ঐ অধ্যবসায় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। আর একটী কথা শুনা যায় যে সর্পের চক্ষে একপ্রকার তাড়িত আছে, সর্প তাহার শিকারের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া

তাহাকে ভারিয়া ও অবসন্ন করিয়া ফেলে, বানরের উপর সে ভেল্‌কী খাটিল না। বোধ হয় পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবেরাই তাড়িতাকৃষ্ট হইয়া থাকে, বৃহৎ জীবেরা সেরূপ হয় না। সর্পের উপর বানরদিগের যে অত্যন্ত রাগ ও দ্বেষ, তাহারও পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।

কোন পরিব্রাজক বর্ণনা করিয়াছেন, নর্ম্মদা নদীতীরে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, তাহাতে অনেক বানরের বাস। ইহার নিকটে অনেক সর্প বিচরণ করিয়া থাকে। বানরেরা এইরূপ প্রতিবাসী যে পছন্দ করে না, বলা বাহুল্য। উহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উপায় অনুসন্ধান করিয়া থাকে। সর্প যখন নিদ্রা যায়, বানর তখন আস্তে আস্তে তাহার নিকটস্থ হইয়া ঘাড়টী দৃঢ় করিয়া ধরে এবং অনতিদূরস্থ শিলাখণ্ডে ক্রমাগত ঘর্ষণ করিয়া মস্তকটী নষ্ট করিয়া ফেলে। বানর যখন এই কার্য্য করে, তখন তাহার মুখের গাম্ভীর্য্য ও দন্তপাটী বিকাশ দেখিয়া বোধ হয় যেন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গুরুতর রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সর্পের মস্তক চূর্ণ হইলে বানর-শিশুদিগের নিকটে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়; তাহারা কিচিমিচি ধ্বনি সহকারে তাহাকে লইয়া পরস্পরে লোফালোফি করে এবং এই রূপে খেলিয়া বেড়ায়।

দেশ ভ্রমণ।

বোম্বাই এলিফেন্টা দ্বীপ।

বেলা অনুমান দশ ঘটিকার সময় বাসায় ফিরিলাম। আজ হস্তিদ্বীপে (Elephanta Isle) যাইতে হইবে, তাই তিনটী বাঙ্গালী আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া এপোলো বন্দরে পঁহুছিলাম। সাড়ে তিন টাকায় একখানা নৌকা ভাড়া করা হইল এবং পাথেয়াদি লইয়া বেলা অনুমান সাড়ে ১০ ঘটিকার সময় সকলে নৌকায় উঠিলাম। সমুদ্রে বাতাস ছিল না সুতরাং নাবীরা পালের সাহায্য পাইল না, ধীরে ধীরে নৌকা চলিতে লাগিল—বেলা প্রায় সাড়ে ৪ ঘটিকার সময় হস্তিদ্বীপে পঁহুছিলাম। জোয়ার ভাটায় সমুদ্রের জলের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সকল সময়ে নৌকা যথাস্থানে পঁহুছিতে পারে না; এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বোম্বাই অঞ্চলের কোন সম্ভ্রান্ত ধনী বড় বড় প্রস্তর ফেলিয়া সমুদ্র হইতে দ্বীপ পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমরা পঁহুছিবামাত্র কতকগুলি লোক পাহাড়ে উঠাইবার জন্য এক

প্রকার বাহন লইয়া আমাদিগের সমীপস্থ হইল। কিন্তু তাহাতে না উঠিয়া আমরা পদব্রজে উঠিতে লাগিলাম। উঠিবার জন্য পাথরের সিঁড়ি রহিয়াছে, সুতরাং গুহা পর্য্যন্ত উঠিতে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় না। উপরে উঠিয়া এক খানা ছোট ঘর দেখিতে পাইলাম। আমরা পহুঁছিবা মাত্র এক জন বৃদ্ধ সাহেব বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে চারি আনা মূল্যের এক এক খানা টিকেট দিলেন এবং এক খানা পুস্তক সঙ্গে লইয়া আমাদিগকে গুহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। সাহেবের নিকট যে পুস্তক ছিল, তাহাতে ফটোগ্রাফ সহ গুহার ইতিহাস অনেকটা বিবৃত ছিল। কোন সাহেব এই গুহা দেখিয়া বিলাতে যাইয়া ঐ পুস্তক লেখেন। গুহার সমস্ত ইতিহাস জানিতে পারিলাম না, আর যত দূর জানা গিয়াছে সমস্ত লিখিতে গেলেও প্রবন্ধ অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে, সুতরাং এ স্থলে কেবল সংক্ষেপে গুহার আকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে।

গুহার প্রবেশদ্বারটী বেশ বড়। প্রস্তরময় পাহাড়ের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা ক্রমে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিতেই প্রথমতঃ খুব একটি বড় ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তর খুদিয়া ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঘরটি উচ্চে অনুমান দশ হাত হইবে। দীর্ঘে প্রস্থে বেশ বড়। প্রায় আমাদিগের কলিকাতার সেনেট ঘরের মত। ইহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তর দেয়ালে খোদিত রহিয়াছে। প্রবেশ করিলেই সম্মুখে খুব বড় প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। দুর্গা প্রতিমার যেমন দক্ষিণে ও বামে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শোভা পায়, ইহারও দুই পার্শ্বে সেইরূপ কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। আমি ঐ প্রতিমার দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য উহার কটিদেশে পা দিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার চিবুক স্পর্শ করিতে পারিলাম না। কটিদেশ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত যাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ বা ৫॥ হাত হইবে, তাহার সমস্ত শরীর কত বড় হইতে পারে তাহা পাঠিকাগণ অনুমান করিয়া লইবেন। যে ঘরের কথা উল্লেখ করা হইল, এইটি গুহার "হল ঘর"। ইহারই মধ্যে খুব বড় বড় প্রস্তরস্তম্ভ রহিয়াছে। এ ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে আর দুই খানা ঘর আছে, তাহাতে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। এই ঘর দুটির সম্মুখেই একটি ছোট প্রাঙ্গণ, ইহার উপরে আকাশ, তিন দিকে পাহাড় ও এক দিকে হল ঘর। হল ঘরের বাম পার্শ্বেও এইরূপ ঘর ও প্রাঙ্গণ আছে। এই প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বস্থ একটি গৃহ সুন্দর ও অতি স্বচ্ছ জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। পাহাড়ের কাটা স্থান দিয়া এই

জল তথায় সঞ্চিত হয়। এ সকল গৃহে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তাহাদের প্রায় সকলগুলি অঙ্গহীন—কাহার হাত নাই, কাহার পা নাই, কাহারও মস্তক নাই। পাঠিকাগণ জ্ঞাত আছেন দিল্লির বাদশাহ আরঙ্গজীবের সময় মুসলমানদের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, এই সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুর উপর অত্যাচার করিবার সুযোগ পাইলে আর কিছুতেই ছাড়িত না। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এই সময়ে আবার পর্ত্তুগিজ্‌গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে থাকে। ইহারাও মুসলমানদের ন্যায় হিন্দু-দেবতার বিদ্বেষী ছিল। অনেকে অনুমান করেন এই দ্বীপ গহ্বরের প্রতিমুর্ত্তির অঙ্গ-বৈকল্য ইহাদেরই কোন না কোন শ্রেণীর দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এ গহ্বরে একটি হস্তীর অতি সুন্দর ও বড় প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সেই হস্তী (Elephant) হইতেই ইহার নাম হস্তি-দ্বীপ (Elephanta Isle),এখন এই হস্তী দ্বীপ হইতে বোম্বাই চিত্রশালিকায় নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকায় উঠিলাম। সে সময়ে বায়ু বিলক্ষণ তেজে বহিতেছিল। সুতরাং মাঝারী গোচের একখানা পাল তুলিয়া দিলেই বিলক্ষণ বেগে নৌকা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বায়ু আমাদিগের ঠিক্ অনুকূল ছিল না সুতরাং নৌকা প্রথমতঃ বহিঃসমুদ্রের দিকে চালিত হইল। কতকদূর যাইয়া দেখিলাম তিন চারি স্থানে আলোগৃহের (Light-house) আলো হঠাৎ চমকিয়া দৃষ্টি বহির্ভূত হইতেছে। প্রতি আলোগৃহের আলোকই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে সবেগে বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। যখন যে দিকে যায়, তখন মাত্র ক্ষণকালের জন্য সে দিকের লোক উহা দেখিতে পায়। ঐ আলোক প্রতি মিনিটে তিন চারি বার স্তম্ভকে বেষ্টন করিয়া আইসে, সুতরাং প্রতি মিনিটে উহার আলোক তিন চারি বার দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়। পাঠিকাগণের অনেকেই বাতী ঘর বা আলো ঘরের কথা পড়িয়াছে নসুতরাং এস্থলে আমরা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা উল্লেখ করিলাম না। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী আলোগৃহগুলি আকারে ছোট। ইহাদের কাহার চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ আলো ঘুরিতেছে, কাহার চতুর্দ্দিকে লাল আলো ঘুরিতেছে, আবার কোনটির চতুর্দ্দিকে সাদা আলোক, দেখিতে বড় সুন্দর। সমুদ্রের যে যে অংশে জল খুব অল্প, সেই সেই স্থানেই এইরূপ আলোগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। আলো গৃহের আলো দেখিয়াই জাহাজ অথবা ষ্টিমারের লোকেরা সতর্ক হইয়া থাকে, কারণ অল্প জলে জাহাজের বিপদের সম্ভাবনা।

বায়ু বিলক্ষণ বেগে বহিতেছিল, সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে

বোম্বাই ও এলিফান্টা হইতে অনেক দূরে নীত হইলাম। তখন একটু রাত্রি হইয়াছে, আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে, বায়ুতাড়নে সমুদ্র বক্ষে বড় বড় ঢেউ খেলিতে লাগিল. তাহারই উপর নৌকা হেলিয়া দুলিয়া খেলিতে খেলিতে চলিতে লাগিল। চারি দিকে জল, স্থল কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল সুদূরে আলোস্তম্ভের আলো এবং বোম্বাই নগরের সমুদ্র পার্শ্বস্থ অস্পষ্ট দীপমালা। ভীষণ, গম্ভীর অথচ সুন্দর সেই দৃশ্যটি দেখিয়া মন মোহিত হইল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ এক দৃষ্টে অবেগে সন্তাড়িত সেই উর্ম্মিমালার উপর চাহিয়া রহিলাম— ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে মন মগ্ন হইয়া গেল।

নূতন সংবাদ।

১। ইব্রাহিম নামে বোম্বাইয়ের এক সদাগর কচ্ছে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। চিকিৎসালয়ে ৩৫০০০ এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ১০০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। কচ্ছ-বাসীরা এই দুই কার্য্যের জন্য ভূমি প্রদান করিবে।

২। গত ১৯এ বৈশাখ সিটি কলেজ গৃহে মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনীর ৩য় বার্ষিক অধিবেশন ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বিবী মরে, বিবী গ্রাণ্ট ও সাহেব ও বিবী মাক্‌ডোনালড় প্রভৃতি কয়েকটী ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীও উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর ৪৭৮ জন স্ত্রীলোক এই সভার অধীনে পরীক্ষার্থিনী হইয়াছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃতে কয়েকটী মহিলা বিশেষ পরীক্ষা দান করেন।

৩। কনষ্টাণ্টিনোপলে বড়ই আশ্চর্য্য কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক তুরস্করমণী তত্রত্য রাজস্ব-মন্ত্রীর কার্য্যালয়ে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করেন এবং তাঁহার নিকট তাঁহাদিগের স্বামীদিগের প্রাপ্য বেতন পাইবার দাওয়া করেন। তাঁহারা এত উৎপাত ও গোলযোগ করেন, যে পুলিস সৈন্য তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু হারিয়া যায়। মন্ত্রিবর বেগতিক দেখিয়া এক গুপ্ত দ্বার দিয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। তুরস্কে আজিও বীররমণী আছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তক খানি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ন্যায় যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প আছে। গ্রন্থখানি নাস্তিক ও সংশয়বাদীদিগের আপত্তি খণ্ডনের পক্ষে যেরূপ সুশাণিত অস্ত্র, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস বর্দ্ধনের পক্ষেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট সহায় হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যে চিন্তাশীল, সুবক্তা ও সুলেখক, তাঁহার এই গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

২। উপক্রম—শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৵০ আনা। ভারতসমুদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা প্রদর্শন এই উপক্রমণিকার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান কালের সভ্যজগতের আরাধ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যে অনেকাংশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট ঋণী, লেখক তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার পুরাতত্ত্বানুসন্ধান বিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থকার সাধারণের নিকট বিশেষ উৎসাহ পাইবার যোগ্য, তাহা পাইলে তিনি যে মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন।

৩। দ্বাদশনারী—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। ইহাতে দ্বাদশটী আর্য্য মহিলার জীবনবৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। যে কয়েকটী রমণীর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে, সকল গুলির চরিত্র আদর্শস্থানীয় না হইলেও তাঁহাদিগের জীবনের অনেক মহত্ত্ব আছে, সন্দেহ নাই। বঙ্গমহিলাগণ এই পুস্তক খানি পাঠে এ দেশীয় রমণীগণের শৌর্য্য, বীর্য্য, রাজনৈতিক বুদ্ধি, শাসনক্ষমতা, দেশহিতৈষিতা ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের অনেক দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারিবেন।

৪। রবিচ্ছায়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৸০ আনা। সুকণ্ঠ বিহঙ্গের সঙ্গীতালাপ শুনিয়া কাহার না প্রাণ আকুল হয় ও আনন্দে উথলিয়া উঠে? রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গীতের সেইরূপ শক্তি আছে। তিনি প্রাণের ভাব প্রাণের ভাষাতে কবিত্বরসে সিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যেমন প্রাণস্পর্শী ব্রহ্মসঙ্গীত সকল আছে, সেইরূপ নির্দ্দোষ প্রণয় ও স্বভাবলীলা সম্বন্ধীয় সুন্দর গীতি সকল প্রকটিত হইয়াছে। এই সুভাব সঙ্গীতময় পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যসংসারে অতি আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বামাগণের রচনা।

অনন্তমহাশূন্যের প্রতি।

হে অনন্ত তুমি কিহে প্রতিবিম্ব তাঁহারি!
রবির সুতীক্ষ্ণ জ্যোতি, শশীর বিমল ভাতি,
প্রকাশে অপূর্ব্ব ভাব গগনেতে যাঁহারি!
লতা গুল্ম পাদপেতে, অগণন জীবাদিতে,
অপার মহিমা যাঁর প্রকাশিত রয়েছে!
ফুলে যাঁর অনুপম, ফলে যাঁর মনোরম,
অতুল সৌন্দর্য্য ভাব বিকশিত হয়েছে!
অগণন গ্রহ তারা, মহাবেগে ভ্রমি তারা,
যাঁর মহাশক্তি সদা বিশ্বময় ঘোষিছে!
ভূমণ্ডল স্তরে স্তরে, অপরূপ রূপ ধরে,
যাঁহার মঙ্গল গুণ দিবানিশি গাইছে!
পুষ্পরেণু মধুমক্ষি, স্নায়ু শিরা জীব-অক্ষি,
অনিবার প্রচারিছে সুকৌশল যাঁহার!
মস্তিষ্কের সুগঠন, শ্বাস রক্ত সঞ্চালন,
অচিন্ত্য গভীর জ্ঞান করে যাঁর প্রচার।
অনল অনিল বারি, ঘোষে সদা গুণ যাঁরি,
গর্ভবাসে শিশু থাকি বলে দেয় যাঁহারে!
মাতৃস্তন-দুগ্ধে যাঁর, ঘোষে জ্ঞান অনিবার,
মাতৃস্নেহ ভাবে যাঁর প্রেম ভাব প্রচারে!
মহাসিন্ধু নদ নদী, বলে যাঁরে নিরবধি,
অব্যক্ত ভাষাতে,—"তব হে অচিন্ত্য মহিমা।"
অন্তরের ভাবরাশি, বলে যাঁরে দিবানিশি,—
"তোমারি তোমারি দেব অতুলিত গরিমা!"
নানাবিধ আকর্ষণ, জড় রাজ্যে নিয়োজন,
কৌশলেতে করিলেন যে নিপুণ বিধাতা!
প্রাণ রাজ্যে যেই জন, প্রাণাধার হয়ে রন,
এত শক্তি যাঁর বলে ধরেন প্রকৃতি মাতা!
ধরিয়ে মোহন তান, অপার মহিমা গান,
গাইছে প্রকৃতি সতী দিবারাতি যাঁহারি!
হে অনন্ত তুমি কিহে প্রতিবিম্ব তাঁহারি!

বামাবোধিনী পত্রিকার উপহার।